উৎসর্গ

প্রবীণ নাট্যকার ও নাট্যাচার্য্য এবং নাট্য-জগতের সুপ্রবীণ নটবর ও
সুরসিক,—যিনি আজও এ বৃদ্ধবয়সে বঙ্গের নাট্যশালায়
নাট্যরসে দর্শকবৃন্দকে পরিপ্লুত করিতেছেন,
অভিনয়কালে নবযৌবন ধারণ করেন,
যাঁহার নামে
নাট্যশালায় দর্শকবৃন্দের স্থানাভাব হয়, যাঁহার প্রতি কথায় অমৃত
ক্ষরিত হয়, আবার যাঁহার বুকভরা স্বদেশপ্রেমে ভারত-
ভূমি আনন্দ-সাগরে আপ্লুত হয়, সেই
দেশমান্য **শ্রীযুক্ত বাবু অমৃতলাল বসু**
মহোদয়ের করকমলে এই নাটিকাখানি
সমর্পণ করিলাম।

গুরুদেব! যেমনটি যায়, তেমনটি আর হয় না! এমন ত কত গেল, কিন্তু তেমন ত আর ফিরে এল না কেউ! আর আস্‌বেও না। তাই ভয় হয়,—কবে হারাই! পদ্মপত্রের জলের মত প্রাণটুকু টলমল কচ্ছে মাত্র!

বাল্যকালাবধি মনের একটা সাধ ছিল, তাহা আজি এ যৌবনে পূর্ণ করিলাম। আমার সাধ পূর্ণ করিলাম বটে, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিলাম কিনা, সে বিচার-শক্তি আমার নাই। তাই আমার জীবনের প্রথম উদ্যমের এই "সতীর মন্দির", আপনার অনুপযুক্ত হইলেও, আমি আপনার হাতে সমর্পণ করিতে সাহসী হইয়াছি। কথায় বলে,—সৎ-সঙ্গে কাশীবাস। অতএব "সতীর মন্দির" নির্ম্মাণ করিতে মাল মশলার অভাব হইবে না এবং ইহার ভিত্তিও অক্ষয় হয়ে থাকবে। এখন ভাঙ্গা গড়া আপনারই হাত।

সন্তানের শতদোষ মার্জ্জনা করিয়াও আপনার অসংখ্য নাটিকার মধ্যে আমার "সতীর মন্দির"কে একটু স্থান দিলে আমার সকল আশাই পূর্ণ হয়। ইতি—

লৌহজঙ্গ, ঢাকা।
২রা আশ্বিন, ১৩২৮।

একান্ত আজ্ঞাধীন,—
শ্রীহেমেন্দ্রলাল পাল চৌধুরী।

নিবেদন।

মালঞ্চ নামে একখানা মাসিক পত্রিকায় 'ছোট ও বড়' নামে একটী গল্প লেখা হয়। লেখক শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন দাস গুপ্ত, এম, এ। গল্পটী ক্রমান্বয়ে মালঞ্চ পত্রিকার অনেকগুলি সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। কতদিন পর্য্যন্ত বা কতভাগে প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা আমি জানি না। কেবল প্রথম দুই তিন মাসের পত্রিকায় যাহা পাঠ করিয়াছিলাম, তাহা হইতেই আমার কল্পনা পূর্ণমাত্রায় বিকশিত হয় এবং এই "সতীর মন্দির" তদ্দ্বারা গঠিত হয়। যদিও পুস্তকের প্রথমাংশে দু' এক স্থানে উক্ত 'ছোট ও বড়'-নামক গল্পের কয়েকটী কথা লেখা হইয়াছে,—তথাপি আজও আমি বলিতে পারি না যে, উক্ত গল্পের মধ্য ও শেষ ভাগ কি। কিন্তু কৃতজ্ঞতার সহিত নিবেদন করিতেছি যে, উক্ত গল্পটীই আমার "সতীর মন্দির"-এর পথপ্রদর্শক এবং তজ্জন্য লেখকের নিকট আমি ঋণী।

এই নাটিকা প্রায় ৭।৮ বৎসর পূর্ব্বে লেখা হয়; কিন্তু নানাপ্রকার অসুবিধা হেতু এতদিন তাহা প্রকাশ করিতে পারি নাই। অধুনা ইহা পাঠ করিয়া যদি একজনও আমার সতীর মন্দিরে প্রবেশাধিকার পান, তাহা হইলেই আমার সকল শ্রম সার্থক হইবে।

বঙ্গসাহিত্যসেবিগণের সুপরিচিত এবং শ্রীমদ্ভাগবত গীতা প্রভৃতির সম্পাদ সুবিখ্যাত পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কবিভূষণ মহাশয় সবিশেষ যত্ন ও পরিশ্রম স্বীকার করিয়া এই পুস্তকখানির আদ্যন্ত দেখিয়া দিয়াছেন এবং প্রুফ পরিদর্শনে চিত্তশুদ্ধি রক্ষার জন্য যথোচিত চেষ্টা করিয়া আমার মহোপকার সাধন করিয়াছেন; এই মহোদয়ের নিকট এজন্য আমি চির-কৃতজ্ঞপাশে আবদ্ধ রহিলাম। ইতি—

~~১৬—নং আহিরীটোলা ষ্ট্রীট,~~
কলিকাতা।
২রা আশ্বিন, ১৩২৮ সাল।

বিনীত—
গ্রন্থকার।

শ্রীহেমেন্দ্রলাল পাল চৌধুরী

উপহার।

সতীর মন্দির।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষগণ

ব্রজেন্দ্রকিশোর	সুখসাগরের জমীদার।
রমেন্দ্রকিশোর	ব্রজেন্দ্রের কনিষ্ঠ সহোদর।
জীবনদাস	ঐ সদর-নায়েব (ব্রজেন্দ্রের দূর সম্পর্কীয় শ্যালক)।
দুর্গাপ্রসাদ ...	ঐ বৃদ্ধ খাজাঞ্চি।
রামলাল সিং ...	ঐ দ্বারবান্।
বিনয়কৃষ্ণ ...	ঐ বন্ধু।
ধর্ম্মদাস ...	কৃষক (ব্রজেন্দ্রের প্রজা)।
রামপদ ...	ধর্ম্মদাসের পুত্র।
রাইচরণ, হরিপদ, বলাই ও করিম	ধর্ম্মদাসের কৃষাণগণ।
নদের চাঁদ ...	কলিকাতার জনৈক পোদ্দার।
নেনা	ব্রজেন্দ্রের ভৃত্য।

প্রজাগণ, মাঝিগণ, পুলীশগণ, ম্যাজিষ্ট্রেট্, কৃষকগণ, কৃষকবালকগণ, ঘটক, উকিল, দস্যুগণ, মুটেগণ ইত্যাদি।

রাধারাণী	ব্রজেন্দ্রকিশোরের স্ত্রী
শৈলবালা	রমেন্দ্রকিশোরের স্ত্রী।
সুরধুনী	ঐ কনিষ্ঠা ভগ্নী।
লক্ষ্মীময়ী	শৈলবালার সহচরী।
অন্নপূর্ণা	রামপদের স্ত্রী।
যশোদা	নদেরচাঁদের স্ত্রী।
বিমলা	ব্রজেন্দ্রের ঝি।
ভৈরবী	মহামায়া সেবিকা

দাগার মাসী, কৃষকপত্নীগণ, বাইজী, কৃষকবালিকাগণ ও দেববালাগণ।

প্রস্তাবনা

গীত

পল্লীবালক-বালিকাগণ

বালকগণ। এই ধরাধামে আছে যত দেশ,
তাহার মাঝে মোদের পল্লী-গুণেতে অশেষ।
বালক-বালিকাগণ। গাঁওটী এমন কোথাও খুঁজে পাবে নাকো লেশ,
সকল গ্রামের সেরা সে যে মোদের জন্ম দেশ।

বালকগণ। হেথা সন্ধ্যা সকাল দু'টী বেলা, বইছে কেমন মধুর হাওয়া,
বালিকাগণ। আবার পাখীর ডাকে প্রাণ মাতে ভাই এমনি মোদের দেশ।
সকলে। গাঁওটী এমন কোথাও খুঁজে পাবে নাকো লেশ,
সকল গ্রামের সেরা সে যে মোদের জন্মদেশ।

বালকগণ। জলটী নদীর কুল্ কুল্ কুল্ বয়ে যাচ্ছে সদা,
প্রাণটী ভরে খেলে পরে মনটী হয় সাদা ;
বালিকাগণ। আবার ধন, ধান্যে, পুষ্পে ভরা এম্‌নি দেশের বেশ।
সকলে। গাঁওটী এমন কোথাও খুঁজে পাবে নাকো লেশ,
সকল গ্রামের সেরা সে যে মোদের জন্মদেশ।

বালকগণ। হেথা নাইকো ব্যাধি নাইকো আপদ নাইকো বিসম্বাদ,
বালিকাগণ। ভাই ভাই একই ঠাঁই আছি মোরা বেশ।
সকলে। গাঁওটী এমন কোথাও খুঁজে পাবে নাকো লেশ,
সকল গ্রামের সেরা সে যে মোদের জন্ম দেশ।

বালকগণ। হেথা জলটী মিষ্টি ফলটী মিষ্টি মিষ্টি মোদের বুলি,

বালিকাগণ। হেথা ধর্ম্ম খেলা ধর্ম্ম মেলা সবাই ধর্ম্মবেশ।

সকলে। গাঁওটী এমন কোথাও খুঁজে পাবে নাকো দেশ,

সকল গ্রামের সেরা সে যে মোদের জন্মদেশ।

বালকগণ। হেথা দেশের কাপড়, দেশের শাঁখা, দেশেরই সাজন,

নিজের চাষ, নিজের বাস, খাই ক্ষেতের মোটাভাত;

বালিকাগণ। হেথা কেহ নয় পরাধীন, সবাই স্বাধীন,

সবাই জানে আপন দেশ।

সকলে। গাঁওটী এমন কোথাও খুঁজে পাবে নাকো দেশ,

সকল দেশের সেরা সে যে মোদের জন্মদেশ।

সতীর মন্দির।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

সুখসাগরের জমীদার বাড়ীর কাছারীখানা।

(খবরের কাগজহস্তে ব্রজেন্দ্র, ও খাতাহস্তে দুর্গাপ্রসাদ আসীন ;

জীবন ও প্রজাগণ এবং লাঠী হস্তে রামলাল দণ্ডায়মান।)

ব্রজেন্দ্র। জীবন, তবে তোমার কথাই ঠিক্ ?

জীবন। আজ্ঞে, আমিত বরাবরই বলে আস্‌চি। বড়বাবু, গরিবের কথা বাসি হ'লেই কাজে লাগে! এখনও সময় আছে, বুঝে চলুন। (স্বগত) কেমন জব্দ! পথে এস বাবা! জীবন দাসের ফাঁকী, বুঝতে এখনও ঢের বাকী! বাবা, ঘুঘু দেখেছ ফাঁদ ত দেখনি! আমার সঙ্গে ওস্তাদী? এবার দেখব, তুমি কেমন দুর্গাপ্রসাদ খাজাঞ্চি! ব্যাটা পাঁচ টাকা মাইনের চাকরী ক'রে কিনা দোল দুর্গোৎসব করেন, পুকুর কাটান, আবার কাশীতেও নাকি অন্নচ্ছত্র খুলেছেন!

ব্রজ। খাজাঞ্চি মশাই ?

দুর্গা। (নিরুত্তর।)

ব্রজ। খাজাঞ্চি মশাই ?

দুর্গা। (নিরুত্তর।)

ব্রজ। বলি, অ খাজাঞ্চি মশাই ?

দুর্গা। কে! ব্রজ ?

ব্রজ। আজ্ঞে হাঁ।

দুর্গা। কি বাবা ?

ব্রজ। বলি বৃদ্ধ হ'লে কি সবই লোপ পায় নাকি ?

দুর্গা। না বাবা, আমি তোমার কথা শুন্‌তে পাইনি। ক্যাশ বই দেখছিলুম।

ব্রজ। ক্যাশ বইয়ে কি দেখ্‌ছিলেন ?

দুর্গা। দেখ্‌ছিলুম,—আজ ক'দিন থেকে তহবিল মিল্‌ছে না কেন। রোজই কিছুনা কিছু ঘাৰ্ত্তি হচ্ছে !

ব্রজ। কেন ?

দুর্গা। কিজানি বাবা! এতকাল ক্যাশ রাখ্‌ছি, খাতা লিখ্‌ছি; কিন্তু এমন ত কখনও হয়নি! তোমার পিতাঠাকুরের আমল থেকে আজ প্রায় ষাট্ বৎসরকাল একাজ করে আস্‌ছি, একদিনও পাইপয়সার অমিল হয়নি।

ব্রজ। ঐ করেইত সর্ব্বনাশ করেছেন! (স্বগত) বাস্তবিক তখনকার লোকগুল নিরেট মূর্খ ছিল! না জান্‌তো লিখ্‌তে, না জান্‌তো পড়্‌তে! যা কিছু বরাত-জোরে করত। (প্রকাশ্যে) দেখুন খাজাঞ্চি মশাই, আপনি আমার পিতার বাল্য-বন্ধু, তাই তিনিও আপনার আবদার রেখে চল্‌তেন। কিন্তু এখন জান্‌বেন, সেকাল আর নেই।

দুর্গা। কেন বাবা! তবে কি তুমি আমায় সন্দেহ কচ্ছ ?

ব্রজ। হাঁ, সন্দেহের কাজ বইকি!

দুর্গা। কেন? তোমার আমলে ক্যাশতো একা আমার হাতে থাকে না;—জীবনের হাতেও অনেক সময় থাকে।

জীবন। তবে আমিই চোর,—নয় ?

দুর্গা। চট কেন বাবা ? আমিত আর তোমায় চোর বলিনি। বেশত, এস দু'জনেই খাতা মিল করি,—যদি কোনও ভুলভ্রান্তি হয়ে থাকেতো পাওয়া যাবে'খন।

জীবন। আচ্ছা বেশ, তাই চলুন।

(জীবন ও দুর্গাপ্রসাদের খাতা তদন্ত করণ।)

ব্রজ। নেনা ?

নেনা। (অন্তরীক্ষে) আজ্ঞে।

ব্রজ। তামাক দে।

নেনা। আজ্ঞে যাই।

ব্রজ। রামলাল, ওরা কে ?

রাম। হুজুর, আপ্‌কা প্রজা। দু'বরস্‌সে খাজনা বাকী পড়া হ্যায়। খানে নেহি মিল্‌তা হ্যায়, ওলোক কাঁহাসে খাজনা দেয়েগা।

ব্রজ। আজ খাজনা না দিলে ছাড়বেনা,—কয়েদ করে রেখে দিবে।

প্রজাগণ। হুজুর, এদু'বছর ক্ষেতে ভাল জন্মায়নি। যা' দু'চার পৌটা ধান হয়েছিল, তা দেনা দিতেই ফুরাইয়া গ্যাল। এখন মোরা ট্যাকা কতি পাব, আর মোরা খাব কি !

ব্রজ। তোরা কা'র দেনা ধারিস্ ?

(নেনার প্রবেশ ও তামাক দিয়া প্রস্থান)

প্রজাগণ। হুজুর, মোরা খাজাঞ্চি মুশায়ের ট্যাকা ধারি। মোরা ট্যাকা কতি পাব, তাই ধানটা খন্দটা দি।

ব্রজ। (তামাক খাইতে খাইতে) বাঞ্চৎ ! জমিদারের খাজনা দিতে পার না, মহাজনের দেনা দেও ? এবার তোমাদের টের পাওয়াব! রামলাল, সব ব্যাটাকে কয়েদীখানায় বন্দী করে রাখ। (স্বগত)

কি সর্ব্বনাশ! খাজাঞ্চির পেটে পেটে এত ভণ্ডামী! এত চাতুরী! আমার বিষয় সম্পত্তি একেবারে নির্ম্মূল কর্‌বার উপক্রম করেছে। জীবনতো আমায় অনেকদিন থেকেই বলে আস্‌চে। কিন্তু আমিতো এতদূর বুঝ্‌তে পারিনি। Oh! How breach of trust! Breach of trust!

(বিনয়কৃষ্ণের প্রবেশ।)

বিনয়। Good morning. ব্রজ বাবু!

ব্রজ। Good morning. কি হে, বিনয় যে! খবর কি?

বিনয়। খবর আর কি? তোমার দেরী দেখে তোমায় ডাক্‌তে এলুন।

ব্রজ। আচ্ছা, যাচ্ছি চল। দেখছ না ভাই, বাড়ী এলে নানা কাজে ব্যস্ত থাক্‌তে হয়। Timely খাওয়া দাওয়া হয় না। আর worldly cares and anxieties এসে মাথা খারাপ করে দেয়। সাধ করে কি কলকাতায় থাক্‌তে ভালবাসি?

বিনয়। আমিও তাই ভাবি,—কলকাতায় থাকবার একটা permanent বন্দোবস্ত কল্লেই ভাল হয়।

ব্রজ। তাই কর্‌ব। নৈলে এমন করে খাট্‌লে আর ক'দিন বাঁচ্‌ব! দেখ বিনয়, চল কালই কলকাতা যাওয়া যাক্।

বিনয়। তাই চল। বজ্‌রাও ঠিক হয়ে রয়েছে। তোমার হুকুম পেলেই পথের খাবার দাবার যোগাড় করে নিই।

ব্রজ। খাজাঞ্চি মহাশয়, আমাকে আজই পাঁচশ টাকা দিতে হবে। আমি কালই কলকাতায় যা'ব।

দুর্গা। (নিকটে কাষ্ঠনির্ম্মিত সিন্দুক খুলিয়া) এত টাকা ত হবে না বাবা। মোটে আড়াইশ টাকা আছে।

ব্রজ। তা আমি শুন্‌ব না। পাঁচশ টাকার এক পাই কম হলেও চল্‌বে না। যে করে হয়, আদায় করে দিতে হবে।

দুর্গা। গুরুদাসপুরের কিস্তির টাকা এ মাসেও পাঠাতে পারবে না। কাঞ্চনদিঘীর খাজনাও দু'বছর আদায় নেই। খল্‌শী মহালের তহশীলদার সামান্য যা' কিছু ধান মাত্র আদায় করেছেন। বিশেষ নেনার ছ' মাসের মাইনে, রামলালের আট মাসের মাইনে এবং লাটের খাজনাও বাকী পড়েছে। আর তিনদিন মধ্যে লাটের খাজনা দিতে হবে। যদি এখন কিছু টাকা আদায় না হয়, তবে লাটের কিস্তি খেলাপ্ হবে।

জীবন। (দ্রুত খাতা লইয়া ব্রজেন্দ্রকে দেখান) দেখুন, সত্য কি মিথ্যে! হাতে পাঁজি মঙ্গলবারের দরকার কি? জীবনদাস এ জীবনে মিথ্যে কাকে বলে জানে না!

ব্রজ। খাজাঞ্চি! তুমি এই মুহূর্ত্তে আমার দপ্তরখানা পরিত্যাগ কর। তোমার এতদূর সাহস? আমার অন্নে প্রতিপালিত,—আমার অন্নে দেহ পরিপুষ্ট করে আমারই সর্ব্বনাশ! আমি তোমার কোনও কথা শুন্‌ব না। মানে মানে হিসাব পরিষ্কার করে, তুমি এক্ষণি বিদায় হও। আমারই প্রজা, অথচ আমার খাজনা আদায় হয় না,—আর তোমার দেনা শোধ হয়! আমার তহবিলে টাকা থাকে না, আর তোমার সিন্দুকে তা গচ্ছিত হয়! আমার বাড়ী একটা ক্রিয়াকাণ্ড হ'লে দেনা কত্তে হয়, আর তোমার বাড়ী নিত্য নূতন ক্রিয়া হচ্ছে,—দোল দুর্গোৎসব হচ্ছে! আমার বেলায় অমুক মহাজন পাঁচ হাজার, অমুক মহাজন সাত হাজার টাকার নালিশ মোকদ্দমা কচ্ছে,—তোমার বেলায় হাজার হাজার টাকা ধার দিচ্ছ,—সুদ গুণছ! তুমি অবিশ্বাসী ও চোর। আমাকে পথের ফকির করে তুলবার চেষ্টা পাচ্ছ মাত্র! তুমি এই মুহূর্ত্তেই দূর হও। জীবন! খাতাপত্র ও ক্যাশ বুঝে নাও। তহবিল ঘাট্তি যা' হয়, তা ওর মাইনে থেকে কেটে নিয়ে বাকী যা' পাওনা হয়, তা দিয়ে বিদেয় করে দাও। (স্বগত) কি নিমকহারাম্! কি বেইমান!

জীবন। যে আজ্ঞে। (খাতা তদন্ত ও ক্যাশ মিলান।)

দুর্গা। বাবা ব্রজ, আমার জন্য যদি তোমার কোনও অনিষ্ট হয়ে থাকে, তুমি সরল মনে বল, যে ভাবেই হোক্ আমি তা পূরণ কর্‌ব। আর তোমার হিসাব নিকাশ, দেনা পাওনা, সবই মিটিয়ে দিচ্ছি। তুমি ছেলে মানুষ, এতদূর ক্রোধ করা ভাল নয় বাবা; একটু ধৈর্য্য ধর, প্রকৃতিস্থ হও। এ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে বৃথা অপমান করোনা বাবা। আমি তোমাকে সন্তানের ন্যায় দেখি,—সে কারণে সবই সহ্য কত্তে পারি।

ব্রজ। তুমি যতই বল, আর তোমার মায়া-কান্নায় ভুল্‌ব না। তুমি এখন মানে মানে বিদায় হও। তুমি যতক্ষণ না আমার চোখের আড়াল হচ্ছ, ততক্ষণ আমার আর মনের শান্তি নাই। Dam, nuisance, old fellow!

দুর্গা। (কম্পিত অবস্থায় স্বগত) নারায়ণ, নারায়ণ, নারায়ণ! (অগ্রসর হইয়া) শৈশবের বাল্যবন্ধু, কিশোরের সুহৃৎ, বার্দ্ধক্যের সহায়, ধর্ম্মপ্রাণ, জিতেন্দ্রিয়, মহাপুরুষ বিজয়কৃষ্ণের বংশধর ব্রজেন্দ্রকিশোরের আজ একি দুর্ম্মতি হল প্রভু! নিষ্কলঙ্ক বংশে কে আজ কলঙ্ক-বীজ অঙ্কুরিত কল্লে? প্রভু, তুমিই তার বিচারকর্ত্তা। দেখিও প্রভু, আমার স্বহস্তে গড়া এই স্বর্ণপুরী যেন কর্দ্দমে প্রোথিত না হয়,—দেবতার রাজ্যে যেন ভূতের তাণ্ডব নৃত্য না হয়। আমি যাই, তাতে বিন্দুমাত্র দুঃখ নাই, কিন্তু আমার সোণার প্রতিমা গৃহলক্ষ্মী সাধ্বী-সতী রাধার একটা উপায় কত্তে পাল্লুম না, এইমাত্র দুঃখ। (পৈতা ধারণপূর্ব্বক ব্রজেন্দ্রের প্রতি) বাবা ব্রজ, আমি চল্লুম। আশীর্ব্বাদ করি,—তোমার সুমতি হোক্, শ্রীবৃদ্ধি হোক্, ধর্ম্মে মতিগতি দৃঢ় হোক্। তুমি আমার সন্তানের চেয়েও অধিক স্নেহের ও আশীর্ব্বাদের পাত্র। আমি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, কখনও জ্ঞানসত্ত্বে কা'রও অনিষ্ট করিনি। যদি আমাতে বিন্দুমাত্রও ব্রহ্মত্ব থাকে, ধর্ম্মে

যদি আমার একটুও মতি থাকে, তবে আমার আশীর্ব্বাদ অন্যথা হবে না। তোমার অনিষ্ট এখন যিনি যতই করুন, তোমার পরিণাম বড়ই সুন্দর,—বড়ই ধর্ম্মানুমোদিত। কিন্তু সাবধান হয়ে চলিও। সংসার বড়ই জটিল, বড়ই দুর্গম পথ। সতীর মর্য্যাদা রক্ষা করিও। মানুষের চরিত্র পাঠ করতে চেষ্টা করো। না বুঝে হঠাৎ কা'কেও বিশ্বাস করো না।

জীবন। খাজাঞ্চি মহাশয়, আপনার এক বৎসর চার মাস সাত দিনের বেতন থেকে তবিল ঘাৰ্ত্তি বাদে এক টাকা পৌণে আট আনা পাওনা হয়েছেন। আর আর খাতাপত্র সবই ঠিক আছে।

দুর্গা। (স্বগত) অর্থ! তোর কি মোহিনী শক্তি! তুই থাক্‌লেও কষ্ট,—না থাক্‌লেও দুর্গতির শেষ! (সিন্দুকের উপরে স্থাপিত গণেশ মূর্ত্তিকে লক্ষ্য করিয়া) হে পার্ব্বতী-সুত, বিঘ্ন-বিনাশন, সিদ্ধিদাতা গণেশ, তোমায় নমস্কার! একদিন তোমায় স্বহস্তে গড়েছিলুম। এতদিন স্বহস্তে তোমায় পূজা ক'রেছি,—দেখিও, যেন আমার সাধের সাজান মন্দির ধূলায় ধূসরিত না হয়। আমার স্বহস্তে অঙ্কিত,—নানা রঙে চিত্রিত বিচিত্রিত এই কাষ্ঠ নির্ম্মিত সিন্দূক! তোমায়ও সাক্ষী করে যাচ্ছি,—তুমি আমার অন্নদাতার মান রক্ষা করিও। (অগ্রসর হইয়া স্বগত) পা যে চলে না! সর্ব্বাঙ্গ যেন কম্পিত হচ্ছে! মা বসুমতি! আর কেন মা, এঅধমের প্রতি কৃপা দৃষ্টি কর্ মা? (ব্রজেন্দ্রের প্রতি) বাবা ব্রজ, আমি চল্লুম। নারায়ণ—নারায়ণ—নারায়ণ।

[প্রস্থান ও গণেশমূর্ত্তির পতন ও ভঙ্গ।

রামলাল। হারে এ ক্যা হুয়া! গণেশজী ভাঙ্গ্‌গিয়া। বুড়া বাবাবি চলা গিয়া? মেরা কপালবি টুট্‌গিয়া! (কপালে করাঘাত।)

প্রজাগণ ও রামলাল। ও বুড় বাবাঠাকুর! ও বুড় বাবাঠাকুর!

রাম। বড় বাবু! বুড়া ঠাকুরকো বোলায়েঙ্গে?

ব্রজ। চুপ রও! বিনয়, চল, আর দেরি করা চলে না। জীবন, এখন থেকে তোমার উপর সমস্ত কাজের ভার থাকল। যা’ ভাল বুঝবে, তাই করবে।

[ব্রজ ও বিনয়ের প্রস্থান।

জীবন। যে আজ্ঞে,—ভয় কি? এখন দেখ্‌ব, কেমন করে বাকী বকেয়া খাজনা আদায় না হয়। মায় সুদ, সুদের সুদ, এমন কি তস্য সুদ সহ আদায় কর্‌ব, তবে ছাড়ব। বুদ্ধি-বলে কি না হয়!

(খাতাপত্র যথাস্থানে স্থাপন।)

রাম। (স্বগত) এহি জীবে ব্যাটা শনি আছে! হামি ক্যা করবে? রমেন বাবু হাম্‌কো লিয়া আয়া হ্যায়। বাবু আনেছে হাম্‌বি এইসি বিদায় হোঙ্গে। এহি দুশ্‌মনকো সাথ্‌মে হাম্ ক্যায়সে রহেঙ্গে? লেকেন হামারা সাক্‌রেৎ রামাকো ছোড়্‌কে হামিতো থাকতে পারবে না! রামা হাম্‌কো ক্যায়সা মিঠা বাঙ্গলা বুলি শিখ্‌লাতে হ্যায়। আউর হাম্‌বি উস্‌কো লাঠী, কুস্তি শিখ্‌লাতে হো। রামা আবি হাম্‌সে বি, পালোয়ান হুয়া হ্যায়।

জীবন। রামলাল! তুমি কি কচ্ছ? শীগ্‌গির এদেরকে নিয়ে যাও। যেমন করে পার, খাজনা আদায় কত্তে হবে।

[রামলাল ও প্রজাগণের প্রস্থান।

(স্বগত) বুদ্ধি যস্য বলং তস্য! বাবা, জীবনদাসের সঙ্গে লাগা, নয়? কেমন এক কলমের খোঁচায় সর্ব্বে সর্ব্বা হলুম! আরে ব্রজেন্দ্রতো দূরের কথা,—সাতটা বিদ্যেসাগর এক হয়ে এলেও আমার কাছে ঘেঁস্‌তেও পারবে না। যাক্ বাজে কথায় কাজ কি? এখন টাকা আদায়ের ফন্দি দেখ্‌তে হবে। গোবিন্দ বল! গৌর নিতাই বল! রাধেশ্যাম বল! কপালং কপালং কপালং মূলং! জীবন্‌রে এবার তুই কি হ’বি? বল্ দেখি,—

এই জমিদারীটা কার ?—আমার। ব্রজেন্দ্রতো নামে,—কাজে তো আমি। কিন্তু গনেশটা পড়ে ভেঙ্গে গিয়ে মনে কেমন একটা খট্‌কা লাগ্‌ল! তা কি কর্‌ব ? সিন্দুক বন্ধকত্তে গিঁয়ে পড়ে গেল,—আর অমনি দু’খানা! যদি ব্রজেন্দ্রের সত্যই বরাত মন্দ হয়ে থাকে ত আমার কি সাধ্য ? চিরদিন তো আর কারুর সমান যায় না! দুর্গা শ্রীহরি, দুর্গা শ্রীহরি, দুর্গা শ্রীহরি!

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

কৃষক-পল্লী।

(ধামা ও বস্তা মাথায় ধর্ম্মদাসের প্রবেশ।)

ধর্ম্ম। কি জানি, কা’র বরাতে যে কি আছে! খাজাঞ্চি ঠাকুর এমন ভাল মানুষ, তাঁকে নাকি সে দিন বড় বাবু কি অপমানই করেছেন! বামুনের শাপ লাগবেই লাগবে। নাঃ, এমন কল্লে এদেশে কেউ আর থাকৃতি পার্‌বে না। জীবনে ব্যাটা চির কাল্‌কার বদ লোক। কত বার যে জেল খেটেছে, তারতো লেখা পড়াই নেই। আবার শুন্‌তি পাই ;—তিনি নাকি বড় বাবুর ইয়ার! পরিণাম টা ভাল হবিতো কেমন করে।

(লাঙ্গল কাঁধে রাইচরণের প্রবেশ।)

রাই। কে গো, কাকা যে! যাচ্চ কতি ? হাটে বুঝি ?

ধর্ম্ম। হাঁ। কেরে,—,রাই ? তুই কোন মাঠে যাচ্ছিস্ ?

রাই। ঐ তোমার সাথী ক্ষেতে যাচ্চি। হা গো কাকা, শুন্‌চো, বাবা ঠাকুরকে নাকি বড় বাবু ছেইড়ে দিছে? আহা, তিনি কাইন্‌তে কাইন্‌তে চইলে এইলেন, আর অম্নি গণেশ ঠাকুর পইড়ে ভেঙ্গে গ্যাল্! আহা, তা হবি না কাকা, ধর্ম্ম কি নেই!

ধর্ম্ম। আছে বই কি। তা না হলে আজও চন্দ্র সূর্য্যি উঠ্‌ছে,—দিন রাত হচ্চে। আহা, বুড়া ঠাকুর সাক্ষাৎ দেবতা ছিলেন! কর্ত্তার আমল থেকে এ পর্য্যন্ত মোরাতো রাম রাজ্যে বাস কত্তি ছিলাম। এখন যে কত দুর্গতি হবি, তা আর কি বুলব!

রাই। চল কাকা, মোরা এখ্যাশ ছেইড়ে ভিন্ন দ্যাশে যাই। আবার শুন্‌ছি;—বড় বাবু মাইয়ে মানুষ এইনে বজ্‌রায় রাখে,—মদ খায়,—মুরগী খায়,—নাচ গান করে!

ধর্ম্ম। তুই জান্‌লি কেমন করে?

রাই। ও গো কাকা, তোমায় আর না বুলে থাক্‌তি পাল্লাম না। তবে শোন,—কাল রেইতে তোমরাতো খেইয়ে দেইয়ে ঘুমায়ে পড়্‌লে। আর মুই বলাইদাকে সাথে নিয়ে ও পাড়ায় কবির টপ্পা শুন্‌তি গিলাম। ওগো কাকা, তোমায় আর মুই বুল্‌ব কি,—নদীর ধারে যাতি যাতি বজরায় যা' দ্যাখ্‌লাম, তা' ছেইড়ে আর ক্যাটা টপ্পা শুন্‌তি যায়! বলাইদা তো মুচ্ছা গ্যাল্! বিশ্বেস না হয়, ঐ দ্যাখ বলাইদা আস্‌তিছে, ওকে জিজ্ঞেসা কর।

ধর্ম্ম। চুপ্‌ দে। একথা আর কাকেও যেন বলিস্‌নে। যদি বড় বাবু, কি জীবনে ব্যাটা জানতি পায়, তবে আর রক্ষি থাক্‌বে না।

(মাতলা মাথায়, কাস্তে হাতে, তামাকু টানিতে টানিতে বলাইএর প্রবেশ।)

বলাই। হারে রেয়ে, তুই এক্ষণও এখানে দাঁড়িয়ে রইছিস্? হারে ও কে? খুড় যে! নেও খুড় তামুক খাও? (হুকা প্রদান) খুড় গো, একটা মজা হইয়েছে কিন্তু! কব কি ছাই, হেঁইসে হেঁইসে পেটের ভাত

চা'ল হয়ে গ্যাল্! (হাস্য) বড় মজা গো খুড়,—বড় মজা! আহা হা, কি নাচ, কি গান! মাইয়ে মানুষটাই বা কি খপ্‌ছুরৎ, আর তা'রইবা কি বাহাদুরী! খুড় গো, বুল্‌তে কি, মোর কিন্তু সারারেতে আর ঘুম হয়নি। তোমার দিব্বি খুড়! কেবল জেগে জেগে খোয়াপ দেখ্‌ছি, আর নেচে নেচে সেই গান গাইছি,—(সুর ধরিয়া) "মন নিয়ে প্রাণ পেলিয়ে গেলে, ভালতো হোবি না।" খুড় গো, রামাদার বিয়ের সময় এই নাচওলীকে আনতি হোবি। চল খুড়, আজই বায়নে করিগে ?

ধর্ম্ম। চুপ্ দে, চুপ্ দে। কেউ শুনলি পরে এন্থাশে আর কাউকে বাস কত্তি হবে না। জানিস্‌তো সেই জেল-খাটা জীবে এখন বাড়ীর কর্ত্তা !

বলাই। তুমি তার জন্যে ভয় পাচ্চ খুড় ? ভয় কি ? সুমুন্দিকে এক লাঠীর ঘায়ে দোফাঁক করে ফেল্‌ব। শ্যালা জানে না,—মুই কেমন বলাই ঘোষ ?

রাই। কাকা, তুমি জীবে সুমুন্দিকে ভয় কর ? রামাদার কথা ছেইড়ে দেও, মুই একাই জীবের চৌদ্দ পুরুষ ঠেঙ্গাতে পারি! সুমুন্দিকে একবার পেইলে হয়।

ধর্ম্ম। যা, যা, তোরা মাঠে যা। মুই হাটে যাচ্ছি। রামা তোদের ভাত লিয়ে যাবে'খন।

রাই। যাচ্ছিগো যাচ্চি। চল্, বলাইদা চল্ ?

বলাই। চল রেয়ে দা।

[বলাই ও রাইচরণের প্রস্থান।

ধর্ম্ম। তাইতো ভাবছি,—ছেলেটার বিয়ে দিয়ে এ বাড়ী ছেড়ে ভিন্ গাঁয়ে বাস করব। কি করি, ত্থাশের মায়াতো আর সহজে ছাড়া যায় না। এমন সোণার ত্থাশ আর কতি পাব ? মুই থাক্‌তি থাক্‌তি রামের বিয়েটা

একবার শেষ কত্তি পাল্লে বাঁচি। বয়েসতো আর কম হয়নি। এই ধর পেরায় চার কুড়ি পার হতে চল্ল।

(রামলালের প্রবেশ।)

রাম। হারে মোড়াল মুশাই যে! হারে তোম্ বিড়্ বিড়্ কর্‌কে আপনা মন্‌মে ক্যা বল্‌তে হো মোড়ালজী?

ধর্ম্ম। রাম, রাম, সিংজী।

রাম। রাম, রাম, মোড়লজী।

ধর্ম্ম। মুই আর কি বুলব সিংজী। বল্‌ছিলাম,—মোর দেহটা বড় ভাল নেই; বুড় হয়েছি, এখনও ছেলেটার বিয়ে দিতে পালুম না!

রাম। তুহার শরীর ভাল নেহি, এ কোন্ বাত্ হায় মোড়ালজী? তোম্‌ত হাম্‌সে বি আচ্ছা হায়। তোম্ গোয়ালা হায়, পয়সা বি হায়। রোজ কেত্‌না দুধ, দহি, ঘিউ খাতা হায়। রামা ভায়াতো সব্‌সে বহুৎ আচ্ছা হায়। দেখ মোড়ালজী,—আজ একদফে রামাকো হামারা ঘরমে ভেজ্ দেনা?

ধর্ম্ম। বহুৎ আচ্ছা। সিংজী, একি শুন্‌ছি? বুড়া ঠাকুর নাকি চলে গেছে?

রাম। হাম্ ক্যা কহি মোড়ালজী! বুড়া ঠাকুর কা সাথে সাথে ঘরকা লছমী বি চলা গিয়া! আবি কুচ্ছু ভাল নেহি লাগে। শালা দুশ্‌মন্ জীবে ঘরকো আন্ধার কর্‌দিয়া! ক্যা জানে ক্যা মৎলব। তোম্‌লোক্ সব হুঁসিয়ার রহ। মোড়ালজী, হাম্‌তো দু'তিন বরস্‌সে হিঁয়া হায়। তোম্‌ত বহুৎ পুরাণা আদমী,—এহি গাঁওকা বি মোড়াল। তোম্‌কো সবই মালুম হায়। হাম আউর যাস্তি ক্যা বলে গা?

ধর্ম্ম। দেখ সিংজী, যদি বেগতিক দেখি, তবে মোরা এই দু'শ ঘর গোয়ালা কেউ হেথা থাকবনি, বুলে রাখছি।

রাম। এহি গাঁওমে আউর কোন্ হ্যায় মোড়লজী ? পাঁচ সাত ঘর দোস্‌রা জাতি হোগা তো হোগা, আউর নেহি তো বিল্‌কুল তোম্ গোয়ালাই হ্যায়।

ধর্ম্ম। সিংজী, বড়বাবু নাকি কলকাতায় গেছেন ?

রাম। নেহি মোড়ালজী। বড়বাবু তোম্‌কো একদফে বোলায়া হ্যায়।

ধর্ম্ম। কেন সিংজী ?

রাম। ক্যা জানি। হাম্‌তো উস্‌কো মৎলব কুছ সম্‌জাতে নেহি।

ধর্ম্ম। আচ্ছা, কাল সকালে দেখা কর্‌ব। দেখ সিংজী, এসব কথা ওখানে কিছু বল না যেন।

রাম। হারে না না। তোম্ ঘাবরাও মৎ। তবে রাম রাম মোড়াল জী !   [প্রস্থান।

ধর্ম্ম। রাম রাম সিংজী। (স্বগত) আহা, সিংজী বড় ভাল মানুষ ! বড়বাবু যখন ডেকেছেন,তখন মোর যাতি হবে, না গেলে রাগ কত্তি পারে। যাই, এখন আবার হাটের বেলা হ'ল।   [প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

ব্রজেন্দ্রকিশোরের বৈঠকখানা।

(বিমলার প্রবেশ)

বিম। বাবা, আমার সঙ্গে লাগা ? আমার নাম বিমলাসুন্দরী দেবী,— বাঘে শেয়ালে যা'র নামে এক ঘাটে জল খায় ! হারে রাধাতো রাধা,

স্বয়ং বড়বাবুই আমার কাছে ঘেঁস্‌তে পারে না! তা মন্দই বা কি? যদি বড়বাবুর মন জোগিয়ে কিছু করে নিতে পারি, পরে আর আমাকে ভাবতেই হবে না। একে একে তো দশখানা গওনা ক'রে নিয়েছি। দেখি আরও কিছুদিন থেকে, যদি কিছু কত্তে পারি। আর পারবই বা না কেন? আমিইতো এখন ঘরের সর্ব্বেসর্ব্বা! রান্না বল, খাওয়া বল, টাকা বল, পয়সা বল, লোক লৌকতা বল,—সবই আমার হাতে। বড়বাবু তো কলের পুতুল! তা'কে যা'বলব, তাই শুনতে বাধ্য। তবে সুরধুনীটা বড় চালাক। তা হোক্, বিমলার এক ফুৎকারে কোথায় উড়ে যাবে, তা কেউ টেরও পাবে না। আর ও থাকৃবেইবা ক'দিন। হয়তো আর দু'দিন পরেই শ্বশুর বাড়ী যাবে।

(ব্রজেন্দ্রের প্রবেশ)

ব্রজ। এই যে বিমলা! আমি তোমায় তখন থেকে খুঁজছি।

বিম। কেন বড়বাবু? আমিতো তোমার ঘরে চিরবাঁধা পড়েছি। হুকুম কল্লেই হাজির।

ব্রজ। দেখ বিমল, আমাদের ছোট বউএর সঙ্গে যে ছুঁড়িটে এসেছে, সেতো মন্দ নয়? বয়সও কম। দেখতে শুন্তেও বেশ। তাকে একদিন আমাদের বজ্‌রায় নিয়ে যেতে পার?

বিম। কে? লক্ষীময়ী! তার জন্য ভাবনা কি বড়বাবু? সেতো আমার হাতের মুটোয়!

ব্রজ। তবে যাও বিমল। তুমি একাজটি কত্তে পাল্লে, তোমায় এবার পূজয় গিনীর নেক্‌লেস্‌ দোব।

বিম। সেকি বড়বাবু? চিরদিনইতো আপনার অন্ন খাচ্চি। আপনার কাজেই আমার প্রাণপণ জান্‌বেন। (স্বগত) আচ্ছা, লক্ষী কি আমার চেয়েও সুন্দরী? মানুষের নজরকে বলিহারি যাই! তবে

কিনা বয়সটা ওর কিছু কম হতে পারে। তা হলেও আমার সঙ্গে ওর তুলনাই হয় না। আমার মত এমন সুন্দর গড়ন কোথা পাবে? বহু জন্মের তপিস্থে কল্লেও এমনটি পাবে না। কি আর বল্‌ব? বড়বাবুকে একবার আমার পাল্লায় পেতুম, তবে বুঝ্‌তে পাত্তুম্ কার কত ওজন! যাই, এখন হুকুমটা তামিল করে নিজের উপায়ের পথটা দেখিগে। (প্রকাশ্যে) তবে আমি চল্লুম বড়বাবু। [প্রস্থান।

ব্রজ। হাঁ যাও, কিন্তু সাবধান হয়ে কাজটি করো।

(সুরধুনীর প্রবেশ।)

সুর। বড়দা!

ব্রজ। কে? সুর! তুই বাইরে এখানে কেন রে?

সুর। দাদা, ক'বছর পরে তোমাদের বাড়ী এলুম,—তা তুমি সেই প্রথম দিন একটু দেখা দিয়ে এসেছ, আর তোমার মোটেই দেখা পাইনি।

ব্রজ। এইত ছাথ্‌না, কাজ কর্ম্মের ভিড়ে যেয়ে উঠ্‌তে পাচ্ছিনে। যাই যাই ক'রে আর অবকাশই পাইনে। এদ্দিন বাবা ছিলেন, কোনও বিষয় ভাবতে হয় নি। তা তুইত এখনও আছিস্ দু'এক মাস,—দেখা-শুনর জন্যে এত ব্যস্ত কেন? এখন যা ভিতরে যা—এখানে লোকজন সব আসবে এখন।

সুর। তা এলেনইবা! আমি এবাড়ীর মেয়ে বইত নই? আমার এত লজ্জা কি?

ব্রজ। পাগল্ আর কি? বড়টড় হয়েছিস্, এখন অমন করে বাইরে আস্‌তে আছে? যা বাড়ীর ভিতর যা। বিদেশী লোক সব আস্‌চেন,—দেখছিস না?

সুর। তা যাচ্ছি। তুমি কি বেরুচ্ছ এখন?

ব্রজ। হাঁ, এই বিকেলে একটু হওয়া টাওয়া না খেয়ে এলে, শরীরটা ভাল থাকে না। তাই একটুখানি—

সুর। কখন ফিরবে?

ব্রজ। ক-খ-ন! তা এই একটু ঘুরে টুরে যখন হয় ফির্‌ব, তার জন্য আর কি?

সুর। আর কিছু না। তবে বল্‌ছিলুম কি, সকাল সকাল ফিরে এস। আমি আজ তোমার জন্য রাঁধ্‌তে যাচ্চি,—বাড়ীর ভিতর গিয়ে খাবে কিন্তু।

ব্রজ। পাগল, তুই রাঁধ্‌তে যাচ্ছিস্ কিরে!

সুর। তা দোষ কি? আমাদের রাঁধা অভ্যাস আছে। অনেক দিন পরে এসেছি, তোমাকে কি একদিনও রেঁধে খাওয়াতে সাধ যায় না?

ব্রজ। তা রাঁধতে হয় রাঁধ্‌বি, তাড়াতাড়ি কি? আজিইত আর যাচ্ছিস্ নে চলে?

সুর। না, আমি আজই সব যোগাড় টোগাড় করেছি। এখনি গিয়ে চড়াব। তোমায় বল্‌তে এলুম,—সকালে এস কিন্তু।

ব্রজ। আচ্ছা আস্‌ব, তুই যা এখন ভিতরে যা।

(সুরধুনীর গমনোদ্যম ও পুনরাগমন।)

সুর। দাদা, এসো কিন্তু! আমি তোমার জন্য রাঁধ্‌তে যাচ্ছি। যদি না এস, না খাও,—আমি আজই তোমার বাড়ী থেকে চলে যাবো। আর কক্ষণও আস্‌ব না।

ব্রজ। (স্বগত) বিষম জ্বালাতনে পড়লুম! কবে যে ভগবান শান্তি দিবেন, জানিনে। (প্রকাশ্যে) এই ছাখ্, পাগল আর কি? আসব, আস্‌ব, ঠিক আস্‌ব। তুই এখন যা।

[সুরধুনীর প্রস্থান

বাড়ী এলে একটা না একটা কণ্টক লেগেই আছে! নাঃ, এবার কল্কা-তার যেয়ে আর বাড়ী আস্‌ব না! কি করি, ছোট বোনের আব্দার রাখ্‌তেই হবে। তা সন্ধ্যের পর এক ফাঁকে এসে মন রক্ষা করে যাব'খন।

(বিনয়ের প্রবেশ)

বিনয়। বলি তোমার আজ এত দেরি হচ্ছে কেন হে? Evening walkটা কি আজ বন্ধ থাকবে নাকি?

ব্রজ। নাহে না। চল, এখনি বেরুচ্ছি। জানত ভাই, বাড়ী এলে নানান্ ঝঞ্ঝাটে পড়্‌তে হয়। কি করি, আজ একটু late হ'ল।

(ধর্ম্মদাসের প্রবেশ।

ধর্ম্ম। সেবা দিই বড়বাবু।

ব্রজ। কে হে? ধর্ম্মদাস যে! ভাল আছত?

ধর্ম্ম। আজ্ঞে মোর আর ভাল মন্দ কি? এখন বসে বসে দিন গুন্‌ছি বইত নয়। বড় বাবু, এখন ছেলেটার বিয়ে দিয়ে কোন মতে যেতে পাল্লেই বাঁচি। আর আপনার চির আশ্রিত মোরা, যা ভাল হয় করবেন।

ব্রজ। দেখ ধর্ম্মদাস, আমি এখন বেড়াতে চল্লুম; আর কথা বল্‌বার সময় নেই। তবে একটা কথা বলে যাচ্ছি—বোধ হয় তুমি শুনে থাক্‌বে,—আমাদের বৃদ্ধ খাজাঞ্চিকে জবাব দিয়েছি। সে এখন বুড় হয়েছে, চোখে ভাল দেখ্‌তে পায় না, কাণেও ভাল শুন্‌তে পায় না। আর দেখ, তুমিই গাঁয়ের মোড়ল,—আমার প্রধান প্রজা, তোমায় বেশী কি বল্‌ব,—দেখে শুনে খাজনা পত্তরটা আদায় করে দিও।

ধর্ম্ম। যে আজ্ঞে বড় বাবু, আপনার কেরপায় তার তিরুটি হবে না।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

রাধারাণীর শয়ন কক্ষের বহির্ভাগ।

(রাধারাণী ও সুরধুনীর প্রবেশ।)

সুর। হাঁ বউ, দাদা চার পাঁচ দিন হ'ল বাড়ী এসেছেন; তা তোর সঙ্গে একটীবার এখনও দেখাও হ'ল না? এ কি রকম ভাই?

রাধা। এইত রকম।

সুর। বরাবরই কি এই রকম? তোর সঙ্গে কখনও দেখাও করে না?

রাধা। না।

সুর। বাবার শ্রাদ্ধের পর আমি আর আসিনি। তিনি থাকৃতে ত এতদূর বাড়াবাড়ি ক'র্‌ত না।

রাধা। তখন সাহস পেতেন না। লজ্জাও কিছু ক'র্‌তেন। তা এখন আর ভয় কাকে?

সুর। তুই কিছু বলিস্ না?

রাধা। কাকে ব'ল্‌ব ভাই? আমি কে, যে ব'ল্‌ব? আর দেখাইবা কখন পাই?

সুর। তবে তুই সইছিস্ কি করে?

রাধা। সইছি যে তাত দেখ্‌তেই পাচ্ছিস্। তবে কি করে আছি, দেবতাই জানেন। অন্তরের দেবতা ভিন্ন আমার সুখ দুঃখের কথা আর কেউ জান্‌তে পারে না। আর জানাই বা কাকে?

সুর। কিন্তু ভাই, আমি হ'লে কথাই কইতুম না,—কাছেও ঘেঁস্‌তুম না। কেবল শুয়ে পড়ে কাঁদ্‌তুম।

রাধা। কথা ত আমিও কইনা,—কাছেও ঘেঁসি না। তবে শুয়ে পড়ে কাঁদি না বটে। খাই দাই কাজ কর্ম্ম করি। এইত তুই এইছিস্, কত হাসি গল্পও কচ্ছি।

সুর। কি করে পাচ্ছিস্ ভাই, তাই ভাব্‌ছি। এও নাকি মানুষে সইতে পারে? ধন্যি তোর বরদাস্ত ভাই! আমি হ'লে, গলায় দড়ি দিয়ে, কি বিষ খেয়ে মত্তুম।

রাধা। ঘরে দড়ি আছে, বাজারেও বিষ আছে। তা মর্‌তে কখন্‌ও চাইনি; মর্‌বইবা কেন? আমারত কিছুরই অভাব নেই ভাই? তা ছাড়া, মরণ বাঁচন ত আর তোমার আমার হাতের জিনিষ নয় যে, ইচ্ছে কল্লেই মরা বাঁচা হয়! ঐত সে দিন গোয়ালাদের কা'র বৌ নাকি তা'র সোয়ামীর উপর রাগ করে গলায় দড়ি দিয়ে মর্‌তে যাচ্ছিল, আর অমনি তা'র শাউড়ী এসে ধরে ফেল্লে! কই, তা'র ত মরা হ'ল না। ভাই, মরা বল্লেই ত আর মরা হ'ল না।

সুর। বলিস্ কি বউ? মেয়ে মানুষের স্বামীই যে সব,—সেই স্বামীতে যে বঞ্চিত, তা'র আর বেঁচে থেকে সুখ কি? জীবনের সুখ যা নিয়ে, তাই যদি না পেলুম, তবে এছার জীবনের ভার মিছে কেন বয়ে মর্‌ব ভাই? সুখের জন্যই তো এই ঘর সংসার,—এই জীবন। ছেলে বল মেয়ে বল, স্বামী বল, সবই সুখের জন্য।

রাধা। সুর, তুই স্বামীর আদরে আদরিণী,স্বামীর সোহাগে সোহাগিনী, স্বামি-সেবার অধিকারিণী,—তাই ও কথা বল্‌ছিস্। আমি সে আদর, সে অধিকার কখনও পাইনি,—তাই বোধ হয় তোর মত অমন করে ভাব্‌তেও শিখিনি। স্বামী আমাদের সব চেয়ে বড়, স্বামীর আদর, স্বামি-সেবার অধিকার স্ত্রীলোকের সব চেয়ে বড় সুখ,—বড় গৌরব,—বড় সৌভাগ্য, এটা বুঝি। কিন্তু স্বামীই যে সব,—স্বামীর পায় স্থান না পেলে মেয়ে মানুষের

জীবনই যে বৃথা হ'ল,—তার আর কিছু করবার নেই,—কোন সুখ শান্তি বা কোন ধর্ম্মকর্ম্ম আর তার নেই,—মরণ বই আর তার গতিই নাই,—না,—কই, এমন ত কখনও ভাবতে পারিনি।

সুর। কি তবে আছে? কি নিয়ে তবে মেয়ে মানুষ বেঁচে থাকবে? কি করে তবে সুখ শান্তি পাবে?

রাধা। তোরা দেখ্‌ছিস্‌,—এক স্বামীকেই পাই না, আর সবই ত আছে বোন্‌? শ্বশুর শ্বাশুড়ী যদ্দিন ছিলেন—তাঁ'দের বউ আমি, তাঁ'দের সেবা করেছি,—করে কৃতার্থ হয়েছি। শ্বাশুড়ী মরবার সময় এই পরিবার পরিজনের ভার আমার হাতে সঁপে দিয়ে গেছেন। আজ আমি এঘরের গৃহিণী। পরিবার পরিজন যাঁরা আছেন, তাঁ'দের খাওয়ান পরান,সুখে রাখা, সব আমাকেই কত্তে হয়। একমাত্র স্বামি-সেবায় বঞ্চিত হয়ে থাকি,—এই ঘরের গৃহিণী আমি, এই ঘরে আশ্রিত অতগুলি লোককে একমনে সেবা করবার অধিকার পেয়েছি? ছোট ছোট ছেলেপিলে যারা আছে, মায়ের মত তারা এসে আমায় জড়িয়ে ধরে,—তাদের বুকে তুলে নিইছি,—তারা সব আমারই সন্তানের মত। এতগুলি ছেলে মেয়ের মা যে, স্বামীর অভাব কি তার এত বড়ই দুঃখ, যে সেই দুঃখে তাকে গলায় দড়িদিয়ে, বা বিষ খেয়ে মরতে হবে? নৈলে শান্তি হবে না। তারপর, দীন দুঃখী কত পাড়াপড়সী আছে, চিরদিন তারা এই সংসারের আশ্রিত। আজ বাড়ীর কর্ত্রী আমি,—আমারই আশ্রিত তারা। তা'দের দেখা শুনা, সময়ে সময়ে এটা ওটা করা,—তাও কি স্বামীতে বঞ্চিত ব'লে,—মেয়েমানুষ আমি,—আমার ধর্ম্ম নয়? যখন 'বউমা' বলে তারা আমার কাছে ছুটে আসে, আমায় ঘিরে দাঁড়ায়, তখন স্বামীর কথা ভুলে আপনাকে ভাগ্যবতী ব'লে মনে হয়। এতেও যে অভাগী একটু সুখী না হয়, স্বামী মাথায় করে রাখলেও বুঝি সে সুখ হবে না। বোন্‌, তুই স্বামীর নিন্দা করিস্‌ না। স্বামী

আমার নিষ্কলঙ্ক,—আমার উপাস্য,—আমার হৃদয়ের দেবতা। একদিনের তরেও তিনি আমাকে তাঁর চরণছাড়া করেন নাই, ভুলেও কখন কটুবাক্য বলেন নাই। (সুরর গলা ধরিয়া) ভাই সুর, প্রাণের কথা আর চেপে রাখ্‌তে পাল্লুম না। একে একে তুই সবই বুঝ্‌তে পেরেছিস্‌। যদি দেখাবার হ'ত, এই মুহূর্ত্তে হৃদয়ের আরাধ্য দেবতা,—দেবতারও দেবতা,—আমার একমাত্র পথের সম্বল—সেই উপাস্য দেবতা স্বামীকে কেমন করে হৃদয়-আসনে বসিয়েছি, তা দেখাতাম। তিনি যে আমার চিরসঙ্গী। তাঁর সুখের পথের কণ্টক আমি হ'তে পারব না। আমার অদৃষ্টস্রোতে আমিই ভাস্‌ছি,—তাঁর অদৃষ্টস্রোতে তিনিই ভাস্‌ছেন। ঠাকুর-জানেন, কবে গঙ্গা যমুনার সঙ্গম তুল্য আমাদের তুই স্রোত এক হয়ে একই গতিতে ব'ইবে। হিন্দু রমণীর স্বামী বড়ই আদরের ধন!

সুর। (রাধার হাত ধরিয়া) বউ, তুই পৃথিবীর মানুষ নস্‌,—স্বর্গের দেবী! তোর কথা শুনে মনে হয়, বুঝি আমার চেয়েও তুই বেশী সুখী। দাদার তুর্ভাগ্য, তাই তোর মত এমন রত্ন পেয়েও পায়ঠেলে রেখেছেন। একবার যদি দেখত,—একবারও যদি চিন্‌ত, আহা, আরও কত সুখীই যেন তুই হতিস্‌?

রাধা। এখন আর ওসব কথা ভেবনা ঠাকুরঝি। ওসব আকাঙ্ক্ষাও কখনও মনে আসতে দিই না। বিধাতা স্বামি-সেবার অধিকার আমায় দেন নি। কেন দেননি, তিনিই জানেন। যা' দিয়েছেন, তাতেই আমি বেশ আছি। বিধাতাকে গাল কখনও দিইনি,—দেবও না। যা' তিনি আমায় দিয়েছেন, একটা অসার মেয়েমানুষের জীবনের পক্ষে তাও কম নয়। যাক্‌, আর ওসব কথায় কাজ নেই। চল্‌, অনেক তুধ আনিয়েছি, কিছু পিঠে গড়িগে। তুই এইছিস্‌, একদিনও কিছু খাবার যোগাড় কল্লুম না। মা থাক্‌লে কত কত্তেন।

সুর। আর আমি যেন একেবারে উপোস করেই আছি। তা তুই যা,—আমায় একখানা চিঠি লিখ্‌তে হবে। তার পর আরও একটু কাজ আছে,—সব সেরে রান্নাঘরে যাব'খন।

রাধা। কাকে চিঠি লিখবি ভাই? ঠাকুরজামাইকে বুঝি? তা বেশ, কি লিখবি, আমায় দেখাবিনে?

সুর। লিখব আর কি? তুমি একটি আস্ত পাগল হয়েছ তাই লিখব। যদি পারেন, তিনি এসে তোমায় ওষুধ দিয়ে ভাল কর্‌বেন। তুই এখন যা ভাই, সব যোগাড় নিয়ে বস্‌ গিয়ে, আমিও যাচ্চি।

[রাধারাণীর প্রস্থান।

(সুরধুনীর চিঠিলেখা শেষে) বউ! তুই রমণীকুলের আদর্শ,—সতী-কুলের মাথার মণি, তুই হিন্দুকুলের লক্ষ্মীরূপা,—তুই ধন্যা! বিধাতা, এমন বউ স্বামিসুখে বঞ্চিত থাকবে? এমন বউএর সঙ্গ পৃথিবীতে স্বর্গসুখ,—ভাই সে সুখের অধিকারী হ'বে না? না, এমনটা কখনও হতে পারে না। যখন আমি এসেছি, এদের এই অন্যায় বিচ্ছেদ নিশ্চয় ঘুচাব। একদিন যদি দেখা হয়,—একদিন ভাই যদি বউএর দেবস্বভাব বুঝতে পারে. তবে ভাই যতই মন্দ হউক, তার প্রাণ স্পর্শ করবেই করবে। দেবস্বভাবে যদি এ শক্তি না থাকে; তবে বৃথাই লোকে দেবতার পূজা করে। যাই, দাদার আসবার সময় হয়েছে। বউকে বলিগে,—দাদা এবেলা এখানে খাবেন। [প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

—*—

রাধারাণীর রান্না ঘর।

(রাধা পিঠে গড়িতেছে আর সুর স্থানান্তরে রাখিতেছে।)

রাধা। সুর, এসব তুই কোথায় রাখ্‌ছিস্ ভাই?

সুর। ভাই, তোকে বল্‌ব বল্‌ব মনে করে এতক্ষণ বলিনি। আজ কিন্তু দাদা এখানে খাবেন,—আমি নেমন্তন্ন করেছি। বোধ হয় এখনি আসবেন।

রাধা। আ মরণ আর কি! তিনি আস্‌বেন! এতক্ষণ হয়ত বজ্‌রায় কত মুরগী জবাই হয়ে গেল তার ঠিক নেইক,—আর উনি আস্‌বেন তোর চাল-বাঁটা ময়দা-গোলা পিঠে খেতে!

সুর। আসেন কি না আসেন তা দেখ্‌তে পাবি এখন। কিন্তু ভাই, বলে রাখ্‌ছি,—আমি যেমনটি বল্‌ব তেমনটিই কত্তে হবে,—নৈলে এ পিঠে আমি ছোঁবও না।

রাধা। আচ্ছা তাই হবে'খন। তোর বাহাদুরীটা একবার না হয় দেখাই যাক্।

(ব্রজেন্দ্রকিশোরের প্রবেশ।)

ব্রজ। কৈরে সুর; কদ্দুর করেছিস্?

সুর। এস দাদা, এস। আসন খানা পেতেদি।

(আসন পাতন ও খাবার প্রদান।)

ব্রজ। একটু শীগ্‌গির করে দে। আমায় আবার এখনি যেতে হবে। অনেক ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছেন।

সুর। কেন দাদা, তোমায়ত আমি আগেই বলে রেখেছি। যদি এত তাড়াতাড়ি কর দাদা, তবে এ জীবনে আর কক্ষণ তোমার বাড়ী আসব না,—এই শেষ।

ব্রজ। (আসনে বসিয়া) আচ্ছা দে দে। তোর যা ইচ্ছে তাই কর্। আমি আর তোকে কিছু বল্‌ব না। তোর সেই ছেলেবেলাকার জেদ্ আজও গেল না!

সুর। ও বউ, তুই যা, দাদাকে একটু হাওয়া কর না?

(রাধা পাখা দ্বারা হাওয়া করণ।)

ব্রজ। (আহার করিতে করিতে) হারে সুর, তুই এসব রান্না কোথায় শিখ্‌লি?

সুর। কেন দাদা, ভাল হয়নি বুঝি?

ব্রজ। না, না, বেশ হয়েছে। এমন সুন্দর পোলাউ তো আমি কখনও খাইনি! পিঠেগুল বড়ই চমৎকার হয়েছে। সব চেয়ে মালপো অতি উত্তম হয়েছে। সুর, আর আমি খেতে পাচ্ছিনে যে?

সুর। বল কি দাদা? আবার বুঝি কোথাও খাবে,—তাই কমকরে খাচ্ছ? তা হবে টবে না দাদা। আজ রাত্তিরে আর কোথাও যেতে দেব না। খেয়ে দেয়ে এখানে শুয়ে থাক্‌তে হবে। এখন উঠ্‌তে পাবে না। পায়েসটা সব খেয়ে ফেল।

ব্রজ। নাঃ, তোর সঙ্গে আর পারব না!

(খাওয়া শেষ এবং মুখ ধোয়া।)

সুর। যা বউ, তোর ঘরের দরজা খুলে দে। পান টান দে গে, আমি যাচ্ছি।

(রাধার দরজার শিকল খোলা ও প্রস্থান।)

(পটপরিবর্ত্তন—রাধার শয়ন কক্ষ ।)

সুর । যাও দাদা, ঐ খাটে বসে পান তামাক খাওগে ।

(ব্রজেন্দ্রের প্রবেশ ও পান তামাক সেবন ।)

ব্রজ । (স্বগত) কি আপদ্ ! মেয়েটাতো ভারি জ্বালাতনে ফেল্লে ! সুর, বাইরে যে আমার অনেক কাজ রয়েছে,—আমি এখন যাই ।

সুর । এত রাত্তিরে আবার কাজ কি ? কাজ যা থাকে, কাল সকালে করো । আমার মাথা খাবে, চলে যেওনা যেন,—আমি আস্‌ছি ।

(সুরর প্রস্থান)

ব্রজ । নাঃ, বড্ড দেরী হচ্ছে ! আমি যাই । (গমনোদ্যত)

(রাধার পুনঃ প্রবেশ ।)

রাধা । (ব্রজেন্দ্রের পায়ের ধুলা লইয়া) আমায় ডেকেছ ?

ব্রজ । না ।

(রাধার পুনঃ প্রস্থান ।)

ব্রজ । চলে গেল ! যাক্, ভালই হল । আপদ্ গেল ! নৈলে এখনি কেঁদে কেটে পায়ে ধরে একটা কেলেঙ্কারী কর্‌ত । তা আমিও কি ছাই থাক্‌তুম্ ! আর বারের মত যদি জ্বালাতন কর্‌ত, তবে এক লাথি মেরে ফেলে দিয়ে চলে যেতুম । নাকের জলে চোখের জলে এক করে দিতুম । বাড়ী এলে কেবলই জ্বালাতন ! বিয়ে করে অবধি মন খুলে বাইরে একটু বেড়াতে পাল্লুম না ? কেবল বাধা, কেবল বিঘ্ন ! মেয়ে ছেলেকে এতদূর আবদার দেওয়া ভাল নয় । ঘরের বউ ঘরে থাক্‌বে । পুরুষমানুষ বাইরে কি করে, তাদের অত খোঁজের দরকার কি ? স্ত্রীলোককে উপযুক্ত শাসন করা চাই,—প্রশ্রয় দেওয়া ভাল নয় । যা হোক্, মেয়েটার হাত থেকে ত মুক্তি পেলুম । (ঘড়ি খুলিয়া) ওহো, নয়টা বেজে গেছে ! নাঃ, আর দেরী করা চলে না । যাই, আবার ওখানে সব বসে আছে । (প্রস্থান ।)

(পটপরিবর্ত্তন—রান্না ঘর।)

(সুরধুনীর পুনঃ প্রবেশ।)

সুর। যাক্, এত দিনে দাদার আমার মত বদলেছে। ঠাকুর, তোমায় আমি হরিলুট মানস কচ্ছি,—আমার দাদা যেন বউকে ভাল বাসেন।

(রাধার পুনঃ প্রবেশ।)

সুর। কি বউ, ফিরে এলি যে?

রাধা। কই, আমায় ত তিনি ডাকেন নি।

সুর। তাই বলে কি মান করে চলে আস্তে হয়?

রাধা। মান কিসের সুর? আমার আবার মান কি! যেখানে মান ভাঙ্গার পালা আছে, সেই খানেই মান কর্‌বার পালাও থাকে।

সুর। তবে চলে এলি কেন?

রাধা। তাঁর ত কোন দরকার নেই আমাকে দিয়ে?—আমায় ডাকেনওনি কি জন্যে তবে থাক্‌ব?

সুর। তাঁরতো দরকার নেই-ই,—তিনি ডাকেনওনি। তা তোরও কি কোন দরকার নেই?

রাধা। না।

সুর। বউ, তুই কি বল্‌ছিস্ বুঝতে পাচ্ছিনে। দেখাত পাস্‌ইনা। আজ যদি একবার পেয়েছিলি, হেলা করে চলে এলি? না হয় থাক্‌তিস্,—পায়ে ধরে কেঁদেও না হয় থাক্‌তিস্,—তবুত এক দিনের তরেও তাঁকে পেতিস্?

রাধা। সুর, তুইবা কি বল্‌ছিস্, তাও বুঝ্‌তে পাচ্চিনি। তিনি স্বামী, পায়ে ঠেলে দূরে আমায় রেখেছেন। স্ত্রীর যে অধিকার, দাসীর যে অধিকার, তা আমায় দেন নি। একদিন পায়ে ধরে কেঁদে কেটে তাঁ'র শয্যায়

একটু ঠাঁই নেব! ছি! কেন? যদি পারি জন্ম জন্মান্তরে তাঁর চরণে চির ঠাঁই নেব। এখন তাঁর সুখের পথে কাঁটা হব কেন? তুই নারী, নারীর মর্য্যাদা একেবারে ভুলেছিস্, সুর? ভাল, তোকেই জিজ্ঞাসা করি, দেবতা না করুন, তোর যদি এমন অবস্থা হ'ত—আজ তুই তা পাত্তিস্?

সুর। (রাধার গলা ধরিয়া) আমার মাপ কর্ ভাই। ঠিক্ ও ভাবে আমি কথাটা ভাবতে পারিনি। না, অমন হ'লে তা কি পাত্তুম! ছিঃ! ভেবেছিলুম, স্বামীত,—যদি দেখা হয়,—যদি মনটা একটু নরম হয়!—

রাধা। তুই বড় ভুল বুঝেছিলি। বের পর একটু বড় হয়েই আমি বুঝেছি,—বিধাতা আমার কপালে স্বামিসুখ লেখেন নি। তিনি সুখে থাকুন,—তাঁর মঙ্গল হ'ক্—কিন্তু আমি তাঁর কেউ নই! ভাই সুর, আজ না হয় তাঁর পায়ে ধরে কেঁদে সাধিনি, কিন্তু এম্নি করে কতবার—

সুর। বউ, সব বুঝেছি। আজ তোর কাছে আমি যা শিখ্লুম্, ভগবান করুন, আজীবন যেন সেই ভাবে স্বামিসেবার অধিকারিণী হয়ে থাক্তে পারি। চল বউ,—রাত হয়েছে,—এখন শুইগে। শুয়ে শুয়ে, আজ তোর সাবিত্রী উপাখ্যান শুনব।

রাধা। তবে চল্, আগে খাওয়া দাওয়া শেষ করে নিগে। বাড়ীর ছেলেপিলে আর চাকরদের জন্য রেখে, বাদ বাকী পিঠে সব তোকে খেতে হবে।

সুর। আমি আজ আর কিছু খাব না।

রাধা। সে কিলো? খাবিনে কেন? না খাবিত, আমিও আজ কোন গল্প বল্ব না।

সুর। আচ্ছা তবে চল্, দু'জনেই এক সঙ্গে খাব'খন।

রাধা। বেশ্, তাই হবে, চল্। [উভয়ের প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

রামলাল সিংএর দেউড়ী ঘর।

(লাঠী হস্তে রামপদের প্রবেশ।)

রামপদ। (ঘরের কপাটে ধাক্কা ও কড়া নাড়িয়া) সিংজী, ও সিংজী! ঘরে আছ?

রামলাল। কোন্ হ্যায় হো? (কপাট খুলিয়া বাহিরে আসিয়া) হারে রামা ভাইয়া যে! ক্যা খবর ভাই?

রাম প। রাম, রাম, সিংজী।

রাম লা। রাম, রাম, ভাই। বৈঠো, বৈঠো। জেরাসে সিদ্ধি বানাও ভাইয়া। (ঘর হইতে কম্বল ও সিদ্ধি, ঘটী প্রভৃতি প্রদান।)

রামপ। (কম্বল পাতিয়া) বস সিংজী বস। (উভয়ের উপবেশন) আচ্ছা সিংজী, আমি সিদ্ধি বাঁটছি, তুমি একটু বাঙ্গলা পড়ত?

রামলা। (বই খুলিয়া) এ কি লেখা আছে ভাই?

রামপ। সিদ্ধি প্রস্তুত করিতে করিতে) রামলক্ষ্মণ।

রামলা। রাম লছমন্?

রামপ। না না, তোমার হিন্দিবাত্ ছেড়ে দাও। বল,—রামলক্ষ্মণ।

রামলা। হাঁ হাঁ, ঠিক হ্যায়। রাম ল-থ-ম-ন্।

রামপ। হাঁ, 'রামলক্ষ্মণ,' এক সঙ্গে বল।

রামলা রামলক্ষ্মণ।

রামপ। বল, র এ আকার, ম; রাম; ল, ক এ ষ এ ম ফলা,— ণ,—লক্ষ্মণ

রামলা হারে বাপ্‌রে! এত্‌না হাম নেহি সকেগা।

রামপ। ফের্ 'হাম্' বলছ কেন? বল 'আমি'।

রামলা। হাঁ, 'আমি'। আমি এতনা পারবে না।

রামপ। ঠিক হ'লনা। বল, 'আমি এত পারব না'!

রামলা। হাঁ হাঁ,—আমি এত পারব না!

রামপ। না পাল্লে চল্‌বে কেন? তবে—

রমলা।।না পাল্লে চল্‌বে কেন।

রামপ। (হাস্য) হাঃ, হাঃ, হাঃ,! নাঃ, সিংজী, তুমি বাঙ্গলা শিখ্‌তে পারবে না।

রামলা। কাহে?

রামপ। ফের্ তুমি 'কাহে' বল্‌ছ?

রামলা। না, না। কেন?

রামপ। আচ্ছা, এবার 'রামলক্ষ্মণ' বানান করত? আর কখনও আমার সঙ্গে হিন্দি বুলি বল্‌বে না।

রামলা। বহুৎ আচ্ছা। র এ আকার, ম,-রাম। ল-ছ-ম-ণ- লছমন্।

রামপ। না না, সিংজী হ'ল না। ল, ক এ ষ এ ম ফলা, ণ,

রামলা। ল-এ-ক-এ ষ-এ ম এ———

রামপ। না না. কিছুই হল না। ছাই হ'ল!

রামলা। (ক্রোধে) হাত্তেরি বাঙ্গালা কা বুলি! (বই নিক্ষেপ করণ) না—ভাই, বহুৎ হুয়া, আউর নেহি শিখেগা।

রামপ। তুমি ফের্ "আউর 'নেহি' এসব হিন্দি বল্‌ছ?

রামলা। না ভাইয়া, আস্তে আস্তে সব বুলি শিখেগা, আবি তাড়াতাড়ি মৎ কর।

রামপ। এই নাও সিংজী, তোমার সিদ্ধি বাঁটা হয়েছে।

রামলা। আচ্ছা হুয়া। (ঘটীতে সিদ্ধি তৈয়ারী ও উভয়ে পান করণ) এই লেও ভাই সিদ্ধি পিও। (ঘটি প্রদান)

রামপ। (সিদ্ধি পান) বেশ হয়েছে সিংজী।

রামলা। এ রামা ভাইয়া, তোমারা লাঠী আউর কুস্তি সব ঠিক্ মালুম আছে ?

রামপ। হাঁ সিংজী সব ঠিক আছে।

রামলা। হারে ভাইয়া, তোমারা সাদিকা বাত্ত ঠিক আছে। হামি শুনেছে। তোম লেড়্কি দেখা হ্যায় ?

রামপ। না সিংজী। কাল দেখ্তে যাব।

রামলা। কোন্ গাঁও আছে—ভাই ?

রামপ। কাঞ্চনপুর। এখানথেকে প্রায় তিন ক্রোশ।

রামলা। হাঁ হাঁ, হামি শুনেছে,—কিচ্মিচ্পুর। ভাই সাদীকা বকৎ আচ্ছিতরে খিলাতে হোবে।

রামপ। বহুৎ আচ্ছা, তার জন্য ভাবনা কি ? সিংজী, রাত হয়েছে, বাড়ী যাব। একবার তোমার সেই গানটা গাও না ?

রামলা। আচ্ছা, হামারা সেঁতার লিয়াও ?

রামপ। (ঘর হইতে সেঁতার ও খঞ্জনী আনিয়া) এই নাও সিংজী।

রামলা। (সেঁতার গ্রহণ করিয়া) তোম্ খঞ্জনী বাজাও ভাই।

গীত।

রামলাল। মনোয়া, ভজ সীতারাম।

হরি ভজ হর্ ভজ (আউর) ভজ হনুমান্।
তুলসী পূজ্নে উঁন্কো মিলে তো হাম্ পূজে ঝাড়,
পাথ্‌ল পূজনে হরি মিলেত (ভাই) হাম্ পূজে পাঁহাড়।
দুধ্ পিনেমে ক্যায়া ফয়দা হ্যায় বিনা ভজনে রামা,
আউরৎ বাচ্চা ছোড়্নে মেবি দুশ্মন্ হ্যায় পয়দা।

[উভয়ের প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য।

—*—

শৈলবালার শয়ন কক্ষ।

(শৈল ও লক্ষ্মীময়ী আসীন।)

লক্ষ্মী। আজ কি বার সই?

শৈল। কেন, বারে তোর কি দরকার?

লক্ষ্মী। তুমি না সেদিন বল্লে,—রমেন বাবু সোমবার দিন আস্‌বেন।

শৈল। তাতো বলেছি। কিন্তু এল কই?

লক্ষ্মী। তারপর আর চিঠি পাওনি বুঝি?

শৈল। পেয়েছি।

লক্ষ্মী। কি লিখেছেন? কবে আসবেন?

শৈল। লিখেছেন,—এবার গ্রীষ্মের ছুটিতে বাড়ী যাওয়া হবে না,—লক্ষ্মীর বিয়ের সময় যাব।

লক্ষ্মী। যাও, মিছে ব'ক না। রমেনবাবু নিশ্চয় আসবেন। বোধ হয়, এখনও কলেজের ছুটি হয়নি।

শৈল। তবে তাই।

লক্ষ্মী। তবে তুমি আমায় বল্‌বে না?

শৈল। বল্‌ব। কিন্তু আমি তোকে যা'বলেছি, তার কি হবে, আগে বল্।

লক্ষ্মী। সই, তুমি নেহাৎ পাগল!

শৈল। আচ্ছা, যেন তাই হলুম। কিন্তু তুই কি তবে আজন্ম আইবুড়ো থাক্‌বি নাকি?

লক্ষ্মী। দোষ কি? কা'রওতো আর জাত যাবার ভয় নেই?

শৈল। জাত নেই বা গেল? বে কল্লা কেবল জাত রাখবার জন্তেই তো হয় না? ও না কল্লে চলে না,—কত্তে হয়। না কল্লে পাপ।

লক্ষ্মী। আর কল্লেই বুঝি পুণ্যি? বে না কল্লে কেন চলবে না? একটা মিন্‌সে নইলে কি আর মেয়েমানুষের দিন যায় না? তোমরা বড়লোক,—লেখাপড়া জান,—তোমাদের না যেতে পারে,—আমাদের ভাই বেশ যায়। তা যাচ্চেওত চলে।

শৈল। এম্‌নি করে আর ক'দিন যাবে?

লক্ষ্মী। কেন? বরাবরই যাবে।

শৈল। ইস্, তা আর যায় না বুঝি। শেষে কাঁদতে হবে। বুড় হ'লে আর কেউ বে করবে না!

লক্ষ্মী। তখন আর বে করবার দরকারও থাকবে না! কেন, তখন কি আর তোমরা দু'মুটু খেতে দেবে না?

শৈল। তুই ভুল বুঝ্‌ছিস্ কেন? আমি কি আর খাওয়া পরার কথা বল্‌ছি? বলি ঘর সংসার কত্তেও কি সাধ যায় না?

লক্ষ্মী। কেন, ঘরসংসারইবা মন্দ রয়েছে কি? এরপর তোমার কোলে দু'চারটি হলে পরে আমার যে মরবারও ফুরসৎ থাকবে না।

শৈল। আচ্ছা, তুই বল দেখি, এভাবে থাক্‌লে লোকেইবা কি বল্‌বে?

লক্ষ্মী। কি আর বল্‌বে? যার যা' খুসী বলুক। তোমরা সইতে না পার, ব'লো, লক্ষ্মী ছেলে বেলায় বিধবা হয়েছে!

শৈল। পোড়ার মুখী! অমন কথা বল্‌তে নেই।

লক্ষ্মী। কেন থাক্‌বে না? আমি তো আর সত্যিযুগের দেবী নই,—যা' বলব তাই হবে। হাঁ সই, আমি কি তোমাদের এম্‌নই ভার বোঝা হয়েছি যে বিদেয় কত্তে পাল্লেই বাঁচ?

শৈল। (গলা ধরিয়া) ছিঃ, লক্ষ্মীময়ী, বোন্ আমার, আমি কি তাই বল্‌ছি? তোকে ছেড়ে কি আর আমি বাঁচব? তবে নিজের সুখের জন্য চিরদিন তোর সুখের পথে বাদী হয়ে থাকব?—তাই বল্‌ছি। তুই মিছে রাগ করিস্‌নে ভাই।

লক্ষ্মী। তবে এমন কথা আর ব'লো না কিন্তু।

(রাধারাণীর প্রবেশ)

রাধা। শৈল, ঠাকুরপো তো এখনও এলো না? রাত তো কম হয় নি। আর কোন চিঠি পেয়েছ কি?

শৈল। (রাধার পায়ের ধূলা লইয়া) দিদি, তিনি কাল আস্‌বেন। আজ নয়।

রাধা। শৈল, আমি যখনই আস্‌ব, তখনিই তুই আমার পায়ের ধূল নিবি? আমি যে তোকে আমার ছোট বোনের মত ভালবাসি। তবে তুই এত লাজুক কেন শৈল?

শৈল। দিদি, জানি না তুমি দেবী, না মানবী! মানুষের প্রাণে এত দয়া,—এত স্নেহ,—এত ভক্তি,—এত প্রেম থাকতে পারে না। তোমার বাক্যের প্রতি অক্ষরে যেন সুধা ক্ষরে। তোমার স্নেহমাখা ডাকের এম্‌নি মোহিনীশক্তি তোমার দেহলাবণ্যের এম্‌নি ঐশ্বরিক আকর্ষণশক্তি, আমি তো কোন্ ছার, বোধ হয় স্বয়ং সতীও তোমার কাছে হার মেনে যায়! তোমায় দেখলে,—তোমার স্নেহপূর্ণ ডাক শুন্‌লে,—আমি সব ভুলে যাই,—দেহ মন আপনিই তোমার পায়ে লুটিয়ে পড়ে। ইচ্ছে হয়, তোমাতে আমি মিশিয়ে যাই। (পায়ে ধরিয়া) দিদি, দিদি, বল,—আমায় তুমি ফেল্‌বে না?

রাধা। (হাতে ধরিয়া) ছিঃ ছিঃ, শৈল, বোন্‌টি আমার, তুই এতই পাগল? ত্থাখ্, আমি সামান্য স্ত্রীলোক মাত্র। সংসারে বিধাতা আমাদের কর্ত্তব্য সাধনের জন্য পাঠিয়েছেন। তাই কর্ত্তব্য ছাড়া আর কিছুই জানিনে। কর্ত্তব্যের অতিরিক্ত কিছুই কত্তে পারি না। সময় সময় কর্ত্তব্যেও ত্রুটি হয়। কি করি, বিবেকের অধীন হয়েই চল্‌তে হয়। তবে শক্তি যতক্ষণ থাক্‌বে, ততক্ষণ কর্ত্তব্য পালন করব,—এই আমার এক মাত্র মূলমন্ত্র। শৈল, ছোট বোন্‌টি আমার, তুমি অমন কথা আর বলো না। তোমায় ভুলব? কেন ভুল্‌ব? কি অপরাধে ভুল্‌ব? পূর্ব্বের সূর্য্য যদি পশ্চিমেও উঠা সম্ভব হয়,—পঙ্গুও যদি গিরি লঙ্ঘনে সমর্থ হয়—বামনেও যদি চাঁদ ধর্ত্তে পারে,—তবুও জেনো,—তোমায় আমায় বিচ্ছেদ চির-অসম্ভব। শৈল, বহুপুণ্যফলে আমরা হিন্দুকুলে জন্মেছি। হিন্দুরমণীর স্বামী বড়ই আদরের ধন। স্বামিসেবার অধিকারিণী, স্বামি-প্রেম-ভাগিনী হিন্দুরমণীর জন্মই সার্থক। এই সুখই তা'র স্বর্গসুখ,—এই সুখেই তা'র অমরত্ব লাভ,—আর এই তাদের একমাত্র বাঞ্ছনীয়। শৈল, কর্ত্তব্য সাধনে কখনও বিমুখ হ'য়ো না। অভিমানভরে স্বামীর সুখের পথে কখনও কণ্টক হ'য়ো না,—প্রাণপণে তাঁ'র সুখের অনুসন্ধান করবে।

শৈল। দিদি, আমি তোমার পায়ে কত অপরাধ করেছি, ক্ষমা ক'রো। আমি তোমার আদেশ ছাড়া কখনও কিছু করব না। দিদি, আমি বুদ্ধিহীনা, আমার কথায় রাগ ক'রো না। আমি তোমার পায়ে আশ্রয় চাই। আমি তোমারি শিক্ষায়,—তোমারি উপদেশে দিন কাটাব। বল দিদি, আমায় চিরদিন তোমার পায়ে রাখবে?

রাধা। (স্বগত) শৈল, নিতান্ত ছেলেমানুষ। সংসারের কুটিল চক্রের গতি কিছুই জানে না। স্বামীর মর্ম্ম আজও ভাল করে বুঝ্‌তে পারে নি। ওকে সর্ব্বদা সঙ্গে সঙ্গে রেখে কর্ত্তব্যগুলি শেখাতে হবে। অভ্যাস

কত্তে কত্তে আপনিই সব বুঝ্‌তে পারবে। (প্রকাশ্যে) আচ্ছা শৈল, এখন আমি যাই, তোমরা ঘুমও।

শৈল। (জনান্তিকে) দিদি, রামলালের বের কথা লক্ষ্মীকে বল্‌ব ? মা তো বলেছেন, লক্ষ্মীও নাকি পশ্চিমদেশীয়া। তা বোধ হয় রামলালেদেরই জাতি ভাই হবে।

রাধা। (জনান্তিকে) তাতে দোষ কি ? কথায় কথায় বল্‌তে পার। ওর মনের ভাবটাও ত জানা দরকার।

শৈল। (জনান্তিকে) ওত কিছুতেই বে কর্‌বে না। আমি অনেক করে বলেছিলুম দিদি। তা ও কেঁদে ফেলে।

রাধা। লক্ষ্মী ?

লক্ষ্মী কেন দিদিমণি ?

রাধা। তুই শৈলর কথা রাখ্‌বিনি ?

(রাধার পায়ে ধরিয়া) দিদি, আমায় মাপ কর।

রাধা। তবে শৈলর মা যে চিঠি লিখে পাঠিয়েছেন তার কি হয় ?

লক্ষ্মী। গিন্নীমা দৈবজ্ঞির কথা বড় মানেন। তাই লিখে দাও, এক দৈবজ্ঞি লক্ষ্মীর হাত দেখে বলেছে,—এখন বিয়ে হ'লে দু'বছরের মধ্যে লক্ষ্মী বিধবা হবে।

রাধা। দূর পাগলী !

শৈল। দিদি, লক্ষ্মী যা বলেছে তা মন্দ নয়। মা তা শুন্তেও পারেন।

রাধা। তবে তাই লিখে দাওগে।

[রাধার প্রস্থান।

লক্ষ্মী। সই, বেশ হ'ল। একথা লিখ্‌লে পরে মা নিশ্চয় শুন্‌বেন। তা যা হোক্, দু'বছরতো বেশ চুপ করে থাকা যাবে।

শৈল। তুই নেহাৎ পাগল! আয় দু'জনে শুয়ে থাকি।

(শৈলর শয়ন)

লক্ষ্মী। সই, দিদিমণি নিশ্চয় কোন দেবী। আহা কি সুন্দর রূপ, কি চমৎকার গুণ! সকলকেই সমান চক্ষে দেখেন। কিন্তু এক কষ্ট,—স্বামী ভালবাসে না! কি বরাত!

শৈল। বাস্তবিক, দিদির আমার এই বড় দুঃখ। কি করি, আমার সাধ্য কি? তবে উনি বাড়ী এলে, একবার তাঁ'দের মিলনের চেষ্টা করব। আহা, এমন স্ত্রীর স্বামী হওয়া সাধনার ফল! ক'জনার ভাগ্যে এমন ঘটে? কিন্তু এই দুঃখ,—ভগবান্ দু'টিকে সমান করে দেন না।

লক্ষ্মী। তবে বল দেখি বে করে কি হবে? এই বিয়ের জন্য তোমরা আমায় কি না বল্‌ছ? মনে কর, যদি আমারও কপালে এম্‌নি সোয়ামী জুটে, তবে কি কর্‌ব? তার চেয়ে এই বেশ আছি। তোমরা আর আমায় জ্বালিও না।

শৈল। ওলো, তোর তা হবে না। তোর সোয়ামী যে, সে তোর চেয়েও গুণবান্, ধার্ম্মিক। তুইও বেশ সুখে থাক্‌বি। এসব না দেখে শুনে কি আর এত করে বল্‌ছি?

লক্ষ্মী। সে পুরুষটি কে সই?

শৈল। বল্‌ব?—এই আমাদের রামলাল। একি? তুই অবাক্ হয়ে বসে থাক্‌লি যে? তুই শুবি নে?

লক্ষ্মী। শোব। একটু পরে শুচ্চি।

শৈল। তবে তোর সে গানটা গা'না ভাই?

লক্ষ্মী। গাচ্চি।

গীত।

তুমি এস হে, তুমি এস হে, তুমি এস হে।
তোমারি আশে,　　　　তোমারি পাশে,
তোমারি কারণে বসে আছি হে।
তোমারি পতাকা করিয়া লক্ষ্য,
ঘুরি ফিরি লয়ে শূন্য হৃদয়,
তুমি হৃদয় ধন,　　　　তুমি প্রাণ মন,
তুমি মম রাজা হে।
তোমারি ধ্যানে,　　　　তোমারি জ্ঞানে,
তব প্রেম নদে আছি ডুবিয়া হে;
তুমি জগত জীবন, প্রেম সরোবর,
(আমার) তাপিত হৃদয় (এসে) জুড়াও হে।

(শয়ন।)

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

কাঞ্চনপুরের দিঘী।

(এক ঘাটে কৃষকপত্নীগণ ও বালক-বালিকাগণ গা ধুইতেছে,

অপরদিকে কৃষকগণও সেইরূপ করিতেছে।)

(কলসী কাঁকে গামছা কাঁধে অন্নপূর্ণার প্রবেশ।)

১ম কৃষকপত্নী। আয় লো অন্ন, আয়। তোর মা বুঝি এইসেনি ?

অন্ন। না। মা বল্লে, তোর মাসী মা ঘাটে আছে, গা ধুইয়ে দিবেন।

২য়ঃ কৃঃ পঃ। আর কলসী লিবে ক্যাটা ?

অন্ন। কেন ? মাসীমাই লিবে।

১ম কৃঃ পঃ। আয় লো আয় তবে, স'ন্দে হ'ল যে।

(অন্নর গা ধোয়া।)

৩য় কৃঃ পঃ। হাঁগা, অন্নর বয়স কত ? এখনও বিয়ে হয়নি বুঝি ?

১ম কৃঃ পঃ। না ভাই ! বিয়ের কথাবার্ত্তা ঠিক হ'য়েছে। সুখসাগরের ধম্মদাসের ছেলের সাথে সাম্‌নের মাসে বিয়ে হবি। তা ওর বয়স আন্দাজ এখন বার।

৪র্থ কৃঃ পঃ। ও মা মা, কি ঘেন্না ! এখনও বিয়ে হয়নি ? বলে কি গা ? গরিব চাষাভূষ লোকের ঘরে দশ বছর হৈলেই ত জাতি যায় !

৩য় কুঃ পঃ। তা হোক্, বড়লোকের ঘরে চৌদ্দ পোনের বছরেও বিয়ে হয়। তা বরটি বেশ হইছে ভাই।

২য় কুঃ পঃ। ওলো, ও যখন এক গা গওনা পৈরে এ গাঁয়ে আইস্‌বে তখন তোরাই আগে ছুটে দেখ্‌তে যাবি, কত খাতিরও তার কর্‌বি।

৪র্থ কুঃ পঃ। মাগীর ডেমাক দেখনা! বড় ঘরে মেয়ে যাবে,—মাটীতেই যেন পা পড়ে না!

১ম কুঃ পঃ। তা ঘরে বরে অমন আর কটা মেলে ভাই? ডেমাকের মত হ'লি পরে ডেমাক কেইবা না করে?

৪র্থ কুঃ পঃ। হাঁ গো হাঁ, বিয়ে হ'চ্চে! ওই থুবুরো মেয়েকে আরও কিছুদিন ঘরে পুষে রাখ্‌তি বুল না?

২য়ঃ কুঃ পঃ। তা রাখ্‌লেই বা এমন দোষ কি? দু'দিন না হয় লোকে দু'কথা বুল্লেই বা। বিয়ে হলি সব ফুরিয়ে যাবে। এখন ভাই, তোর নিজের চরকায় তেল দে! তোর মেয়েরও ত কম বয়স হয় নি?

১ম কুঃ পঃ। কেন? মোদের মুখুজ্যেদের নয়নতারার ক'বছরে বিয়ে হ'য়েছিল? সেন পাড়ার কার্ত্তিক বাবুর মেয়ের ত পোনের বছর বয়সে বিয়ে হ'ল!

২য় কুঃ পঃ। এত কথা কেন? সেদিন মোদের বাবুদের বাড়ীর মেজ বৌ বিয়ের ছ'মাস পার হতি না হতিই ছেলে বিওল!

৩য় কুঃ পঃ। বল্‌ত ভাই, মুই কি অন্যায়টা কইছি? মোদের ছোট-লোকের ঘরে এম্‌নি হবি কেন? পাড়ার লোকে যে একঘরে কর্‌বে।

২য় কুঃ পঃ। যা যা, তোর এত বাহাদুরীতে কাজ কি লা? মাগীর যত বড় মুখ তত বড় কথা! যা, তুই পাড়ায় পাড়ায় ঢেঁড়া দেগে। তোর মেয়ে এত বড় হ'চ্চে কেন লা?

৪র্থ কুঃ পঃ। আ মরণ আর কি? এ মাগী কোথাকার গা? ভাল

বল্লাম কি না, তাই মন্দ হলাম। কলিকাল কি না? লোকের ভাল কর্ত্তি নেই।

২য় কৃঃ পঃ। ওগো মাঠাকুরুণ, তোমার ভালয় আর কাজ নেই। তোমার হ'য়েছে, তুমি এখন সরে পড়।

৪র্থ কৃঃ পঃ। দুর্ বেটী হারামজাদী। পান্তা খাগী, পেঁচামুখী! বড়ত রূপসী মেয়ে, তার এত বড়াই! বলি, লঙ্কা পোড়া সয়না নাকে, সেপাই মারি নাকে নাকে! আয়লো আয়।

[কন্যাকে লইয়া প্রস্থান।

(প্রস্থানকালে কন্যা।) দূর মাগী, ঘুটেওলী।

[মুখ ও হাত পা নাড়িতে নাড়িতে প্রস্থান।

(একে একে কৃষকগণের প্রবেশ ও অপর ঘাটে হাত পা গা ধোয়া।)

১ম কৃঃ পঃ। এ মাগী সবার সঙ্গেই লাগে ভাই।

২য় কৃঃ পঃ। তাই বটে ভাই। লোকে কথায় বলে না,—যা'র পোড়ে না, পোড়ে মাসীর, ঝাল খেয়ে মরে পাড়াপড়্সী! তা ওর যেমন স্বভাব।

৩য় কৃঃ পঃ। তাই বটে! কথায় বলে,—স্বভাব যায় না মৈলে, আর ইল্লৎ যায় না ধুইলে। হাঁ ভাই, মোর সঙ্গেও একদিন এম্‌নি করে ঝগড়া কইরেছিল। হাঁগা, সুখসাগরের মোদের রামপদর সাথে বিয়ে হব্বি বুঝি?

১ম কৃঃ পঃ। হাঁ গো হাঁ। সে তোমার কিছু হয় বুঝি?

৩য় কৃঃ পঃ। মোর শাউড়ীর বোনের ভাসুরপোর নাতি।

২য় কৃঃ পঃ। তবে ত ভাই তুমি সবই জান। কেমন বর, ভাল নয়?

৩য় কৃঃ পঃ। এমন ঘর বর গোয়ালার ঘরে ক'টা আছে? আর মেয়েটিও বেশ। সুখে থাকুক।

[প্রস্থান।

(অপর ঘাটে জুতা ও ছাতি হাতে রামপদর প্রবেশ।)

১ম কৃষক। হারে কেও রামাদা যে! বাঃ বাঃ! বিয়ে না হতিই ঘনাঘনি যে? হ'লে বুঝি, গাঁয়ের পথের আর মাটী থাক্‌বে না। বলি, ভাল আছ ত?

রাম। বটে! বিয়ে না হ'লে বুঝি এগাঁয়ে কারও আস্‌তে নেই? এ গাঁয়ে যে আসে, সেই বুঝি বিয়ে করে? মেয়ে বুঝি সব তোমাদের গাঁয়ের পথে ঘাটে গড়াগড়ি যাচ্চে?

(দিঘীতে পা ধোয়া ও জুত পরা।)

১ম কৃঃ পঃ। আয় লো অন্ন, আয়, বাড়ী যাই।

[অন্ন ও কৃষক-পত্নীসকলের প্রস্থান।

২য় কৃষক। পথে ঘাটে আর মেয়ে কোথায় গড়াগড়ি গিয়ে থাকে ভাই? তবে এদিক পানে এদানী একেবারেই মাড়াতে না, আজ বিয়ের কথা হ'য়েছে, আর অম্‌নি এসে উদয় হ'য়েছ। বলি ব্যাপারটা কি খুলেই বল না? বৌ দেখ্‌তে এসেছ? সুখসাগরের বাবুদের হাওয়া গায় লেগেছে বুঝি? আবার বেশ বাবু ত সেজে এয়েছ দেখ্‌তে পাচ্ছি।

রাম। আরে যাঃ! তোদের কেবল ঠাট্টা! তা সত্যি ভাই, একবার দেখাতে পারিস্‌? এলামই যদি, তবে একবার দেখে যেতে ক্ষতি কি? সেদিন হাটে বল্লি না,—বড় খাসা মেয়ে। বড়লোকের ঘরেও অমন বড় মেলে না;—তা একটু দেখে গেলেই বা দোষ কি?

১ম কৃষক। তবে বল, সেই জন্যই এয়েছ। তা আমার সঙ্গে এত লুকোচুরি কেন দাদা?

রাম। তা এলেইবা এমন দোষ কি? এমন কি আর দেখ্‌তে কারও সাধ হয় না? তা ছাখ্‌ ভাই, দেখাতে পারবিত?

২য় কৃ। হাঁ, হাঁ। এইত এতক্ষণ ঘাটেই ছিল। বোধ হয়, এখনও বাড়ী পৌঁছায় নি।

১ম কৃ। হাঁ দাদা, এবার পথে এস। তা দেখাতে আর পার্‌ব না? আমার অসাধ্য কি? ওত মোদেরই পাড়ার মেয়ে। তুমি বল না—রাজকন্যে-পরীকন্যে—যা বল এনে দেখাচ্চি।

রাম। আরে যা, যা, মিছে বকাস্‌নি। তা হ'লে আর এদ্দিন শুধু গয়লা থাকৃতিস্‌নে,—রাজা গোপরায় বাহাদুর টাহাদুর একটা হ'য়ে পড়্‌তিস্‌। আমাদের কাছেও ঘেঁস্‌তিস্‌নে। তা রাজকন্যে পরীকন্যে থাক্‌,—সামান্য ওই গয়লার কন্যেই একবার দেখা,—তাতেই তোর বাহাদুরীটা বোঝা যাবে।

১ম কৃ। এতো ভারি বাহাদুরী! তা দেখ্‌তে চাও ত চল আমার সঙ্গে।

রাম। কোথায় রে? তাদের বাড়ী যেতে হবে নাকি? সর্ব্বনাশ!

১ম কৃঃ। না গো, তাদের বাড়ী যাবে কেন? লোকে কি বল্‌বে? আমি যেন পাগল, তাদের বাড়ীই একেবারে তোমায় নিয়ে যাচ্চি!

রাম। কোথায় যাবি তবে?

১ম কৃ। চল না মোর সাথে। তোমায় পাথারে ফেল্‌ব না,—ভয় নেই।

[উভয়ের অগ্রসর।

২য়ঃ কৃঃ। ত্থাথ্‌ ভাই, তোরা একটু দাঁড়া। মুই একবার দেখে এলি ত। মোর বিশ্বাস হয়, অন্ন এখনও বাড়ী পৌঁছেনি। [প্রস্থান।

(লাঠিহস্তে বাছুর তাড়া কত্তে কত্তে অন্নর প্রবেশ।)

১মঃ কৃঃ। এই ত্থাথ্‌, যার জন্যি এতক্ষণ হাঁপাচ্ছিলি, সে কিন্তু তোর সাম্‌নেই। ভাই মনে প্রাণে ডাকৃলি কি আর সে থাকৃতি পারে!

রাম। এদ্দূর থেকে ভাল দেখা যাচ্ছে না,—একটু কাছে ডাক্‌তে পারিস্ নে ?

১মঃ কৃ। হাঁ, তা আর পারিনে। একিরে অন্ন ? এবাছুর কার ? দেখি, এদিকে নিয়ে আয় ত ?

অন্ন। (অগ্রসর হইয়া) এই বাছুরটা মাসীমাদের—বড় দুষ্ট। মাসীমাতে আর আমাতে গা ধুয়ে বাড়ী যাতি যাতি গ্যাখলাম, বাছুরটা পেলিয়ে যাচ্চে। তা মাসীমা বুল্লে,—তুই বাছুরটা তাড়াকরে বাড়ী নিয়ে আয়। মুই তাই যাচ্ছি।

রাম। (স্বগত) আমরি মরি! কি সুন্দর! কি মিষ্টভাষী! যা ভেবেছিলাম, তা' অপেক্ষা যা চোখে দেখ্‌ছি এ চেহারাটি অনেক—অনেক বেশী সুন্দর,—ঠিক যেন একটি জিয়ন্ত ছবি !!

১মঃ কৃঃ। হা গো অন্ন, তুই একে চিনিস্ ?

অন্ন। না—কে ?

১মঃ কৃঃ। একে চিনিস্ নি ? এ যে সুখসাগরের সেই রামপদ, যার সঙ্গে তোর—

(বাছুর ফেলিয়া অন্নর দ্রুত প্রস্থান)

১মঃ কৃঃ। কেমন, দেখলিত ? গ্যাখ আমার বাহাদুরী আছে কি না ?

রাম। দেখলাম। (স্বগত) কিন্তু কি দেখলাম তা বল্‌তে পারিনে ! যা দেখ্‌লাম তাই যেন দেখছি। কিন্তু সাধত মিটল না ; ভগবানের কি আশ্চর্য্য খেলা। এক নিমিষের দৃষ্টিতে উভয়ের চোখে যেন দামিনী খেলে গেল! সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠ্‌ল! সুন্দর মুখখানি তার রাঙ্গা হয়ে গেল ; কিন্তু মুহূর্ত্তমাত্র ! মুহূর্ত্তের সেই শোভা,—সেই মুখভরা মধুর রক্ত আভা আমার বুকের মধ্যে গভীর রেখা অঙ্কিত করে দিয়ে গেল। এ রেখা বুঝি জন্ম জন্মান্তরেও যাবে না। তার সেই মধুমিষ্ট সুকোমল

কণ্ঠস্বর,—সেই শেষ বাণী, 'না—কে' আমার কর্ণকুহরে যেন অমৃত ঢেলে দিয়ে গেল। ইচ্ছে হয়—আবার শুনি,—আবার দেখি।

১মঃ কুঃ। কিহে ভায়া। একেবারে অবাক্ হয়ে গেলে যে? বলি পছন্দ হল ত? না হয়, আরও দু'চারটে পরীকন্যে এনে দেখাচ্চি এখন; তাতে ভয় কি? আমি থাক্‌তে তোমার এত ভাবনা কেন দাদা!

রাম। না ভাই, ভাবছিলুম,—বাছুরটা ফেলে পালাল কেন! আমি ত আর বাঘ নই!

১মঃ কুঃ। তা ভাই, ছেলে মানুষ ত! বিয়ের কথা শুনেই লজ্জায় আর থাকতে পাল্লে না। তা এখন, সন্ধ্যে হয়ে এল। আজ মোদের বাড়ীতে থাক্‌তে হবে। যেতে পাবে না।

রাম। আচ্ছা, তাই চল।

[বাছুর সহ সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

গ্রাম্য পথ ও মাঠ।

(ঘটকের প্রবেশ।)

ঘটক। বাবা, ঘটকালী করা কি বিষম ঝকমারী! যদি ভাল হয় ত কোন কথা নেই; কিন্তু যদি এদিক ওদিক কিছু হয়, অমনি ঘটকের চৌদ্দপুরুষের পিণ্ডি চট্‌কান সুরু হ'ল! তাই মনে করি, ছাই একাজ আর কর্‌ব না। কিন্তু কোথ্যেকে আবার একটা ঘাড়ে এসে চাপে, তার আর নিশানাই পাইনে। তা ছাড়া ধর,—লোভও ত সাম্‌লান যায় না।

কি করি আমার ত আর কোন সাধ্য নেই। যাঁর কর্ম্ম তিনিই করেন, লোকে বলে আমি করি। হারে আমি কে? আমি ত উপলক্ষ মাত্র। এই দেখ না, এদ্দিন ত বেশ চুপ করেছিলাম। বিধাতার নির্ব্বন্ধ, কি করি, আবার ধম্মদাসের ছেলের বিয়ের ঘটকালি কত্তে হ'ল। যা হোক্, দশ বিশটাকার যোগাড় ত হ'ল। পেটভরে ক'দিন ত লুচি মণ্ডারও সাধ মিটাতে পারব; বরাতে থাক্‌লে কে ছাড়াবে? কথায় বলে না,— যদি থাকে নসীবে, আপনি আপনি আসিবে। যাই; একবার ধম্মদাসের পরামর্শটা শুনিগে। সময় ত আর বেশী নেই। (অগ্রসর)

(লাঠিহস্তে করিমের দ্রুত প্রবেশ ও ঘটকের গায়ে ধাক্কালাগা)

করিম। হারে কি বিপদ্! শ্যালার অন্দকার রে'তে চল্‌তি পারিনে। ক্যাটা হে তুমি? সর না? মোর এখন সময় নেই। বড় তাড়াতাড়ি।

ঘটক। হারে কে রে? করিম যে! তুই এ রাত্তিরে কোথা যাচ্চিস্? (পথ রুদ্ধ করিয়া)

করিম। ক্যাটা? ঘটক মুশাই নাকি? হারে সর সর, মোর এখন সময় নেই গো। মোরে যাতি দেও! (গমনোদ্যত।)

ঘটক। (বাধা দিয়া) হারে সময় নেই কিরে? খুলেই বল্‌না ছাই, কি হয়েছে?

করিম। আহা, সর না গো ঠাকুর। বুল্‌ছি, মোর সময় নেই। বড্ড তাড়াতাড়ি।

ঘটক। দূর্ বোকা! সময় নেই বলে কি হয়েছে বল্‌তে পাচ্চিস্ নে?

করিম। সর্, বুল্‌ছি সময় নেই। বড্ড তাড়াতাড়ি। মোরে এক্ষুণি যাতি হোবে। তুমি রাস্তা ছেইড়ে দাও ঠাকুর। নৈলে দেখছ ত, এই লাঠীর ঘায়ে দোফাঁক্ করে ফেল্‌ব। মুই রাগ্‌লে কারু নই বাবা।

ঘটক। (স্বগত) নাঃ, বোকাকে একটু মিষ্টিকথা না কইলে আর চল্‌বে না দেখ্‌ছি। আচ্ছা বাবা করিম, আমিও তোমার মুনিবের বাড়ী যাচ্চি। তোমার এত ভাবনা কেন বাবা? আমি থাক্‌তে তোমার এত ভয় কি? আমি এত লোকের ঘটকালি করি, কেমন পরীকন্যে রাজকন্যে এনে দিই, আর তোমার একটা হিল্লে কত্তে পারব না? কেন? তোমার এমন সুন্দর রূপ, এমন মিষ্টকথা, তার উপর আবার এমন গুণ! তা তোমার বে হবে না? তুমি এদ্দিন ত আর আমায় কিছু বলনি বাবা, আমি কেমন করে বুঝব। আচ্ছা দ্যাখ্‌ করিম, সেই যে মিঞাজানের বেটী,—যা'কে তুই সেদিন মামুদপুরে দেখেছিলি—

করিম। হাঁ গো চাচা হাঁ। তুমি ত আর মোরে দেখ্‌লে না। হাদে চাচা, মোর বিয়ে হবি না!

ঘটক। বিয়ে হবে না কিরে? তুই ত্থাখ্‌ আমি আজই রাত্তিরে মামুদপুর যেয়ে, রাজকন্থে বল্‌, পরীকন্থে বল্‌, এনে হাজির করে দিচ্চি। আমি পারি নে এমন কাজ কি দুনিয়ায় আছে?

করিম। কি বুল্‌ব চাচা, তুমি মোর পরাণ। ইচ্ছে করে তোমার কাঁধে চড়ি (লম্ফ প্রদান)।

ঘটক। হারে বোকা থাম্‌, থাম্‌।

করিম। কি বুল্‌ব চাচা, মোর বড় আহ্লাদ হতেছে। তুমি চাচা ইচ্ছে কল্লে সব কত্তি পার। এইত রামাদার কেমন পরীকন্থে এনে দিলে। মোর কি হবে না চাচা? মোর বিয়ের লাগি জান্‌টা যে ফেটে গ্যাল্‌। মুই সাদী নাকরে যাব কতি? ওগো চাচা তুমি সরগো সর, মোর ত আর সময় নেই। মামুজী বুঝি আর বাঁচে না!

ঘটক। সে কিরে? কেন, তার কি হয়েছে? আমি যে তার ব্যাটার বের সব ঠিক করে ফেলেছি।

করিম। ওগো তার ভেদবমী হইছে। মুই দাগার মাসীকে ডাক্তি যাচ্ছি। রামাদাও বাড়ী নেই গো। সে নাকি বৌ দেখ্তি গিয়েছে। তারপর মুই রামাদাকে আন্তি যাব। মোর আর সময় নেই চাচা। তুমি শীগ্গির যাও। [দ্রুত প্রস্থান।

ঘটক। তাইত, কি সর্ব্বনাশ! বিয়ের মোটে তিন দিন বাকী আছে বইত নয়। সবই যে যোগাড় করে ফেলেছি। এখন উপায়? ঘি বল, ময়দা বল, ঢুলি বল, বাজ্না বল, সবইত ঠিক করেছি,—এমনকি বায়না অবধি দেওয়া হয়েছে। এখন কি হবে তবে? যাই, দেখিগে কি হয়। মধুসূদন, মধুসূদন, মধুসূদন।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

—*—

ধর্ম্মদাসের শয়ন-কক্ষ।

(ধর্ম্মদাস মৃত্যুশয্যায় শায়িত। রাইচরণ, হরিপদ প্রভৃতি পার্শ্বে আসীন।)

ধর্ম্ম। বাবা হরিপদ, রাত কত?

হরি। আন্দাজ দুপুর।

ধর্ম্ম। কই, রাম ত এখন ও এলনা?

হরি। এক্ষুণি এইস্বে। তুমি এত ভেবনা কাকা।

ধর্ম্ম। মোরে একটু জল দেও, খাব।

হরি। দাগার মাসী এখনও এইসে' নাই। তোমায় জল দিব কেমন করি কাকা? একটু অপিক্ষে কর।

ধর্ম্ম। মোর শরীর তুর্ব্বল, জীব শুকিয়ে যাতি লেগেছে। আর কথা কইতে পারিনে। উঃ বড় পিয়াস।

রাই। হরিদা, আর কেন ভাই, একটু জল দিই না?

হরি। তবে দাও। ঐ ঘটীতে গঙ্গাজল আছে।

রাই। (ধর্ম্মদাসের মুখে জল প্রদান) কাকা, কাকা, এই যে ঘটক মুশাই আর দাগার মাসী আস্‌তিছে।

(ঘটক ও দাগার মাসীর প্রবেশ।)

ধর্ম্ম। কই, ঘটক মুশাই কই?

ঘটক। এই যে আমি এসেছি। তুমি কেমন আছ ধর্ম্মদাস?

ধর্ম্ম। আর ভাল নেই। বস ঘটক মুশাই। মোরত উঠবার সময় নাই। ঘটক মুশাই, মোর সব আশা ভরসা বিফল হৈল! মোর রামের বিয়ে দিতে আর পাল্লাম না! বড় সাধ ছিল! উঃ মোর রামের যে আর কেউ নেই!

ঘটক। ধর্ম্মদাস, তুমি বুদ্ধিমান ও প্রাচীন, তোমায় আমি কি বুঝাব। এ সময় এত উতালা হ'ওনা ধর্ম্মদাস। তোমার ব্যাটার ভাবনা ভেবনি। তুমি তাকেত কোনও অভাবে ফেলে যাচ্চ না। আর সেও মূর্খ নয়। লেখা পড়া শিখেছে, দশ জনেও ভালবাসে। দ্যাখত দাগার মাসী, এক-বার হাতটা দেখত?

দাগার মাসী। (শিরা ধরিয়া) নাড়ী বড় তুব্বল। ক'বার ভেদ বমী হইছে রে হরি?

হরি। সন্ধ্যে থেকে এ অবধি আট দশবার হইছে। পিয়াস খুব।

দাঃ মাসী। রামা কতি? তোমরা শীগ্‌গির নিতাই কব্‌রেজকে ডাক। মুই যা হয় ওষুধ দিচ্চি।

হরি। রামাদা কাঞ্চনপুর গেছে। তাকে আন্‌তিও লোক গেছে। মুই তবে কব্‌রেজ ডাকতি যাই।

[প্রস্থান।

ঘটক। কেমন দেখ্‌ছ ?

দাঃ মাসী। দেখ্‌ব আর কি ঘটক মুশাই ? সময় আর নেই। হাত পা কালা হ'তিছে। রাই, এই নেও, এই বড়িটে পানের রস আদার রস আর একটু মধু দিয়ে খেইয়ে দেও ? পুরাণ ঘি বুকে পিঠে মালিস্ করে পানের শেঁক দেও ?

(বড়ি প্রদান।)

রাই। (ঔষধ মাড়িয়া) কাকা, এই ওযুধটুক খাওত ?

ধর্ম্ম। (ঔষধ সেবন) ক্যাটারে ? রাম ! এইছ বাবা ? মুইত চল্লাম। তুই একবার মহাভারতখানা পড়িয়ে শুনাত ?

ঘটক। তাইত, কি করি ? বড্ড ভুল বক্‌ছে ত ! ধর্ম্মদাস, আমি পড়ছি, শুন।

ধর্ম্ম। না না। মোর রাম কতি গেল ? বাবা, একবার এইস। মোর আর কে আছে বাবা ? তুমি রাগ ক'রনা। মুই তোমার বিয়ে দিয়ে তবে যাব। উঃ বড় ব্যথা ! বড় পিয়াস !

ঘটক। দাগার মাসী, আবার দেখত, এত ভুল বক্‌ছে কেন ?

দাঃ মাসী। বাবা রাই, মাথায় একটু ঠাণ্ডা জল দেওত ?

রাই। (মাথায় জল দেওয়া) কাকা, কাকা গো, একবার চেয়ে ভাখ গো,—ওই রামাদা আস্‌তিছে। তুমি এমন কল্লি মোরা কেমন করে থাক্‌বো গো কাকা ? মোর রামাদার বিয়ে কে দিবে গো কাকা ? মোরা কার কাছে দাঁড়াব গো কাকা ? (কান্না)

ঘটক। ছিঃ, চুপ্ কর্। তোরা কাঁদিস্ নে।

(রামপদ ও করিমের দ্রুত প্রবেশ।)

রাম। বাবা, বাবা! এই যে আমি এসেছি। ভয়কি বাবা? এক্ষুণি কল্‌কাতা থেকে বড় ডাক্তার আনিয়ে তোমায় ভাল কর্‌ব।

ধর্ম্ম। (রামের মাথায় হাত দিয়া) বাবা, এরোগে আর ডাক্তার লাগবে না, তা মুই বেশ বুঝেছি। আর কেন বাবা, যার যখন সময় হবে, কেউ তাকে রাখতি পারবে না। বাবা রাম, বড় দুঃখ মনে রয়ে গেল। তোমায় একটা হিল্লে কত্তে পাল্লাম না। আশীর্ব্বাদ করি তোর মঙ্গল হোক্।

রাম। বাবা, বাবা, আমি তোমার মিথ্যে ছেলে! তোমার ভালবাসার,—তোমার দয়ার ধার এজীবনে এক বিন্দুও শোধ কত্তে পাল্লাম না, আর বুঝি পারবও না! বাবা, চাষার ঘরে জন্মেছি বটে; কিন্তু তোমার মত সাধুর পুত্র বলে আমি আমার জীবনকে ধন্য মনে করি। তোমার মত পিতার পুত্র হয়ে সকলের চেয়ে আমাকে ভাগ্যবান ব'লে মনে হচ্ছে,—বড়ই সুখে দিন কাটিয়েছি। আশীর্ব্বাদ কর, জন্ম জন্মান্তরে যেন তোমার মত পিতার পুত্র হতে পারি—যেন চরণ-সেবায় কৃতার্থ হতে পারি! বাবা, আমি শৈশবে মাতৃহারা হয়ে তাঁর স্নেহ মমতা ভোগ কত্তে পাইনি। তোমারই কোলে দেহ পুষ্ট করেছি। তোমারই আদরে পালিত হয়েছি। ভুলেও মায়ের কথা মনে হয়নি। বাবা, আমার শেষ আকাঙ্ক্ষা,—যেন তোমার পায়ের ধুলা মাথায় করে, তোমারই মত পবিত্রভাবে সংসার ধর্ম্ম পালন কত্তে পারি। (পায়ের ধূলা মাথায় ধারণ।)

ধর্ম্ম। বাবা, বহু পুণ্যফলে তোর মত পুত্র পেয়েছি; তোকে পেয়ে মোর জীবনকে বড় সুখী মনে করেছি। রামরে, তোর মায়ের কথা বুলতে গেলে মোর বুক ফেটে যায়! তার শোকে মুই আধ মরা হয়েছিনু। সে বড়ই সতী লক্ষ্মী ছিল। এমন সতী স্ত্রী মুই কপাল দোষে হারিয়েছি। তার

পর এত দিন তোর মুখপানে চেয়ে আমি সব ভুলেছিলাম। উঃ, আর যে সইতে পারিনে! বড় কষ্ট!

রাম। বাবা, বাবা, কেমন কচ্ছে বুঝ্‌তে পাচ্ছ না? তুমি একটু স্থির হলে আমি ডাক্তার আনতে যাব।

ধর্ম্ম। বাবা রাম, আর তোমাদের কিছু কত্তি হবে না। কেবল যখন দেখ্‌বে সময় হয়েছে, তখন মোর মুখে গঙ্গাজল দিবে আর কাণে হরি নাম কর্‌বে। রাম, তুই মোর কাছে আয় বাবা। তুই কাছছাড়া হলি পরে মুই আর বাঁচব না। বাবা রাম, মোর শেষ কথা শোন্‌—মোর ট্যাকা কড়ি নেই; বিষয় সম্পত্তি মোর জমী জমা,—আর তুই। হরি, বলাই, রাই, করিম এরা সবাই বড় ভাল মানুষ ও বিশ্বাসী। এদের নিয়ে জমা জমী করবে। ট্যাকা বড় হানি করে,—দুঃখ দেয়! আবার ট্যাকায় মানুষ পশু হয়! সহজে কাকে বিশ্বাস ক'র না। জমীদারের বাধ্য থেকো। খাজনা যেন বাকী পড়েনা। সংসার বড় কঠিন ধর্ম্ম। খুব হুসিয়ার হয়ে চল্‌বে। সত্যি পথ ছাড়বে না। ধর্ম্মের জন্য প্রাণপণ কর্‌বে। পরের উপকার করা সার ধর্ম্ম। তুমি লেখা পড়া শিখেছ, তোমায় বেশী কি বুলব। আর একটি কথা,— তোর বিয়ের কথা যেথানে ঠিক করেছি,সেই মেয়েকেই যেন বিয়ে করিস্‌। এই বিয়ের কত্তা ঘটক মুশাই। উঃ বড় কষ্ট! আর বুল্‌তে পাচ্চিনে। মোরে একটু জল দেও। (রাম কর্ত্তৃক জল দান) আর একটা কথা শোন্‌ বাবা,—লেখা পড়া শিখেছিস্‌ বলে, অহঙ্কার করিস্‌ নে; মাথার মাৎলা, হাতের কাস্তে হাত ছাড়া করিস্‌ নে। নারায়ণ! নারায়ণ! নারায়ণ! বাবা রাম, মুই যাই। ও-ই তো-র মা ডা-ক্‌-ছে। রা-ম রা-ম রা-ম!

রাম। (মুখে গঙ্গাজল দিয়া) বাবা, বল,—হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।

ধর্ম্ম। হ-রে রা-ম। (মৃত্যু)

রাম। বাবা! বাবা! বাবা! আজ আমাকে পিতৃমাতৃ হারা কল্লে? আমি সংসারে অনাথ হ'লাম! (কান্না)

চতুর্থ দৃশ্য।

ব্রজেন্দ্রকিশোরের বৈঠকখানার বহির্ভাগ।

(জীবনের প্রবেশ।)

জীবন। কেমন জব্দ বাবা! খাজনা দেবে না? হারে জীবনদাসের তোপের সাম্‌নে যে আস্‌বে সেই পুড়ে ছাই হবে। কি মজা! যেমন একটি একটি মহালে পা ফেলছি, আর অমনি রূপেয়া এসে হাজির! তহশীলদার ব্যাটারা ত ভয়েই আতঙ্ক! কিসে আমি সন্তুষ্ট হ'ব, তাই ব্যাটাদের ভাবনা। আর আহারাদির যোগাড় ত যোড়শোপচারে! ব্যাটাদের ভয়ও আছে, পাছে চাকরী যায়! সর্ব্বাগ্রেতো আমার নজরের টাকা হাজির। নজর না দিলে তো কথাই কইনি। যে নগদ টাকা না পেয়েছে, সে হয়তো আমটা, কাঁঠালটা, কি ভাল ভাল কলার কাঁদি, না হয় সেরে সেরে ঘি, আরও কত কি এনে হাজির করেছে। এই ধর, সবে মাত্র পাঁচ দিন মহালে বেড়িয়েছি,—তাতেই নজর পেয়েছি দেড়শ, খাজনাও নগদ পেয়েছি সাতশ, আর ধানটা পানটা নিয়েও প্রায় পাঁচশ টাকা আদায় করেছি। তা মন্দই বা কি? এদিকে ত মোটেই কিছু হচ্ছিল না।

(ব্রজেন্দ্রকিশোরের প্রবেশ।)

ব্রজ। এই যে জীবন! কি হে, খবর কি? টাকার যোগাড় হয়েছে ত?

জীবন। আজ্ঞে, জীবনদাসের অসাধ্য কিছু আছে কি? এ'তো আর আপনার অকর্ম্মণ্য খাজাঞ্চি নয়!

ব্রজ। কত টাকা আদায় করেছ ?

জীবন। আজ্ঞে, মোটের উপর হাজার টাকার উপর।

ব্রজ। তা বেশ হয়েছে। আমাকে পাঁচশ টাকা দিয়ে, বাদ বাকী লাটের খাজনা দিও, আর যাহা দরকার হয় খরচ করো। আবার খাজনা আদায়ের চেষ্টা দেখো। আমি দেরী কত্তে পাচ্চিনে, কালই কল্‌কাতা যাব। সেখানে অনেক কাজ আছে।

জীবন। যে আজ্ঞা। [প্রস্থান।

ব্রজ। যাই, একবার বজ্‌রায় গিয়ে শুভসংবাদটা দিই।

(বিমলার প্রবেশ।)

বিমলা। বড় বাবু, আমায় মাপ করুন। আমি আর আপনার সংসারে থাকব না; আমায় বিদায় দিন। আমারও তো রক্ত-মাংসের শরীর! কেন ? কিসের জন্য ? এত দুঃখ, এত কষ্ট, এত গালাগালি সইব কেন ? অ্যাঁ শেষে কিনা রাধির—ঝ্যাঁটার বাড়ি খেতে হ'ল! কার জন্য আমার নিজের দেহটা মাটী কচ্ছি বল ত ? সময়ে না খাওয়া, না শোয়া,—কেবল দিন রাতই ভাবনা। তার উপর কিনা, যে সেই আমায় গালাগালি দিবে ? এত বড় আস্পর্দ্ধা! কি বল্‌ব, কেবল আপনার খাতিরে আমি কাকেও কিছু বলিনি। নইলে দেখতাম, সে কেমন রাধা, আর আমি কেমন বিমলা সুন্দরী দেবী। (কাঁদিয়া) কেন, আমার ঘরে কি আর ভাত নেই ? তবে কার জন্য দেহ মাটী কচ্ছি ? আমি এখনও দেশে গেলে সোণার থালে ভাত পাই, কত আদরে থাকি। সেখানে রাজার হালে থাকৃতে পারি।

ব্রজ। আহা, ছাই বলইনা কি হয়েছে ? কাঁদছ কেন, থাম। আমি এক্ষুণি তার প্রতিকার কচ্ছি! বল কি হয়েছে। আমি থাকৃতে তোমার এত ভাবনা কিসের ? তুমিইত আমার সংসারের কর্ত্তা।

বিমলা। কর্ত্তাত দূরের কথা, একবার বাড়ীর ভেতরও যেতে পাইনে। গেলেই বড় বৌ ঠাকরুণ ঝাঁটা নিয়ে তেড়ে আসেন!! আমি অপমান খেয়ে আপনার কাজ কত্তে পারব না। আমায় মানে মানে বিদায় দিন।

ব্রজ। আচ্ছা বেশ, তোমার সে ব্যবস্থা করে দিচ্চি। তুমি বড় বৌকে একবার ডেকে দাওত? [বিমলার প্রস্থান।

আমার বাড়ীতে, আমারই লোককে অপমান। এত বড় কথা? এত বড় আস্পর্দ্ধা? আমার কাজে বাধা? নাঃ, স্ত্রীলোককে এত দূর Indulgence দেওয়া নেহাৎ অন্যায়। স্ত্রীলোক, স্ত্রীলোকের মতই থাকবে। পুরুষের কাজে তাদের থাকবার কি দরকার,—কি অধিকার? আজ কাল স্ত্রীলোকগুল যেন স্বাধীন হয়ে পড়েছে! কিছু বলবারও যো নেই। হয়তো গলায় দড়ি, নয়ত বিষ খেয়ে বসে থাকবে। এর কারণ,—উপযুক্ত শিক্ষার অভাব। সৎ শিক্ষা পেলে এ বদ স্বভাব আর থাকতে পারবে না।

(ভিতর দিক হইতে অন্দর মহালের কপাট খুলিয়া দরজার নিকট একটু আড়ালে রাধারাণী দণ্ডায়মানা।)

রাধা। আমায় ডেকেছ?

ব্রজ। হাঁ। তুমি বিমলাকে কি বলেছ?

রাধা। যা বলা উচিত, তাই বলেছি।

ব্রজ। তাই বলেছ? তোমার যে ভারি আব্দার দেখ্তে পাচ্ছি! খবরদার,—এত বাড়াবাড়ি ক'র না,—ভাল হবে না।

রাধা। কেন কি হয়েছে?

ব্রজ। কি হয়েছে? মুখ্ সাম্লিয়ে কথা কও। তুমি বিমলাকে কিছু বল্বার কে?

রাধা। যদি কিছু বলে থাকি, তবে, তার কি?

ব্রজ। তার কি! কেন বল্‌বে?

রাধা। কেন বল্‌ব, সে জবাব আমি তোমায় দেব না। আমি সংসারে গৃহিণী; বিমলা কেন, যে কোনও স্ত্রীলোকের কোন দোষ দেখ্‌লে তাকে শাসন কর্‌বার অধিকারত আমারই আছে। তোমার সে অধিকার নাই।

ব্রজ। ইস্, ভারি যে গিন্নী হয়ে পড়্‌লে! তোমার ওসব আব্‌দার আমার কাছে খাট্‌বে না। জান, এ বাড়ী আমার,—বিমলা আমারই লোক। সম্‌জে কথা বল্‌বে।

রাধা। এবাড়ী তোমার! আমার কি নয়?—আমারও। বাইরে তোমার,—ভেতরে আমার। যাকে তাকে আমি অন্দরে আস্‌তে দেব না। এতে যা হয়, তাই হবে।

ব্রজ। আস্‌তে দেবেনা? পাঁচশ বার দেবে! আমার বাড়ীতে আমি যা খুসী তাই করব। যাকে ইচ্ছে তাকে আন্‌ব। কি কর্‌বে তুমি?

রাধা। কি কর্‌ব আমি? এখনি তোমার বিমলাকে ঝাঁ্যাটা মেরে তাড়াব। এমন কুলটাকে প্রশ্রয় দেওয়া কুলের কলঙ্ক মাত্র।

ব্রজ। দেখ, ভাল হবে না, বল্‌ছি। এদ্দিন তোমায় কিছু বলিনি, কিন্তু ফের্ যদি বাড়াবাড়ি কর্‌বেতো এখনি দরোয়ান দিয়ে ঘাড় ধরে তোমায় বাড়ী থেকে দূর করে দেব। অপমান করে পাঁয়ের বার করে দেব। জন্মের মত বিদায় দেব।

রাধা। (বাহিরে আসিয়া) আমায় তাড়াবে! কেন? কি অপরাধে? কোন্ অধিকারে? কার পরামর্শে? এ বাড়ীর কুলবধূ আমি, আমাহ'তে যদ্দিন একুলের কোন কলঙ্ক না হবে, যদ্দিন কোন অধর্ম্ম না করব, তত দিন এ বাড়ী থেকে আমায় তাড়াবার তোমার কি অধিকার আছে? তোমার স্বর্গগত পিতা ঠাকুর আমাকে বধূ ব'লে ঘরে এনেছেন,—তোমার মাতৃদেবীও বরণ করে আমায় ঘরে তুলে নিয়েছেন। কন্যার

মত তাঁদের কোলে লালিত হয়েছি। ঘরের লক্ষ্মী বলে তাঁ'রা আমায় আদর করে রেখেছিলেন। পিতা মাতার ন্যায় আমিও তাঁ'দের পূজা করে, জীবনকে ধন্য মনে করেছি। ইচ্ছে না হয়, আমায় ভাল না বাস্‌তে পার,— আদর যত্নও না কত্তে পার,— আমার সঙ্গে কথা পর্য্যন্ত না বল্‌তে পার,— সে তোমার খুসী। কিন্তু এ বাড়ী থেকে তাড়াতে তুমি আমায় পার না। সে অধিকার তোমার নেই। আর কেউ গুরুজন না থাক্‌লে, অন্দর মহালের কর্তৃত্বও কেড়ে নিতে তোমার অধিকার নাই। এগৃহের অধিকার আমার,— তোমার নয়। আমি মৈলে তুমি গৃহশূন্য হবে। শাস্ত্রে পড়েছি,— "ন গৃহং গৃহমিত্যাহুর্গৃহিণী গৃহমুচ্যতে।" তুমি পুরুষ, জ্ঞানী। আমার মত ক্ষুদ্র রমণী তোমাকে বুঝাবে, এমন ক্ষমতা আমার নেই। তোমার নিজের বিবেক আছে, বুদ্ধিও আছে,—সহজেই তার মীমাংসা কত্তেপার।

ব্রজ। ইস্‌, ভারি যে শাস্ত্র শিখেছ! বটে, তোমাকে তাড়াবার অধিকার আমার আছে কি না, তা এখনি দেখ্‌তে পাবে।

রাধা। পার্‌বে না কেন? তুমি পাত্তে পার। তুমি সবল, আমি দুর্ব্বল। উৎপীড়ক সবলের কাছে দুর্ব্বল চিরকালই লাঞ্ছিত,—অপমানিত হয়; এমন কি, নির্দ্দয় ভাবে জীবন পর্য্যন্ত হারায়। তুমি আমায় জোর করে তাড়াতে পার। তা তাড়াও না! বেশ ত, আমার কি? তুমি স্বামী, গৃহের কর্ত্তা,—আজ এ কুলের মান ইজ্জৎ তোমারই হাতে। তোমার কুপ্রবৃত্তির সহকারিণীর শাসন করেছে বলিয়া, তোমার গৃহিণী, সহধর্ম্মিণী, না হয় অন্তত তোমার চরণাশ্রিতা দাসী,—তোমাদের কুলবধূ ঘর থেকে দূর হয়ে যাবে,—অপমান করে তাকে গাঁয়ের বার করে দেবে,—তাতে তোমারই মুখে কালী পড়বে,—বংশে কলঙ্ক হবে। আমার কি! আমার একমাত্র সহায় ধর্ম্ম। (স্বগত) এঁ্যা, এ কি কল্লুম! কাকে কি বল্লুম! (হাত জোড় করিয়া) মা দুর্গে দুর্গতি নাশিনি মা! আজ আমার একি

দুর্ম্মতি হ'ল? মাগো, বলে দে,—আমার এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত কিসে হবে? (ব্রজেন্দ্রের পায়ে ধরিয়া) প্রাণেশ্বর, হৃদয়ের আরাধ্যদেবতা! বলে দাও,—আমার এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত কিসে হবে! আমায় ক্ষমাকর দেব!

ব্রজ। (পদাঘাত করিয়া) দূর হ! আমার চোখের সামনে থেকে সরে যা! কি! এত বড় আস্পর্দ্ধা স্ত্রীলোকের!! আমার কাজে বাধা? আমার কথায় প্রতিউত্তর? খবর্দ্দার, ফের্ যদি কিছু শুনি, তবে জেনো তুমি এবাড়ীর আর কেউ নও। এবাড়ীর আর প্রত্যাশাও কর্ত্তে পাবে না। এখনও বল্‌ছি, আমার সাম্‌নে থেকে দূর হও!

[রাধার প্রস্থান।

নাঃ, বাড়ীতে থাকা আর চলে না। এত কেলেঙ্কারী করা কি ঝকমারী! একদিনের জন্যও বাড়ীতে একটু শান্তি পেলুম না! কি দুরদৃষ্ট!

(বিনয়ের প্রবেশ।)

বিনয়। কিহে, গৃহিনীর আদরে যে একেবারে গলে গেলে! বলি, কলকাতায় কি আর যাওয়া টাওয়া হবে? না এম্‌নি করে—

ব্রজ। না ভাই, কালই যাব। টাকারও যোগাড় হয়েছে,—আর তুমিও ওদিকে সব ঠিক করে নাওগে।

বিনয়। All right. হাঁ ভাই, সেই যে বলেছিলে, তোমাদের ছোট বৌর সইকে একদিন আমাদের বজরায় নিয়ে যাবে, তার কি হ'ল?

ব্রজ। না ভাই, সে সব হবে টবে না। ভারি গোলমাল। তোমায় সব বল্‌ব'খন।

বিনয়। আচ্ছা, তবে আজ বজরায় যাবে ত? না গৃহিণীর দ্বারাই দক্ষিণহস্তের—

ব্রজ। আরে না না! পাগল নাকি! আচ্ছা, কি রান্নার যোগাড় হয়েছে বল দেখি?

বিনয়। ফাউল কারী, মমলেট্, পোলাউ, লুচি। And etc. etc.

ব্রজ। বটে! তবে চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

কাঞ্চনপুর পল্লীগ্রাম—কৃষকের বাটী।

(ঘটকের প্রবেশ।)

ঘটক। তাইত বলি, ভগবানের রাজ্যে সবই সম্ভব। ভাঙ্গা গড়া তাঁ'রই হাতে। আমরা ত কলের পুতুল। যাঁ'র কর্ম্ম তিনিই করেন, লোকে বলে আমি করি। হারে, আমি কে? আমার করবার কি ক্ষমতা আছে? যদি তাই হবে, তবে ধর্ম্মদাসও আর মরত না,—আমারও কপাল ভাঙ্গত না। যাক্, গতস্য শোচনায় ফল কি? এখন যে করে হোক্ রামপদের বিয়ে দিয়ে মান রাখতে পাল্লেই হয়। কম ত নয়,—আরও এক বছর অপেক্ষা কর্ত্তে হবে। আবার মেয়েটাও বড় হয়েছে। এদ্দিন সইবে কিনা, তাই বা কে জানে! দেখা যাক্, কদ্দূর কি হয়। মেয়ের বাপও ত আমার হাত ছাড়া নয়। দুর্গা শ্রীহরি, দুর্গা শ্রীহরি (গৃহদ্বারে অগ্রসর)—

(কৃষকের প্রবেশ।)

কৃষক। হারে ক্যাটা? ঘটক ঠাকুর মুশাই যে! সেবা দিই (প্রণাম) কতি যাইছেন? ভাল আছেন ত?

ঘটক। কেও, নব নাকি? ভাল ত?

কৃষক। আজ্ঞে মোর আর ভাল মন্দকি ঠাকুর মুশাই, আপনাদের কেরপা।

ঘটক। বেশ! বেশ! তোমার ভক্তি দেখে আমার বড়ই আনন্দ হয়। আহা, চিরদিন যেন তোমার ধর্ম্মে মতিগতি এইরূপই থাকে।

কৃষক। আজ্ঞে, সেত আপনারগ দয়া। এখন মোরে আপনি কি আজ্ঞে করচ।

ঘটক। বল্‌ব কি নব, তোমার মনে বড় দুঃখ হবে। কি করি, না বল্লেও চলে না। দ্যাখ নব, আজ কয়েক দিন হ'ল ধর্ম্মদাস মারা গিয়েছে, একথা হয়ত তোমরা শুনেওছ।

কৃষক। আঁঃ! বুল্লেন কি? মুই যে গরিব! সব যোগাড় যে করেছি মুশাই! এখন উপায়? মুই যাব কতি? ঠাকুর মুশাইগো, তুমি আপনি একটা বুঝে দ্যাখেন দেখি। মোর অন্নর উপায় কি হবি ঠাকুর মুশাই? বল ত আপুনি!

ঘটক। হারে পাগল, সে উপায় কর্ত্তেইত আমি এলাম। আমি যখন এর মধ্যে আছি তখন তোমার এত ভাবনা কি! তোমরা হচ্চ, কি জান, আমার আপনার জন। যা'তে ভাল হয়, তাই কর্‌ব। তবে কিনা আরও একবছর সবুর কর্ত্তে হবে নব। তা কি কর্‌বে বল, পূর্ব্ব-জন্মার্জ্জিত নিতান্ত পুণ্যফল তোমার, নইলে অমন ঘরে বরে কন্যাদান কি সকলের ভাগ্যে ঘটে? তোমার কন্যার জন্য অনেক গওনা গড়্‌তে দিয়েছে। বিয়ের প্রায় সবই যোগাড়। কিন্তু কি করি, ভগবানের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ত আর কারুর হাত নেই। আর ধর, দেখ্‌তে দেখ্‌তেই এক বছর কেটে যাবে। তোমার মত হলেই আমি সব ঠিক করে ফেল্‌ব।

কৃষক। তা ত বটে! কিন্তু ট্যাকা কড়ি যা দিয়েছিল, তাত সবই খরচ করে বুসে আছি। এখন কি করি মুশাই?

ঘটক। আরে তার জন্য এত ভাবনা কেন? রামপদ কি আর টাকায় কাতর। তোমার যা দরকার, সবই আদায় করে দেবো! তোমার মেয়ে ত আজীবন মহাসুখে সচ্ছন্দে থাক্‌বেই,—তারপর তুমিও সস্ত্রীক এই দুঃখ কষ্ট পাচ্চ, তাও অচিরাৎ দূ'র হবে।

কৃষক। আজ্ঞে বুঝি ত সবই মুই। কিন্তু মোর মেয়ে যে বাড়ন্ত। বার বছর বয়েস হতি লাগল,—আর কি একবছর রাখ্‌তি পারি? শেষে কি জাতমারা হয়ে এক ঘরে হব?

ঘটক। আরে তুমি ক্ষেপেছ নব! আজকাল আর মেয়ের বয়স কেউ ধরে না। ভদ্রলোকের ঘরে ত সব যুবতী কনের বিয়ে হচ্চে।

কৃষক। ওসব বড়নোক ভদ্দরনোকের ঘরে হতি পারে মুশাই। মোদের চাষার ঘরে তা চল্‌তি পারবে ক্যান্? তারা সহরে থাকে, এ্যাংরাজী নেখাপড়া জানে, জাতির ধার ধারে না। মোরা কি তাই পারি মুশাই, আপনি বলত?

(গৃহদ্বারে অন্তরাল হইতে কৃষকপত্নীর ইঙ্গিত করণ ও কৃষক তাহার দিকে অগ্রসর হইল।)

কৃষকপত্নী। (তীব্র ফিস্ ফিস্ স্বরে) আর তোমার সঙ্গে মুই পাল্লামই না। কি এক অনাছিষ্টি গোঁ ধরেই বুসেছ! ঝাঁ করে একটা যা তা জবাব দিয়ে বুসে থেক না। ওপাড়ার বায়োন মাকে খপর দাও। তানি এসুন, পরামর্শ করে যা হতি পারে জবাব দিও। আজ ওঁকে থাকৃতি বলনা ক্যানে?

ঘটক। তবে আমার কথা রাখবে না নব?

কৃষক। আজ্ঞে তা একটু ভেবে চিন্তে দেখা যাক্। তা যদি কেরূপা করে আজ এখানে থাক—

ঘটক। আচ্ছা, বেশ, উত্তম। তার জন্য এত ভাবনা কি? তবে চল, তাই হবে। [উভয়ের প্রস্থান।

(গোবর হস্তে অন্নর প্রবেশ।)

অন্ন। মোর মায়ের যত অনাছিষ্টি কাজ! আপনার গোবরটুকু পরকে দিয়ে, এখন মোরে মাঠে মাঠে গোবর কুঁড়তে হতিছে। আজ খান কতক ঘুটে না দিলে, কাল রান্নাই হবি না। যাই, বাবা এক্ষুণি মাঠে যাবে, ভাজাপোড়া দিইগে। তারপর আরও ঢের কাজ আছে। মা রাঁধতে যাবে, মুই গরু বাছুরকে খাওয়াব, গোয়াল ঘর সাফ্ কত্তি হবি, ঘাস কাটতি হবি; আবার এদিকে গোবর কুঁড়তে কত বেলাও হয়ে গ্যাল।

(কলসী কাঁকে গামছা কাঁধে, দাঁত মাজিতে মাজিতে কৃষক-পত্নীর প্রবেশ।)

কৃ-পত্নী। হারে অন্ন! তুই সকাল থেকে, এত বেলা হতি চল্ল, এতক্ষণ কি কল্লি মা? তোর কি আর ক্ষিদেতেষ্টা নেই; যা, ঘরে যা, মুড়ি কড়াই খেগে। মুই এক্ষুণি ভাত চড়াব। বাড়ীতে কুটুম এইছে।

অন্ন। হা মা, মুই কি রাত দিনই খাব? আর তোমরা বুঝি খাবে না? ক্ষিদেটা কি মোর একলাই হয় মা! মুইত মেয়ে,—যদি ব্যাটা হতাম, তবে খেইয়ে খেইয়ে বুঝি মেরেই ফেলতে!

কৃ-পত্নী। যা, তুই ঘরে যা, মোরে আর বকাস্নে মা। তোর পেটে যখন ছেলেপিলে হবি, তখন তুই তার ব্যাথা বুঝ্বি। এখন যা, পাগ্লী মেয়ে ঘরে যা। মুই নেয়ে ধেয়ে জল আন্ব'খন। বাম্নোন ঠাকুর এইছে, শীগির করে রান্নার যোগাড় কত্তি হবে। তুই এখন ঘরে যা মা।

অন্ন। আচ্ছা তা যাইছি মা। (স্বগত) এদ্দিন ত মা বাপের কোলে আদর যত্নে দিন কেটে গ্যাল্। জানি না মোর কপালে কি আছে।

মাইয়ে মানুষ হলি বড় দুর্গতি হয়। কোথাকার অজানা অচেনাকে ডেকে এনে মনে ঠাঁই দিতে হবি,—দেহ পরাণ তারি পায়ে সপে দিতে হবি,—মোটের উপর তাঁরই হুকুমে জীবনটা কাটাতে হবি। ঈশ্বরের কি আশ্চর্য্যি লীলা! যাই, কুটুম নাকি এইছে, মায়ের রান্না বান্নার যোগাড়ও ত কত্তি হবে। গরিব হলি কি হয়, মন ত আর গরীব নয়।

ক্ল-পত্নী। যা অন্ন, ঠাকুরকে তামাক টামাক দেগে।

অন্নর। এই যাই মা। [প্রস্থান।

ক্ল-পত্নী। (স্বগত) আচ্ছা, বায়োন মা যে সেদিন বুল্লে—এ বিয়েতে খুব সুবিদেই আছে। ঘরে শ্বউর শাউড়ী কেউ নেই। বেশত, মোর অন্নই একা গিন্নী হবি। তা তের চৌদ্দ বছরের মেয়ে, ঘর সংসার কত্তি পারবে না কি? খুব পারবে। এখন না পারে, মুই নিজেই না হয় দু' এক বছর সেখানে থেকে অন্নকে শিখিয়ে পড়িয়ে নেব? যখন একা মেয়ে-জামাইয়েরই ঘর, তখন তাদেরইত সব। চিরদিন থাকলেই বা কে কি বুলবে! আর মোদের ত এই দশা—দিন চলা দায়। তারপর ত্যাখ, মরা বাঁচার কথা কেউ বুলতে পারে না। হরিঠাকুর না করুক, যদি মিন্‌সের একটা ভাল মন্দ হয়, মুই কতি যাব? শেষে ঘরবাড়ী টুমটাম্ বেঁচে কিনে যা হয় দু'দশ ট্যাকাও ত হবিই। সে ট্যাকা জামায়ের হাতে দিয়ে সুদে খাটাব। কত গওনাও বাঁধা রাখ্‌ব। কোনও নেমন্তন্ হলি পরে অন্নকে সে সব পড়িয়ে সেখানে পাঠাতেও ত পার্‌ব! আর মোর অন্নরও ত কম নয়। তারপর ধর, ট্যাকার সুদ থেকে অন্নর ছেলে-পিলেকে গওনা গড়িয়ে দেব। এম্‌নি করে সুদে আসলে শেষে অনেক ট্যাকা হবি। যখন ত্যাখব, অনেক ট্যাকা জমেছে, তখন বুড় বয়সে, একটা মালসা ভোগ দেব। আর বাকী ট্যাকায় মথুরা, বিন্দাবন, গয়া, কাশী, কত তীথ্যি কর্‌তি পারব। তীথ্যি ধর্ম্ম করে এসে—

(গামছা কাঁধে কৃষকের প্রবেশ।)

কৃ। ঁাগা, তুমি এখনও কলসী নিয়ে দেঁড়িয়ে আছ? বামুনঠাকুর যে উনন ধারায়ে বুসে আছে। জল আন্তি যাবে কখন?

কৃ-পত্নী। (চমকিত হইয়া) এ্যাঁ এ্যাঁ, এই মুই যাইছি গো—যাইছি! তুমি গিয়ে তামাক টামাক দেও না? মুই এক্ষুণি যাইছি।

কৃ। শীগ্গির করে এইস। মুই মাছ আন্তি যাইছি। [প্রস্থান।

কৃ-পত্নী। (স্বগত) ছিঃ, ছিঃ, ছিঃ! কি ঘেন্নার কথা! মোর মুখে আগুন! মোর জামায়ের ঘরকন্নাকে ধিক্, ট্যাকায় মোর আগুন নাগুক; এমন তীথ্যি ধম্মে মোর বাজ পরুক্। দেবুতারা মোর মাথায় থাক্! শাক ভাত খেয়ে, সোয়ামীর সেবা করে, সিঁথের সিঁদুর হাতের নোয়া আর নালপেড়ে শাড়ী মোর বেঁচে থাক্। মুই হাস্তি হাসতি সোয়ামীর সুমুখে স্বগ্গে চলে যাই। মিন্সেকে এই বিয়ের কথাই পাকা জবাব দিতে বুল্‌ব। হলই বা আরও একবছর দেরী। কত বড় বড় নোকেরও ত হতিছে।

[প্রস্থান

(ঘাসের বোঝা মাথায় ও হাতে কাস্তে, জনৈক রাখালের প্রবেশ।)

গীত।

রাখাল। সময় বুঝ না।

অ-সময়ে বাজাও বাঁশী প্রাণতো মানে না রে কালা।
যখন আমি রাঁধতে বসি, তখন তুমি বাজাও বাঁশী,
ছল ক'রে ভিজিয়ে আঁখি, ধুঁয়ার ছলে কাঁদ রে কালা।
রাধা বলে যখন বাজে গো বাঁশী, আমি ঘরে রইতে নারি,
ভাসিয়ে দিয়ে যৌবন-তরী, কদম তলায় ছুটি রে কালা।

[প্রস্থান

ষষ্ঠ দৃশ্য।

ব্রজেন্দ্রকিশোরের কলিকাতার আবাসগৃহ—বৈঠকখানা।

(ব্রজেন্দ্র ও বিনয়।)

ব্রজ। আচ্ছা, বল দেখি বিনয়, কালকে কেমন মজা ?

বিনয়। মজা বলে মজা ! মজার উপর মজা ! কিন্তু ভাই বাইজীর বাড়ী না গিয়ে, তাকে এখানে আন্‌লে ভাল হয় না ? রোজ রোজ আর এক জায়গায় ভাল লাগে না।

ব্রজ। ঠিক কথা বলেছ ভাই ! আমারও তাই ইচ্ছে। কিন্তু আসবে কি ?

বিনয়। কেন ? নিশ্চয় আসবে। একখানা চিঠি লিখে বিমলাকে দিয়ে পাঠিয়ে দাও না ?

ব্রজ। তবে তাই দিই। (চিঠি লেখা)

বিনয়। নেনা ?

নেনা। হুজর।

(নেনার প্রবেশ)

বিনয়। বিমলাকে ডেকে দে।

নেনা। যে আজ্ঞে। [প্রস্থান।

ব্রজ। এইত লিখ্‌লাম। পড়ে গ্যাখ্‌। (পত্র দান)

বিনয়। (পত্র পাঠ করিয়া) এখানটায় লিখে দাও, "তোমারি প্রেমাকাঙ্ক্ষী, ব্রজ।" (পুনঃ পত্রদান)

ব্রজ। (পত্র লেখা শেষ করিয়া) কই, বিমলা কই ?

(বিমলার প্রবেশ।)

বিমলা। কি বল্‌ছেন বড় বাবু?

ব্রজ। এই চিঠিখানা নিয়ে যাও। গ্যাখ বিমল, বাইজীকে এখানে নিয়ে আসা চাই।

বিমলা। বড় বাবু, বিমলাকে এত অবিশ্বাস কর্‌বেন না। তার অসাধ্য কিছু নেই।

ব্রজ। নেনা, কোচোয়ানকে গাড়ী আন্‌তে বল্।

নেনা। যে আজ্ঞে হুজুর। [প্রস্থান।

ব্রজ। যাও বিমল, আর দেরী ক'র না। তুমি যেয়ে এই গাড়ীতেই টপ্ করে নিয়ে আস্‌বে। বেশী দেরী ক'রনা যেন।

বিমল। যে আজ্ঞে।

[প্রস্থান।

ব্রজ। বিনয়, তোর বুদ্ধিকে বলিহারি যাই। তুই না থাক্‌লে এমন মজার ফন্দি কেউ কত্তে পার্‌ত না।

(নেনার পুনঃপ্রবেশ।)

ব্রজ। গাড়ী এসেছে?

নেনা। আজ্ঞে হাঁ। বিমলাও গেছে।

ব্রজ। তুই যা, ব্রাণ্ডি দু'বোতল, সোডা এক ডজন, বরফ পাঁচ সের নিয়ে আয়গে।

নেনা। বহুৎ আচ্ছা হুজুর। [প্রস্থান।

ব্রজ। তবে আজ আর থিয়েটার দেখা হবে না?

বিনয়। কেন হবে না? নিশ্চয় হবে। বাইজীকেও নিয়ে যাব।

ব্রজ। আচ্ছা, তাও মন্দ নয়। গ্যাখা যাক্।

(জীবন ও নেনার মদ ইত্যাদি সহ প্রবেশ)

বিনয়। কেও জীবনদা যে! আরে এস, এস।

জীবন। হাঁ দাদা যাচ্চি। এই ত্থাখ না, তোমাদের জন্যই ত এত হাঙ্গাম। (নেনার প্রতি) রাখ্ না ব্যাটা, এখানে সাজিয়ে রাখ্।

[তথাকরণ ও প্রস্থান।

ব্রজ। জীবন, কাল আমাদের মোট কত টাকা খরচ হয়েছিল ?

জীবন। আজ্ঞে, দু'শ ছিয়াত্তর সোয়াপাঁচ আনা।

বিনয়। বাঃ বাঃ, তোফা মুহুরী! একেবারে ঠোঁঠস্থ!

জীবন। তবে কি ? তোমাদের মত মিনে মাগ্‌নায় তো আর মাইনে খাচ্চি নে ? এ বাবা পয়সা খাই, অম্‌নি নয়!

ব্রজ। আজকের আয়োজনটা শুনেছ ত ?

জীবন। আজ্ঞে হাঁ, শুনেছি বই কি। আমি না জান্‌লে আর কোন কাজ হয় কি, বলুন ?

ব্রজ। বিনয়, চুপ্ করে আছিস্ কেন ? দক্ষিণ হস্তের সদ্‌ব্যবহার কর্। শুভ কাজে বিলম্ব কেন ?

বিনয়। এই যে, তোমার হুকুম হলেই হাজির কত্তে পারি।

(সকলকে মদ বিতরণ ও নিজেও পানকরণ)

ব্রজ। ত্থাথ্ বিনয়, বাইজী এলে পরে আজ একটা নূতন কিছু কত্তে হবে।

বিনয়। কি কর্‌বে ?

ব্রজ। কেউ তাকে মদ দেবে না।

বিনয়। ঠিক কথা। তাই করব।

জীবন। আরে তা নয়। আমার মতে, চল আমরা সব থিয়েটারে যাই, —আর বাইজী এসে এদিকে খালিঘর দেখে চটে লাল হবে!

বিনয়। তা নয়। আমি যা বল্‌ছি তাই ঠিক। কি বল হে ব্রজ? What is your openion?

ব্রজ। Oh, no no! তার চেয়ে চল্‌ আমরা সবাই লুকিয়ে থাকি।

জীবন। আমিও তাই বল্‌ছি।

ব্রজ। All right. মদ দাও।

বিনয়। O' yes! (মদ বিতরণ)

ব্রজ। বিনয়! What a fool are you? কেও বিমল?

বিনয়। কিহে, তুমি যে এরি মধ্যে মাতাল হ'লে? কই, বিমল ত এখনও আসেনি।

ব্রজ। Why?

জীবন। এদ্দূর যাবে, বাইজী সাজ্‌বেগুজ্‌কে, তবে ত আস্‌বে?

ব্রজ। Oh, no, no! জীবন, তুমি যাও। বলগে—সাজতে হবে না। চেনা বামুনের পৈতের দরকার কি?

বিনয়। এই এক্ষুণি আস্‌বে।

ব্রজ। Go on. মদ দাও stupid?

বিনয়। আঃ, এত তাড়াতাড়ি কেন? (মদ বিতরণ)

ব্রজ। Too late! Too late! (শয়ন)

(বিমলা ও বাইজীর প্রবেশ।)

বিনয় ও জীবন। Good night বাইজী। আইয়ে, আইয়ে জেনাব, বৈঠিয়ে।

বাইজী। (ব্রজেন্দ্রের কাছে উপবেশন) ব্রজ কোথায়?

বিনয়। বলি, তুমিও কি সরষেফুল দেখ্‌চ নাকি? এই যে তোমারি পাশে।

বাইজী। একি! মাতাল হয়েছে বুঝি?

বিনয়। হাঁ গো হাঁ (সুর করিয়া) সে যে তোমারি বিরহে, কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে, হয়েছে এমন ধারা। সখি রে—

বাইজী। বাঃ বাঃ, কীর্ত্তন শিখেছ যে!

বিনয়। (সুর করিয়া) সে যে তোমারি করুণা, বাইজী গো—

বাইজী। বেশ, বেশ, খুব হয়েছে! এখন থাম। ব্রজ! ব্রজ! বলি এরিমধ্যে এমন?

ব্রজ। কেও? বাইজী! তুমি এখানে? (উঠিয়া)

বাইজী। তুমি এখানে?

ব্রজ। বা রে!

বাইজী। বা রে!

ব্রজ। বিমল, বাইজীকে নিয়ে এলে তা একটু খাতির-টাতির কর? ওর বাড়ীতে কত খাতির করে। দারু পিলাও খানসামা!

বাইজী। নাও আর মিছে ব'ক না। ছাথ ব্রজ, তুমি আর মদ খেও না। (বিনয় সকলকে মদ বিতরণ)

ব্রজ। (গ্লাস হস্তে) বাইজী, তুমি খাবে না?

বাইজী। তুমি জানতো ভাই, আমি মদ খাইনে। তবে তোমার সঙ্গে সামান্য যা খেয়েছি, তা কেবল তোমারি খাতিরে। আর খাব না।

ব্রজ। তা হবে না। আজ খেতেই হবে।

বাইজী। তবে কিন্তু গান-টান কত্তে পারব না, বলে রাখ্‌চি।

ব্রজ। All right. গান নেহি মাংতা হায়।

বাইজী। (মদ্যপান) ব্রজ, তোমায় ভালকথা বল্‌ছি, তুমি মদ ছাড়। এমন করে খরচ কল্লে ক্রোড়পতিও ভিখারী হয়। এখনও বুঝে চল।

ব্রজ। কেও? আমার প্রাণসজনী যে! আমার কলিজাটা ঠাণ্ডা

করে ফেল্‌লে যে! যাও, তুমি রোজ রোজ অমনকরে বকলে আর তোমায় ডাক্‌ব না।

বাইজী। আমায় ডাকতে না পার। কিন্তু আর একজনকেও ডাকতে হবে? তোমাদের কি? পয়সা দিলে কত বেটী আস্‌বে এখন। কিন্তু বলে রাখ্‌চি—এমনটি আর পাবে না।

ব্রজ। (পিঠে হাত দিয়া) তুমি রাগ কচ্চ? বাইজী, তুমি মনে কর আমি কি তাই? প্রাণ থাকতেও তা হবে না। বিনয়, Go on.

বিনয়। বলি ও বাইজী, এত নীরস হয়ে বস্‌লে কেন?

(মদ বিতরণ)

ব্রজ। জীবন, গাড়ী জুড়তে বল।

জীবন। যে আজ্ঞে।

ব্রজ। জীবন, টাকা দাও।

জীবন। কত?

ব্রজ। আরে দাও না দু'হাজার।

জীবন। এত টাকা কি হবে বড় বাবু?

ব্রজ। তোমার গোষ্ঠীর মাথা হবে! বল, দেবে কি না?

জীবন। এত টাকা এখন কোথায় পা্ব?

ব্রজ। তা জানিনে। তোমায় দিতে হবে। আমার টাকা—আমায় দেবে না?

জীবন। নিশ্চয়। কেন দেবনা? সবইত আপনার। আপনার যা ইচ্ছে তাই কত্তে পারেন।

বিনয়। ঠিক কথা,—তোমারইত সব। আবার কার? রমেন্! সে ত এ বিষয়ের কেউ নয়। সে ত ছেলে মানুষ বল্লেই হয়। তারপর সে আবার তোমারি অনুগত। তোমায় দেখ্‌লে সে ত ভয়েই আতঙ্ক।

জীবন। তবুও একজন সমান অংশী ত?

ব্রজ। অংশী? Partner? Never. Let him go to the dogs. আমার বিষয়ে তার অধিকার? এ হতে দেব না।

বিনয়। নিশ্চয় না। তা কেন হবে?

জীবন। আইনত সে ত অর্দ্ধেক মালিক।

ব্রজ। মালিক? কোন্ হ্যায়! উস্‌কো নিকাল দাও আবি। যাও, আমার হুকুম,—আমার বাড়ীতে আমি ছাড়া আর এক প্রাণীও থাক্‌তে পার্‌বে না। যাও, জীবন এই মুহূর্ত্তেই যাও! এর একটা বেবস্থা না কত্তে পাল্লে, তোমার অন্ন জল আর আমার কাছে নেই, বল্‌ছি। Go at once!

জীবন। Very good। জীবনের অসাধ্য কি? এক্ষুণি তার উপযুক্ত বেবস্থা কচ্চি। এই আমি চল্লুম,! (স্বগত) জীবন, এবার তোর সাধ মিট্‌ল। আর তোকে কেউ 'জীবে' বল্‌বে না,—'জীবনবাবু' বল্‌বে। হারে, মানুষের যখন বরাত ফেরে, তখন এম্‌নি করেই ফেরে। একবারেই রাজাধিরাজা হওয়া কি ভাল? কচুবন কাট্‌তে কাট্‌তেই ত ডাকাত হয়! আবার ডাকাতি কত্তে কত্তেই সর্দ্দার হয়! ভয় কি, জীবন বাবু? দুর্গা দুর্গা বলে লেগে যাও। (নমস্কারপূর্ব্বক) তবে আসি বড়বাবু? গোবিন্দ বল, গোবিন্দ বল, গোবিন্দ বল। [প্রস্থান।

ব্রজ। এও stupid! বাইজীকে মদ পিলাও।

বিনয়। O' yes. (মদ বিতরণ) হারে ভাই, জীবন না থাক্‌লে আমাদের প্রাণইত থাকৃত না!

ব্রজ। আমি সাধকরে কি ওকে ভালবাসি? এবার দেখব, আমার সুখের পথে কে বাধা দেয়! আর টাকা? বল্‌তে না বল্‌তেই আস্‌বে। ভয় কি? এস্তার চালাও!

বাইজী। ব্রজ, সম্‌ঝে চল। পরের অনিষ্ট ক'র না। বিনয়, তুমিও বুঝে চল, ভাল হবে।

ব্রজ। তোম্ ক্যা জান্তা হায় ? তুমি স্ত্রীলোক, এসব তোমার বুঝ্‌বার ক্ষমতা নেই। চুপরও তোম্! Let us go out বিনয়।

বিনয়। হাঁ চল। সবাই আজ থিয়েটার দেখব—ভাল play আছে। চল বাইজী।

[সকলের প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য।

—*—

ব্রজেন্দ্রকিশোরের কাছারিখানার সম্মুখ।

(রমেন্দ্রকিশোর, রামপদ ও রামলালসিং; অপরদিকে দুর্গাপ্রসাদের প্রবেশ।)

দুর্গা। কই বাবা রমেন কোথায় ? আমায় ডাক্‌তে পাঠিয়েছিলে কেন বাবা ? তোমরা সব ভাল আছ ত ? ব্রজ ভাল আছে ত ?

রমেন্দ্র। আজ্ঞে হাঁ। আসুন জ্যেঠা মশাই। (পদধূলি গ্রহণ)।

রাম। (পদধূলি গ্রহণ) আপনি ভাল আছেন ত ?

দুর্গা। কেও ? রাম ! ভাল আছ ত বাবা ?

রাম। আজ্ঞে হাঁ। আপনার আশীর্ব্বাদে ভালই আছি।

দুর্গা। আহা, ধর্ম্মদাস বড় ভাল মানুষ ছিল হে ! (উপবেশন)।

রামলাল। রাম রাম, বাবাঠাকুর। পায়ে লাগি। আপ্ আচ্ছা হ্যায় ?

দুর্গা। কে ? রামলাল ! ভাল আছ ত বাবা ?

রামলাল। আপ্‌কা কৃপামে সবই আচ্ছা হ্যায়?

রমেন্দ্র। জ্যেঠা মশাই, আপনাকে বিশেষ কাজেই ডেকেছিলুম। আপনি না হ'লে সে কাজের মীমাংসা হ'তে পারে না। অবশ্য, আপনি এখন আর আমাদের কাজে নেই বটে; কিন্তু আমি জানি, আপনি আমাদের পিতৃস্থানীয়। বুদ্ধি বিবেচনায় ও নানাপ্রকার জটিল বিষয় মীমাংসা কর্ত্তে আপনি আমাদের পিতার সমকক্ষ। আমি নেহাৎ ছেলেমানুষ। বিশেষতঃ জমিদারী-বিষয় কর্ম্ম আমার পক্ষে সম্পূর্ণ নূতন। দাদাও বাড়ী নেই। এখানে আপনি ছাড়া আমার মুরুব্বী আর কেউ নেই। তাই সময় সময় কোনও বিষয়ে পরামর্শ আবশ্যক হ'লে, আপনাকেই ডেকে থাকি। আপনিও অনুগ্রহ ক'রে আমার পিতার ন্যায় নানা বিষয়ে সৎ উপদেশ দিয়ে পরম হিত ক'রে থাকেন। আপনার নিকট আমরা অনেক বিষয়ে কৃতজ্ঞ।

দুর্গা। তা তো বেশ ভাল কথা বাবা! সে তো আমারই কর্ত্তব্য। তবে কি না,—অবশ্য সময়ের দোষেই ব্রজ আমার উপর চটে ছিল। তা যা হোক্, তোমরা আমার সন্তানতুল্য। এতকাল যে ভাবে দেখে আস্‌চি, চিরদিনই সেই ভাবে দেখ্‌ব। আর আমি তোমাদের চাক্‌রীতে নেই বলে কি নিমকহারামী, বেইমানী করব বাবা? ভগবান এ বৃদ্ধকে কখনও সে মতি দেন নাই। এত কথা কেন? এখনও তোমাদেরই অন্নে প্রতিপালিত হ'চ্চি। এমন কি, বংশ পরম্পরায় তোমাদেরই অন্নে প্রতিপালিত হ'ব। সে কথা যাক্ বাবা, এখন তোমার কি প্রয়োজন, খুলে বল। সাধ্যমত তার প্রতিকারের চেষ্টা করব।

রমেন্দ্র। আপনি ত রামপদকে বিশেষ জানেন। আমাদের প্রজাবর্গের মধ্যে ওই প্রধান ও সম্মানী। লেখা পড়াও বেশ শিখেছে। স্বভাব-চরিত্রেও তুলনা হয় না। রামপদই এখন এ গাঁয়ের মোড়ল।

সম্প্রতি ওর পিতার শ্রাদ্ধে কিছু অতিরিক্ত ব্যয় হেতু যৎ সামান্য দেনা হ'য়ে ছিল, তাও আপনি জানেন। তার প্রায় পরিশোধ করেছে। কেমন হে রামপদ, তাই নয় ?

রামপদ। আজ্ঞে হাঁ। সামান্য কিছু বাকী থাক্‌তে পারে। তা বাবাঠাকুরও জানেন।

দুর্গা। সে কিহে রাম ? শুনেছি, সে দেনা নাকি সবই শোধ করেছ ?

রাম। আজ্ঞে তা বটে। কিন্তু জীবনদাস সেই সুদের বাকী দশ টাকার সুদের সুদ কসে রেখেছেন। এখন হয় ত কুড়ি টাকাই বা হয়। আসল কিছু বাকী নেই।

দুর্গা। কি সর্ব্বনাশ ! কি ভয়ানক জুয়োচুরী ! এ সংসারে এতকাল যা ছিল না, এখন তা নিত্যকর্ম্মপদ্ধতির মধ্যে হয়েছে দেখছি। দুর্গা বল, দুর্গা বল, দুর্গা বল ! তাই বল্‌ছিলুম, বাবা রমেন, আমায় আর এ পাপ সংসর্গে টেনে জড়িও না। এ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে ক্ষমা কর বাবা।

রমেন্দ্র। তা হবে না জ্যেঠা মশাই। আপনি আমার সঙ্গে ও কথা বল্লে আমি তা শুনব না। আজ আমার পিতা নাই,—হাজার হউক, আপনিই আমার পিতৃস্থানীয়। আমার বিপদে আপনারও ত বিপদ। সে যাক্, আমি রামপদের কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছি, ওকে কিছু সাহায্য কর্ত্তে হবে।

দুর্গা। কি সাহায্য কর্‌বে ?

রমেন্দ্র। আজ্ঞে, এই মাসেই ওর্ বে হবে। ধর্ম্মদাস যে মেয়ে ঠিক করে গিয়েছিল, এখন তারই সঙ্গে বে হবে। এ কারণে ওকে আড়াইশ টাকা ধার দিতে হবে। কি ভাবে, কি করে দিই, তাই আপনাকে জিজ্ঞেস কচ্চি।

দুর্গা। তুমি কি ভাবে দিতে চাও ?

রমেন্দ্র। আজ্ঞে, আমি শুধু হাতে দলিল লিখিয়ে দিতে চাচ্চি। এ বিষয়ে আপনার মত কি ?

দুর্গা। বাবা রমেন, তুমি ছেলেমানুষ। জাননা, অর্থের কি মোহিনী-শক্তি! টাকায় না কর্ত্তে পারে, এমন কাজ বোধ হয় দুনিয়ায় নেই। মানুষকে পশু আর পশুকেও মানুষ বানায়! টাকায় প্রাণ বাঁচায়, আবার টাকার জন্যই লোকে প্রাণ হারায়। টাকাটা যখন বাহির হয়, তখন বেশ প্রণয়ভাবেই হয়,. কিন্তু যখন ফিরে আসে, তখন বিচ্ছেদ ঘটায়। তবে রামের মত লোকের সঙ্গে সে ভাব হবে, আশা করা যায় না। তবুও সময়ে সবই সম্ভবে বুঝ্‌তে হবে।

রমেন্দ্র। তবে আপনার মতে টাকা দেওয়া কি উচিত নয় ?

দুর্গা। তা না দিতে পাল্লেই ভাল হয়।

রমেন্দ্র। কিন্তু আমি যে প্রতিশ্রুত হয়েছি, জ্যোঠা মশাই ?

দুর্গা। তবে দাও। কিন্তু শুধু হাতে দিওনা। কারণ তুমিত আর বিষয়ের ষোল আনার মালিক নও। তোমার দাদার স্বভাব তুমি আজও ভালরূপ জান না।

রমেন্দ্র। কিন্তু জ্যোঠা মশাই, মানুষ মানুষই থাকে। তিনি যতই কঠোর হউন না কেন, আমি যদি নিষ্পাপ হই, তবে সে কঠোরতা একদিন না একদিন নরম হবেই হবে। আমি সাহস করে বল্‌তে পারি, আমার মনের এতদূর বল আছে যে, দাদা আমার কথা শুন্‌লে, আমার মুখের দিকে তাকালে, তাঁ'র কঠিন প্রাণ সরল হয়ে পড়্‌বে। দাদার সে ভয় আমি করিনে। আমি চাই সত্য পালন।

দুর্গা। তবে দাও। কিন্তু শুধু হাতে দিওনা।

রাম। তবে আপনিই বলুন কি দেবো ? ইচ্ছে হয়, আমার বসৎ

বাটী, না হয় ধানের জমী বন্ধক রাখুন। আমার বিষয় সম্পত্তি আর কি আছে, কি দেবো ?

রমেন্দ্র। না, না, তোমায় কিছু দিতে হবে না। জ্যেঠা মশাই, আপনি একবার অনুমতি করুন না ?

দুর্গা। কি বলব বাবা, আমি যে তোমার দাদাকে ভয় করি !

রমেন্দ্র। সে ভয় আমার। সে বিষয় আপনাকে ভাবতে হবে না। এই নিন্, এখানে একটা সই দিন। (দলিল প্রদান।)

দুর্গা। (দলিল পাঠ করিয়া) আচ্ছা, দাও তবে। কিন্তু দেখ রাম, শুধু হাতে টাকাটা নিচ্চ, যত শীগ্‌গির পার, শোধ করে দিও। দেখো বাবা, শেষকালে এ বৃদ্ধকে নিয়ে টানাটানি না হয়। (সহিকরণ ও প্রত্যর্পণ)

রমেন্দ্র। (টাকা রামের হাতে প্রদান) এই লও, তোমার আড়াইশ টাকা।

(জীবনের প্রবেশ।)

জীবন। একি ছোট বাবু ? সব লুট ! আপনি কার হুকুমে টাকা দিচ্চেন ?

রমেন্দ্র। ঠিক হয়েছত রাম ? ভাল করে গুণে নাও। (দলিল হস্তে)

রাম। (টাকা গুণিয়া) আজ্ঞে হাঁ ঠিক হয়েছে।

জীবন। (রমেন্দ্রের হাত হইতে দলিল কাড়িয়া লওয়া)

রমেন্দ্র। (পুনঃ কাড়িয়া লওয়া) খবদ্দার, জুয়োচ্চোর ! ফের্ কথা কইবি ত অপমান করে ঘাড় ধরে বার করে দেবো। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাক্। তোর ইয়ার যখন আস্‌বে, তখন তাঁর সঙ্গে ইয়ারকি করিস্। রাম, এখন তুমি বাড়ী যাও। বের পর একবার আমার সঙ্গে দেখা করো।

রাম। যে আজ্ঞে। (সকলকে নমস্কার পূর্ব্বক প্রস্থান।)

জীবন। (স্বগত) আচ্ছা, টের পাবে'খন। (অন্যদিকে প্রস্থান।)

দুর্গা। কাজটা বড় ভাল হল না বলেই বোধ হচ্চে রমেন।

রমেন্দ্র। তা যা হয় হবে জ্যেঠা মশাই। দাদা যদি আমার কথাই না শোনেন, তবে বল্‌ব—এই টাকা আমার নামে খরচ লিখে নাও। এ বিষয় সম্পত্তি তো আর দাদার একার নয়।

দুর্গা। তা বাবা, তোমাদের সংসারে যে শনি ঠাকুর আশ্রয় করেছেন, ওকি আর সহজে ছাড়বে মনে করেছ? তা যাই কর বাবা, বুঝে শুঝে করো। আচ্ছা, তবে আমি এখন আসি বাবা?

রমেন্দ্র। চলুন জ্যেঠা মশাই, আমিও একবার আপনার সঙ্গে বাইরে যাব। (দুর্গা প্রসাদ ও রমেন্দ্রের প্রস্থান।)

রামলাল। (স্বগত) এহি ব্যাটা জীব্‌নে শ্যালা বড়ই দুশমন আছে! শ্যালা সব কাম্‌মেই গোলমাল লাগাতা হ্যায়। হারে যো হোগা সো হোগা; বিনা ভগবান্‌, কৈ নেহি মারনে সকে গা!

(লক্ষ্মীময়ীর প্রবেশ।)

লক্ষ্মী। মিথ্যা কথা রামলাল! এ সংসারে ভগবানের কোনই হাত নেই! অধর্ম্মেরই জয়!

রাম। হারে কেঁউ? লক্ষ্মী-মায়ী! তোম্‌ কাঁহাছে আওতা হ্যায়? তোম্‌ হামার সব বাত্‌মে উল্টা সম্‌জাতে হায় কাহে?

লক্ষ্মী। উল্টে নয় রামলাল, ঠিকই বল্‌ছি। যদি তা না হবে, তবে দিনে তারা ফোটে কেন বল দেখি? সাধুর দুর্গতি হয় কেন? দরিদ্রের ঘরে নাচাইতেই অত্যধিক সন্তান জন্মে, কেন? আবার কেউ এক মুষ্টি অন্নের জন্য সারাদিন কেঁদে কেঁদে বেড়ায়, আর একজন সুমিষ্ট খাদ্যে উদর পূর্ণ ক'রে, পাতের নানা রকম উত্তম উত্তম খাবার ফেলে দেয়, আবার সেই ফেলে দেওয়া ধূলা কাদা মাখা উচ্ছিষ্টে কত লোকের পেটের জ্বালা নিবারণ হয়! ইহা বিধিতার কি বিচিত্র

নয় ? আবার দেখ, কেউ বা দেব তুল্য স্বামী পরিত্যাগ ক'রে, বেশ্যা বৃত্তি অবলম্বন করে, কত পিশাচের কাছে দেহ বিক্রয় ক'রে নারীকুলে কলঙ্কিত কর্‌ছে ; আবার কত নর-পিশাচও স্বর্গের দেবী-প্রতিমা পরম রূপবতী সতীকে পরিত্যাগ ক'রে, পরস্ত্রীতে মজিয়া সতীর সর্ব্বনাশ কচ্ছে ! এ বিধির কেমন বিধান রামলাল ? নাড়ী ছেড়া ধন কোলে ক'রে জননী শুয়ে থাকে, আবার সকালে উঠে দেখে,—সেধন আর নাই ! এ কেমন বিধির সুবিচার রামলাল ?

রাম। হারে লক্ষ্মী ! তুহার মিঠা মিঠা সাধু বুলি হামি শুন্‌তে বড়া ভাল বাসে। লক্ষ্মীময়ী, ভগবান কা কিছু কসুর নেহি। হাম্ লোক সব আপ্‌না আপ্‌না কর্ম্মফল ভোগ কর্‌তে হুঁ। যেয়সা কর্ম্ম, তেয়সা ফল ! অমৃত্ বৃক্ষ্‌মে আম্‌লী নেহি হোনে সক্তা হ্যায় !

লক্ষ্মী। কিন্তু মৃণালে কণ্টক আছে ! চাঁদেও কলঙ্ক আছে ! আবার গোবরেও পদ্মফুল ফোটে !

রাম। তা ঠিক্ হ্যায়। লোকেন সবই নসীব ! (কপালে হাত স্থাপন।) দেখ্ লক্ষ্মীময়ী, যদি নসীবমে রহে তো তুহার মত—

লক্ষ্মী। রামলাল ! পাগলের মত বকো না। তুমি হিন্দুস্থানী, আর আমি বাঙ্গালী, তোমাতে আমাতে বিবাহ অসম্ভব !

রাম। লক্ষ্মী, তুই বড়ি কঠিন পাষাণ ! তুহার পরাণে প্রেম নেহি হ্যায় !

লক্ষ্মী। তা আছে। কিন্তু তুমি পুরুষ হয়ে এত উতলা কেন হচ্চ ? সময় না হলে সময়ের ফল হয় না। অসময়ের ফল বিস্বাদ হয়।

রাম। হামি বুঝেছে, তুই বড়ি দুষ্ট আছে। (হাত ধরিয়া) হাঁ লক্ষ্মী তুই হামার হোবে না ?

লক্ষ্মী। হব। এই কাগজখানা পড়ে দেখত ? (কাগজ প্রদান।)

রাম। (পাঠ করিয়া) লক্ষ্মী ! তুই হামার সেই লক্ষ্মী ?

লক্ষ্মী। তুমিই কি সেই রামলাল? মায়ের কাছে শুনেছি,—রাম লাল নামে আমাদের এক জন স্বজাতি, আমার পিতাকে জমীদারের লড়ায়ের সময় প্রাণপণে রক্ষা করেছিল; কিন্তু অবশেষে শত্রুপক্ষ গোপনে আমার পিতাকে নাকি হত্যা করে। প্রাণ ভয়ে মা আমাকে নিয়ে বাঙ্গলা দেশে পালিয়ে আইসে। দুর্ভাগ্যবশতঃ কয়েক দিন পরে মাও আমাকে ফাঁকি দিয়ে জন্মের মত বিদায় হয়ে গেছেন।

রাম। বল্, বল্, লক্ষ্মী, তার পর কা হুঁয়া? সেত কেত্‌না বরস্ হোগিয়া। হাঁ তখন হামি খুব ছোট।

লক্ষ্মী। তার পর মা ঐ কাগজখানা দিয়ে বল্লেন,—যদি কখনও সেই মহাত্মার সন্ধান পাস্, তবে এই কাগজখানা দিস্, আর তার অনুগত হয়ে থাকিস্।

রাম। (বুকে ধরিয়া) হামার প্রাণের লক্ষ্মী! তুই হামারই। হামিই সেই কমবখ্‌ত রামলাল। তুহারি লাগিই হামি তুহার বাপ্‌কো—

লক্ষ্মী। আর না, বুঝেছি—এ ভগবানেরই ইচ্ছা। তবে—

রাম। লক্ষ্মী, এ কাগজ নেহি হায়,—তুহার নামে আউর হামার নামে একঠো উইল হ্যায়।

লক্ষ্মী। তবে এখন এ উইল কি হবে?

রাম। এ উইল মে তুহার বাপ মাঈকা দশ হাজার রূপেয়া কা সম্পত্তি মিলে গা।

লক্ষ্মী। এ সম্পত্তি কোথায়?

রাম। এলাহাবাদ্‌মে।

লক্ষ্মী। আমিত আর সে খানে র'ব না।

রাম। কুছ্ পরওয়া নেহি। হিঁয়াসেই হাম্ সব ঠিক্ করেগা।

লক্ষ্মী। তবে এস রামলাল, আমরা একবার বড় মায়ের কাছে যাই। তিনি তোমায় ডেকেছেন। আর এসব কথা এখন কাউকে যেন প্রকাশ ক'র না। অন্য সময় সব কথা বল্‌ব।

রাম। লক্ষ্মী—

লক্ষ্মী। তুমি পুরুষ, ধৈর্য্য ধরে থাক। সময়ে সব হবে। একটা গান শোন।

গীত।

(ওগো) তোমরা আমার সোণার খাঁচা ভেঙ্গে দিওনা,
ভাঙ্গ্‌লে পাখী যাবে উড়ে, ধরা দিবে না।
সাধ করে পুষেছি পাখী, দিবা নিশি হৃদে রাখি,
অসময়ে উড়িয়ে দিলে প্রাণ তো বাঁচবে না।
জীবন যৌবন মন, সকলি করেছি দান,
প্রতিদান তার পাইনি এখনও, আর কবে পাব তাও জানিনে,
গণার দিন ফুরিয়ে গেলে কেউত ভবে র'বে না।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।—শস্য ক্ষেত্র।

(মাতলা মাথায় ও খুড়পি হস্তে রাইচরণ, হরিপদ, বলাই ও করিম জমি নিড়াইতেছে।)

হরি। ছাখ্ ভাই, রামাদার বিয়ের আমোদটা যত না হোক্, পেট ভরে কিন্তু খেয়ে লিয়েছি।

রাই। ঠিক বুলেছ হরিদা। মুইত এক এক বার দিস্তে দিস্তে নুচি মেরেছি। হাঁ দাদা, বৌ দেখেছ ?—ঠিক যেন পরি—পরি !

বলাই। তোরা বৌ ছাখ্ আর যাই কর্—মোর কিন্তু মোটেই ফুর্ত্তি হয়নি !

করিম। ক্যানে রে ? পরির মত বৌ দেখে বুঝি তোর্ হিংসে হ'ল ? আরে ভাই, মোর জান্টাও দপ্ দপ্ করিতিছে ! ভাই তোরে মুই আর বুলব কি,—মুই ও ঘটক লাগিয়েছি বাবা ! এবার মুই পরিকন্যে বিয়ে না করে ছাড়ব না দেখেলিস্।

রাই। দুর পাগলা ! রামাদা একথা শুন্লি পরে পরাণে দুঃখু কর্বে। আচ্ছা করিম, বল্ দেখি আমোদ পেলি কেমন ?

করিম। না রেয়েদা, মোটেই না !

বলাই। ছাখ্ মুই বুলব কি, যদি খুড় বেঁচে থাকৃত, তবে দেখ্তিস্, কি কত্তুম। খুড়কে ত মুই বুলেইছিনু,—খুড়গো রামদার বিয়ের সময় কলকাতা থেকে বড় বাবুর সেই মায়া মানুষ নাচউলীকে আন্তি হবে

মোর বরাত মন্দ, তাই খুড় পেলিয়ে চলে গেল্! কেমন রেয়েদা তোর মনে আছেত-—"মন লিয়ে প্রাণ পেলিয়ে গেলে ভালত হোবে না।"

রাই। হারে বলাই, সে দুস্কের কথা আর বুলিস্ নে। মোর ছাতি ফেটে যায়! আহা এমন কাকা আর পাব না!

হরি। রেয়েদা, বেলা হতি চল্লো, রামাদা এখনও জল খাবার নিয়ে এলো না ক্যানে বল্ দেখি?

রাই। হারে জানিস্নে ত, নূতন মাগ পেয়েছে, তাতে আবার অপ্সরা! এখন কি আর রামাদার সে দিন আছে? এখন শোবে সন্ধ্যা না হতে, আর উঠ্বে দুপুরে। তা আবার হয়ত কোন্ দিন নাইবা উঠবে!

বলাই। তাই বটে! দু'দিনেই যেন রামাদা ঘোর বাবু হয়ে গ্যাল্! আর হবেইবা না কেনে? এমন মাগ্ ফেলে মুইত ভাই বাড়ী থেকে নড়তুমই না!

করিম। বলি ও রেয়েদা! তোমরা কচ্ছ কি? হাত চালিয়ে আইস। এখনও যে ঢের নিড়ুতে হোবে। রামাদা এসে বুল্বে কি?

রাই। তাইত! গ্যাখ্ ভাই করিম, তুই একটু আস্তে আস্তে নিড়না ক্যানে ভাই?

করিম। তাইত যাচ্চি, তোমরা হাত চেলিয়ে আইস।

বলাই। হারে করিম তোর সেই জয়নাল ফকীরের গানটা গা না ভাই?

করিম। তবে তোমরা মোর পেছনে ধোঁয়া টেনো?

বলাই। আচ্ছা তা হোবি'খন। তুই গা না?

করিম।　　　　গীত।

জয়নাল চাচা গো, হেথা জহর বই আর পানি মেলে না,—
মোর তেষ্টা গেল না।

সকলে। ।—আ-আহা-আ।

করিম। (চাচা গো) আশমান্ খুজলাম,

দরিয়া খুঁজলাম আর খুঁজলাম পাহাড়,

এমন করে ঘুরে ঘুরে মোর জান্ হৈল হয়রান্,

তবু পালাম না।

সকলে।—আ-আহা-আ।

করিম। (চাচা গো) তোমার বাণী না শুইনে,

মুই হারালাম পরাণ;

এমন সময় চাচা গো তুমি রহিলে কোথায়?

দুনিয়ায় মোর আরত কেহ নাই!

সকলে।—আ-আহা-আ।

(মাতলা মাথায়—জলের কলসী ও ঘটী হস্তে—কাপড়ে জল খাবার বাঁধিয়া রামপদের প্রবেশ ও ভূমিতে স্থাপন।)

রাম। হারে করিম, তোর বুঝি বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে, নয়? তা আমার ও আস্‌তে একটু দেরী হয়েছে।

করিম। না রামাদা, ওরা গাইতে বুল্‌লে, তাই গায়ালাম। আর ক্ষিদে যদি বুল্‌লে দাদা, তবে ত মুই ঘড়ি ঘড়িই খাতি পারি! বেশী নয়, দু'মিনিট্ দৌড়ে এলেই এক সের চা'লের ক্ষিদে হোবি'খন।

(ছাতি মাথায় জীবনদাসের প্রবেশ।)

জীবন। এই যে, রামপদ এখানে! একি! তুমি মাত্‌লা মাথায় দিয়েছ? তুমি লেখা পড়া শিখেছ, চাকরী কত্তে ইচ্ছে কল্লে দশ টাকা মাইনে পেতে পার;—তোমার এবেশ সাজে কি?

রাম। আজ্ঞে ও কথা আমায় বলবেন না। এইটি আমার কর্ত্তব্য ও পিতার আদেশ। লেখা পড়া শিখিলে ঘরের কাজ কত্তে নেই, এমন

কোন শাস্ত্রে লেখা নাই। নিজের কাজ যতই হীন হোক্, নিজে করাই বিধি। আর চাক্‌রীর কথা যদি বলেন, তবে আমি তাতে সম্পূর্ণ নারাজ,—বড় ঘৃণা করি। যাক্ সে কথার কোনও আবশ্যক নেই। আমার মত ছোট লোকের মুখে এত বড় কথা সাজে না। মহা সমুদ্রের তরঙ্গের মধ্যে আমি একটা ক্ষুদ্র ঢিল মেরে আর কি করব! (রাইচরণের প্রতি) রেয়েদা, একবার তামাক খাও না?

জীবন। রামপদ, তোমার লেখা পড়া সার্থক। ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন,—তুমি সুখী হও।

(রাইচরণ কর্ত্তৃক তামাক সাজা)

জীবন। কিরে রেয়ে! তোর বাড়ীর খাজনা যে ছ'মাস থেকে বাকী পড়ে আছে? বিষয় কি? একি আর মগের মুল্লুক পেয়েছিস্ নাকি? তা হবে না, আজ খাজনা না দিলে তোমায় ছাড়ব না।

রাই। (জীবনের হাতে হুকা দিয়া) আজ্ঞে মুশাই, মুইত আর সে বাড়ীতে বসত করিনা?

জীবন। ও সব বদ্‌মাইসী খাটবে না। এখন টাকা দিবি কি না বল্?

রাম। বেশত, যদি দেনা থাকে, তবে দিতে হবে বই কি। তা এখন দিবে কি করে মশায়, বরং অন্য সময় দিয়ে আসবে'খন।

জীবন। সে সব হবে না রামপদ। মাসে মাসে খাজনা দেবার কথা, তা আজ ছ'মাস হয়ে গেল, একটা পয়সাও দিচ্চে না। জান ত, এ ব্যাটা ভারি পাজি।

রাই। মুশাই, মুখ সামলিয়ে কথা বুলবে। ট্যাকা পাবেত নালিশ করনা ক্যানে? এখানে এইছ ক্যানে?

জীবন। কি ব্যাটা হারাম জাদা! এখানে এসেছি কেন? তবে রে ছুঁচ, জাননা আমি কে? এখনি জুতিয়ে লম্বা করব!

করিম। আয়ত বলাইদা, সুমুন্দিকে একবার শিখিয়ে দি।

(হরি করিম ও বলাইর অগ্রসর)

রাই। ও মুশাই, অমন জুতা সবারি আছে। ও জুতা তোমার মুখেই থাকবে।

জীবন। কি, এত বড় কথা? আমায় জুত! (কোমর বাঁধিয়া) তবে আয় ব্যাটা জন্মের মত তোকে শিখিয়ে দি।

রাম। আহা জীবন বাবু, করেন কি? আপনি থামুন, ওরা ছোট লোক, ওদের কথা ছেড়ে দিন্।

জীবন। না রাম, তুমি জান না, ও ব্যাটাদের উচিত শিক্ষা না দিলে পেয়ে বস্‌বে। ব্যাটা বলে কিনা আমায় জুত! এ্যাঁ এত বড় কথা? দেখিত ব্যাটার ক'জোড়া জুত আছে।

করিম। লেগে যাও রেয়েদা?

রাই। তা তোমার চেয়ে ঢের বেশী আছে মুশাই।

জীবন। কি ব্যাটা যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা! (রাইচরণকে প্রহার) আমার সঙ্গে বদমাইসী?

করিম, বলাই, হরি। তবে রে সুমুন্দির পো সুমুন্দি, (জীবনকে প্রহার ও ভূমিশায়ী করণ) তোমার যম বাবারা এখানে আছে তা বুঝি জান না?

জীবন। ওরে বাবা রে, মেরে ফেল্‌লে রে!

রাম। (উভয়কে ক্ষান্ত করণ) ও করিম, ও বলাই, ছিঃ ছিঃ কচ্চিস্ কি? ছেড়ে-দে—ছেড়ে-দে? দুরহ গরু! (জীবনকে উঠাইরা) আহা বড্ড লেগেছে! কি করব জীবন বাবু, সব চাষা গোঁয়ার নিয়ে কাজ! মাপ করুন—জীবন বাবু আপনার পায়ে পড়ি।

জীবন। কি! মাপ? তা এখনি টের পাবে'খন। যদি আমার নাম জীবন দাস হয়, তবে এর প্রতি শোধ নোব-নোব-নোব। [প্রস্থান।

রাম। তাইত, এখন উপায় ?

হরি। কি ভাবছ রামাদা? ঠিক কাজ হয়েছে। যেমন খাসী তেম্‌নই খাঁড়া!

করিম। রামাদার বিদ্যে বুদ্ধি কিছু নেই—কিছু নেই; পেটে আছে কতকগুলি নাড়া আর মাথায় আছে বোঝা খানেক ছাই ভস্ম! হারে জীব্‌নে শালার যদি নাজ নজ্জা থাকে তবে কি আর বুলবে যে মার খেয়েছে —।

বলাই। ঠিক্ বুলেছিস্ করিম। বড় বাবু যদি একথা শুনে, তবেত সুমুন্দিকে এখনি জবাব দিবে।

করিম। সুমুন্দিকে আরও দু'ঘা দিতে পাল্লাম না এই দুস্‌খু!

রাম। আচ্ছা যা—যা, তোদের আর বাহাদুরী কত্তে হবে না। এখন বাড়ী চল। আজ বরাতে যে কি আছে, তা ভগবানই জানেন।

[কলসী, ঘটী প্রভৃতি সহ সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

—*—

(ব্রজেন্দ্রের অন্দর মহালের সম্মুখ; লক্ষ্মী ও রাধারাণীর প্রবেশ।)

লক্ষ্মী। তবে এখন কি করবে দিদিমণি? সইকে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দাওনা ?

রাধা। তাইত ভাবছি, কি করব। ঠাকুরপোকেও ত একবার জিজ্ঞেস কত্তে হবে।

লক্ষ্মী। না, তাকে আর জিজ্ঞেস কত্তে হবে না। সে তোমার মতেই মত। রমেন বাবু তোমাকে মায়ের মত মান্য করে।

রাধা। তা ত জানি। কিন্তু এখন বৌকে পাঠাব কি করে—এ যে ন'মাস। আমার সংসারে আজ পর্য্যন্ত কোনও উৎসব হয়নি; তা ভগবান যদিও একটা শুভলক্ষণ দেখিয়েছেন, তার একটা আমোদ প্রমোদ ত হওয়া চাই,—দশ জনকে খাওয়ান দাওয়ান ত উচিত। প্রতিবাসী আত্মীয় স্বজন সকলেই মনে মনে একটা আশাও করে রয়েছেত? আমার সংসারে দশটা পাঁচটা নেই যে, এবার না হয় আর একবার দেখা যাবে। তা আমার মনেও ত শান্তি হবে না। আবার অন্য দিকে দেখ্‌তে গেলে না পাঠালেও ভাল দেখায় না। বাপ মাও ত আশা করে রয়েছে। ঈশ্বর না করুন, যদি ভাল মন্দ কিছু হয়, তবে আমাকেই দশ কথা শুনতে হবে,—চির কালের জন্য একটা অপযশ থাকবে। কি জানি, বড় লোকের মেয়ে! তবে সেখানে গেলে একটা নির্ভাবনা হয়, না লক্ষ্মী? তুই কি বলিস্?

লক্ষ্মী। আমারও তাই ইচ্ছে। কিন্তু সাধটা আমার মতে এখানেই হোক্। তা হ'লে তোমারও মনে অনেকটা শান্তি হবে।

রাধা। ঠিক বলেছিস্ লক্ষ্মী,—তুই আমায় মনের কথাই বলেছিস্। এ সংসারে এসে অবধি কোনও শুভ কর্ম্ম এ হাতে করিনি। আজ এই উপলক্ষে কিছু সদ্‌ব্যয় করে দশ জনকে খাইয়ে দায়িয়ে প্রাণের আশাটা কতক পূর্ণ করা যাক্। লক্ষ্মী, তুই একবার রমেনকে ডেকে নিয়ে আয় ত?

লক্ষ্মী। আচ্ছা যাচ্চি। [প্রস্থান।

(শৈলবালার প্রবেশ।)

শৈল। (রাধার পায়ের ধূল লইয়া) দিদি! তুমি আমায় বাপের বাড়ী পাঠাচ্চ? কেন? আমি কি এদ্দিনে তোমাদের চোখের বালি হলুম! তুমি যাই কর দিদি, আমি তোমায় ছেড়ে থাক্‌তে পার্‌ব না।

রাধা। (শৈলকে বুকে ধরিয়া) ছিঃ, বোনটি আমার, কাঁদতে নেই। আমি তো আর তোমা ছাড়া নই। আর আমারইবা কে আছে ? তোমাকে নিয়ে থাকব সেটা কি আমার সাধ নয় ? তবে কি জান শৈল, তুমি ছেলে মানুষ, সব কথা বুঝবে না। তোমার মা যখন লোক পাঠিয়েছেন, তখন তোমার সেখানে যাওয়াই উচিত। তা না হ'লে তিনি মনে দুঃখ করবেন। মা বাপের মনে দুঃখ দিতে নেই। তাই বল্‌ছি, এখন যাও, আবার দু'মাস বাদেই তোমাকে আনাব।

শৈল। দিদি! শ্বশুরের কুঁড়ে বাস করা আর তোমার মত দিদির যত্নে থাকা, আবার স্বর্গ সুখ। তোমার পায়ে পড়ি দিদি, আমায় পাঠিও না। আমায় পাঠালে আমি ভেবে ভেবেই মরে যাব।

রাধা। ষাঠ্, ষাঠ্, বালাই ! এমন কথা মুখে আন্‌তে নেই। শৈল ! তোকে নিয়ে আমোদ করা, সুখে থাকা, আমারও যেমন সাধ, তোর মা বাপেরও তেম্‌নি সাধ। তবে তাঁ'দের মনে কষ্ট দেওয়া কি তোর উচিত ? ঈশ্বর বাঁচিয়ে রাখলে সব আশাই মিটবে। আর মিছে ভাবিস্‌নে। আমি রোজ তোর খবর নেব'খন।

(রমেন্দ্রের প্রবেশ।)

রমেন্দ্র। বৌদি, আপনি আমায় ডেকেছেন ?

রাধা। হাঁ। শৈলকে নিয়ে যাবার জন্য তা'র মা লোক পাঠিয়েছেন, তা পাঠাবার কি ?

রমেন্দ্র। সে কথা আমায় জিজ্ঞাসা কেন ? সংসারের ভার আপনার হাতে। আপনি আমার মাতৃস্থানীয়া। আমি শৈশবে মাতৃহারা হয়ে আপনার স্নেহে ও যত্নে এ দেহ পুষ্ট করেছি। জন্মে অবধি মাকে ভাল করে চিনিনি। আপনার স্নেহেই মায়ের কথা ভুলেছি। আমি জানি— আপনিই আমার মা। ভাল মন্দ যা হয়, তা আপনিই করবেন।

রাধা। রমেন! আমিও জানি, তুমি ধীর, শান্ত ও চরিত্রবান্। আমি নিঃসন্তান হয়েও তোমায় পেয়ে সে কথা ভুলেছি,—মনেও করি না। তোমার সুমিষ্ট সম্ভাষণ আমার প্রাণকে যখন তখনই পুলকিত করে। আমি আনন্দ সাগরে ভাস্‌তে থাকি। তোমায় ডাকলে পরে তুমি কত সঙ্কোচ ভাবে কাছে এসে দাঁড়াও। কেমন ভক্তি ভাবে হেঁট মাথায় কথাকও; আমিও যেন আত্মহারা হয়ে যাই! রমেন! এক মুখে তোমায় বল্‌তে পারি,—তোমার মত সাধু ব্যক্তিকে আমি দেবররূপে পেয়েছি, এ আমার পূর্ব্ব জন্মের পুণ্য ফল। লক্ষ্মণ দেবর বলে গর্ব্ব করে আমি সংসারে হেসে খেলে বেড়াই। যাক্ সে কথা, ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন। আমার ইচ্ছে,—শৈলর সাধটা এখানে দিয়ে, পরে তা'র মায়ের কাছে পাঠাব। তুমি হাট বাজার করতে লোক পাঠাও। আর যা'কে যা'কে নিমন্ত্রণ কর্‌তে হয়, তা আমি বলে দেবো'খন। তুমি লোক জন পাঠিয়ে সব ঠিক করে ফেল। আর তোমার দাদাকেও আনবার চেষ্টা কর। আমি এখন চল্লুম।

[প্রস্থান।

রমেন্দ্র। শৈল! বহু পুণ্য ফলে মাতৃতুল্যা এমন স্নেহশীলা বৌদিদি পেয়েছি। কিন্তু দাদা তা বুঝলেন না। এমন সোণার প্রতিমাকে পায়ে ঠেলে রেখেছেন!

শৈল। তা তোমরা সব করতে পার। পুরুষ কি কঠিন!

রমেন্দ্র। সবাইতো আর সমান নয়! আর তাই যদি বল, তবে তোমরাও ত আর কম নও!

শৈল। কেন? কিসে?

রমেন্দ্র। কেন? কিসে নয়? এইতো ধর, তুমি এ সময় বাপের বাড়ী যাচ্চ। এমন কত মেয়ে মানুষই যায়। বাপের বাড়ীর নাম শুনলে

তা'রা হাওয়ার আগে ছুটে যায়! স্বামীর মতামতের জন্য আর ক'জন অপেক্ষা করে বল ত?

শৈল। সে কথা আর যাকে হয় বল্‌তে পার। কিন্তু আমার পক্ষে তা নয়। বেশ, আমি যাব না। আমিতো যেতেই চাইনে। তোমরাইতো আমায় জোর করে পাঠাচ্চ।

রমেন্দ্র। (শৈলর হাত ধরিয়া) শৈল!—

শৈল। প্রাণেশ্বর! আমি সবই বুঝি, কিন্তু কি করব? দিদিকে কত বল্লুম। কত পায়ে ধরে কাঁদলুম, কিন্তু তিনি তা শুনলেন না।

রমেন্দ্র। না শৈল, বৌদি যা বল্লেন, তাই কর; তাঁর কথা অমান্য ক'র না। না গেলে তোমার মায়ের মনেও কষ্ট হবে। বেশী কি, দু'মাস ত? তা দেখ্‌তে দেখ্‌তেই দু'মাস কেটে যাবে'খন। কিন্তু খুব সাবধানে থেকো আর রোজ একখানা করে চিঠি দিও।

শৈল। দেবো। কিন্তু বল্‌তে কি, আমার যেতে মন আদৌ সরছে না। কেমন বাঁধ বাঁধ ঠেক্‌ছে। কাল রাত্তিরেও আমি একটা কুস্বপ্ন দেখেছি। আকাশ থেকে যেন একটা বিকট দস্যু নেবে এসে তোমায় টেনে নিয়ে যাচ্চে, আমিও কাঁদতে কাঁদতে পিছু পিছু যাচ্চি, আর চিৎকার করে বল্‌ছি—ওগো তোমরা আমার স্বামীকে মের না, আমায় মার।' এই বলে যেমন তোমার হাত ধরেছি অম্‌নি দস্যু কোথায় পালিয়ে গেল, আর আমারও ঘুম ভেঙ্গে গেল! গা কাঁপতে লাগল, ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে বিছানায় ছট্‌ফট্ করতে লাগলুম! তুমি ঘুমুচ্চিলে, তাই তোমায় ডাকিনি। তোমার পায়ে পড়ি, তুমি বাড়ী ছেড়ে কোথাও যেওনা, আমার বড্ড ভয় হচ্চে!

রমেন্দ্র। পাগল আর কি! তোমরা স্ত্রীলোক, স্বভাবতই দুর্ব্বল। না না রকম দুশ্চিন্তা কল্লে এমন স্বপ্ন দেখা যায়। স্বপ্ন সবই মিথ্যে। লোকে বলে, আপনার দিয়ে দেখ্‌লে পরের হয়, আর পর দিয়ে দেখ্‌লে আপনার

হয়। ও সব মিছে ভাবনা ভেবনা। লক্ষ্মী যেন তোমার সঙ্গে সর্ব্বদাই থাকে।

(লক্ষ্মীর প্রবেশ।)

লক্ষ্মী। রমেন বাবু, তোমায়ও আমাদের সঙ্গে যেতে হবে?

রমেন্দ্র। কেন?

লক্ষ্মী। তা' না হ'লে আমার সই একা যাবে না।

রমেন্দ্র। লক্ষ্মী! এ সংসারে একা কেউ নেই। তা ছাড়া তুমিইত সঙ্গে রয়েছ।

লক্ষ্মী। তা তো রয়েছি। কিন্তু তোমার কাজ ত আর আমার দ্বারা হবে না? চিরদিন যে সাগর-জলে ভেসে বেড়ায়, তার কি আর নদী খালে পোষায়? আর যদি তাই হবে, তবে সুখসাগরে এসে পড়ব কেন? দেশে কি আর বর ছিল না?

রমেন্দ্র। কেন, আমি কি ইন্দ্রদেব নাকি?

লক্ষ্মী। শুধু তাই নয়,—তুমি দেবের দেব!

রমেন্দ্র। যাও, যাও, মিছে বকো না। দেখ লক্ষ্মী, আমি কিন্তু তোমার ভরসায় ছেড়ে দিচ্চি। মনে রেখ, আমার জিনিষ আবার আমায় ফিরিয়ে এনে দিতে হবে।

শৈল। তা বেশ, কিন্তু আমার জিনিষ ফিরিয়ে এনে দেবে কে?

রমেন্দ্র। কেন, (উর্দ্ধে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া) ভগবান।

লক্ষ্মী। তোমার বেলায় ভগবান্, আর আমার সইএর বেলায় আমি!! বেশ মজা!! নয়?

রমেন্দ্র। নিশ্চয়। আমার শৈলকে রক্ষা করবার জন্যইত ভগবান তোমায় পাঠিয়েছেন, তা না হলে এমন হরি হর আত্মার মিলন হবে কেন?

লক্ষ্মী। সব সময়েই তোমার ঐ এক কথা! আমি গরিব, অনাথা। তোমাদের অন্ন বস্ত্রে ও যত্নে আমি পালিত। বল দেখি, আমি তোমাদের কি কর্‌তে পারি?

শৈল। (লক্ষ্মীকে বুকে ধরিয়া) লক্ষ্মী—সই আমার——

লক্ষ্মী। পাগল! ছিঃ, এমন উতলা হয়ো না। ভয় কি, আমিই ত রয়েছি। চল, আমি তোমাদের পাড়া বেড়িয়ে কত কি নিয়ে আস্‌ব'খন। রমেন বাবু চলুন, আমরা এখন ঘরে যাই!

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

—*—

রামপদের বাড়ীর সম্মুখের ডোবা ; জলে অন্নপূর্ণা বাসন মাজিতেছে।

(লক্ষ্মীর প্রবেশ।)

লক্ষ্মী। (স্বগত) বেশ ত! এ বাড়ীখানা কার? ধানের মড়াই রয়েছে, গোলা রয়েছে, গোয়াল-ঘরও রয়েছে, আবার একখানা পাকা ঘরও দেখ্‌তে পাচ্চি। বোধ হয় কোনও বড় গেরস্তর বাড়ী হবে। ওমা, এ আবার কে! বাঃ বেশ সুন্দর বৌটি ত! বাবা, কতগুল বাসন! হবেইত—বড় গেরস্ত কি না! তবে এর হাতে রূপর চুড়ি কেন? চাষা কিনা। তা চাষার ঘরে এমন সুন্দরী বউ! যাক্, একবার না হয় বৌটির সঙ্গে দু'ট কথাই কয়ে যাই। (অগ্রসর হইয়া) হাঁগা, তুমি কা'দের গা? তোমাদের কোন্ বাড়ী গা?

অন্ন। (ঘোমটা টানিয়া নিরুত্তর।)

। হাঁগা, তুমি কি আমার সঙ্গে কথা কইবে না? আমি যে তোমাদের বাবুদের বাড়ীর ছোট ব'য়ের সই। তা এত লজ্জা কেন ভাই? আর যদি কথাই না কও, তবে ভাই আমি চল্লুম।

অন্ন। না—না, যাবে কেনে? আইস মোদের বাড়ী চল! এখানে ত বস্‌বার ঠাঁই দিতে পারব না, তাই নজ্জায় কথা কই নি। (দাঁড়াইয়া) চল মোদের বাড়ী চল।

লক্ষ্মী। আচ্ছা, তা যাব'খন। কিন্তু ভাই তোমার মিষ্টি কথা শুনে আমার মন্‌টা যেন কেমন কচ্ছে। ইচ্ছে হয় তোমার সঙ্গে সই পাতাই, কেমন ভাই, তুমি আমার সই হবে ত?

অন্ন। সে কি কথা ভাই! তোমরা বড়নোক,—আমরা চাষা। মিছে ঠাট্টা কর কেনে ভাই! তারপর আবার ভয়ও হয়। নোকে কথায় বলে—
"বড়র পিরীতি বালির বাঁধ, ক্ষণেকে হাতে দড়ি ক্ষণেকে চাঁদ।"

লক্ষ্মী। বেশ জব্দ করেছ ভাই। এমন মিষ্টি জুত আমার জীবনে এই প্রথম সাইৎ হ'ল! ভাই, বড়লোকের বাড়ী থাক্‌লেই যদি বড় লোক হয়, তবে আর তাঁদের বাড়ী চাকর ব'লে কেউ থাকৃত না—সবাই বড়লোক হ'ত। বড় লোকের বাড়ী থাকার সোয়াদ তো আর তুমি বুঝবে না। পাপের প্রায়শ্চিত্ত ভিন্ন বড়লোকের বাড়ী বড় কেউ চাকরী কর্‌তে যায় না। তাই লোকে কথায় বলে—বড় লোকের চাকরী বড় শক্ত,—খাওয়াবে তপ্ত—হাগাবে রক্ত! যাক্ সে কথা, তুমি আমার সই হবে কিনা বল।

অন্ন। আচ্ছা তা বেশত, এখানে ওসব কথা কেনে? আগে চল, আমাদের বাড়ী চল?

লক্ষ্মী। না, তা হবে না। তুমি আগে স্বীকার না কল্লে আমি তোমাদের াঁও যাব না।

অন্ন। মোর ত একজন উপরওয়ালা আছে, তাকে জিজ্ঞেস কত্তে হবি ত। তোমারও ত ভাই একজন——

লক্ষ্মী। না ভাই, রক্ষে কর! আমার সোয়ামী টোয়ামী কেউ নেই। আমি ওসব পরাধীন ভাল বাসিনে।

অন্ন। সে কি! তোমার আজও বিয়ে হয়নি? তোমার মা বাপ কি—

লক্ষ্মী (অন্নর গলা ধরিয়া) সই, আমি বড় দুঃখিনী! এ সংসারে আমার আপনার আর কেউ নেই! বল্‌তে কি, তোমায় দেখেই যেন আমি আত্মহারা হয়েছি। বল সই, তুমি আমায় ফেল্‌বে না?

অন্ন। সে কি ভাই, তুমি কাঁদছ কেনে? চল, মোদের বাড়ী চল, আজ আর তোমায় যাতি দেবো না।

লক্ষ্মী। আচ্ছা সই, তোমার সোয়ামীর নাম কি ভাই?

অন্ন। ছিঃ, তাকি বুল্‌তে আছে—পাপ হয় যে!

লক্ষ্মী। পাপ হয়? যাঁর পূজায় ভগবান সন্তুষ্ট, তেমন দেবতার নাম ক'ল্লে পাপ হয়? যদি সোয়ামীর নামই না কর্‌বে তো কর্‌বে কার নাম? সই, আমি বল্‌ছি—তুমি তোমার সোয়ামীর নাম রোজ সহস্রবার জপ কর্‌বে। বল তোমার সোয়ামীর নাম কি?

অন্ন। অচ্ছা বুল্‌ছি,—এই যে সীতাদেবীর সোয়ামীর নাম—আর তাঁর পা, এই দুই এক সাথে বুল্লে যা' হয় তাই।

লক্ষ্মী। রাম চরণ?

অন্ন। না না। পায়ের আর এক নাম কি, তাই বল না।

লক্ষ্মী। তবে, রামপদ?

অন্ন। (মাথা নাড়িয়া) হুঁ।

লক্ষ্মী। তবু তুমি নাম কল্লে না! এমন দুর্ল্লভ নাম যে না করে, সে বড়ই অভাগিনী! বল, বল, রাম নাম বল! জান না, রাম নামে কোনও

বিপদ থাকে না। রাম নামে কত শত পাপী উদ্ধার হ'য়েছে। এমন নাম আর ভু'ল না। (স্বগত) রামপা ? কোন্ রামপদ ? যা'র কথা রামলাল সেদিন বল্‌ছিল—সেই রামপদ! তবে ত ভালই হ'ল। (অন্নের প্রতি) না ভাই, আমি তোমাদের বাড়ী যাব না। তোমার সোয়ামী দেখলে হয়তো আমাকে নিন্দে কর্‌বে।

(কান্তে হাতে রামপদ অন্তরালে।)

অন্ন। না না, সে কি! তুমি যে মোর সই। আইস বাড়ী চল।

(অগ্রসর।)

(রামপদের প্রবেশ।)

রাম। করিম! আমার লাঠী গাছটা দে ত! বেটীর মাথাটা দো-ফাঁক্ ক'রে দিই! বেটী পাড়াগাঁয়ের ঝি বৌ বার্‌ক'রে নিতে এসেছে, নয়? বেটীর আস্পর্দ্ধাও ত কম নয়!

(লাঠী হস্তে করিমের প্রবেশ।)

করিম। এই নাও দাদা, বেটীকে আচ্ছা ক'রে শিখিয়ে দাওত। বেটী মোর বৌদিকে ভুলিয়ে নিতে এসেছে! কি! এত বড় আস্পর্দ্ধা! (লাঠী উত্তোলন।)

অন্ন। (বাধা দিয়া) ছিঃ ছিঃ! ও কি কচ্চ করিম! এযে মোর সই,—বাবুদের বাড়ীর ছোট ব'য়ের সই! ছিঃ ছিঃ! তোমরা আজ মোরে এত অপমান ক'ল্লে?

রাম। অন্ন! তুমি জাননা, এম্‌নি ক'রে সেদিন ওপাড়ার একটি বৌকে বা'র ক'রে নিয়ে গেছে!

অন্ন। বেশ ত, যদি তাই তোমার সন্দ হ'য়েছিল, তবে ওত আর এখনি যাচ্চে না চ'লে। বেশ করে জেনে শুনে যা' হয় করতি পার্‌তে। চল সই বাড়ী চল!

লক্ষ্মী। না সই, আমি আর যাব না ; আমার ভয় হচ্চে, গাঁ কাঁপছে! এমন ডাকাত সোয়ামী তোমার? আমি চল্লুম ভাই। (গমনোদ্যত।)

অন্ন। (বাধাদিয়া) সই! তোমার পায়ে পড়ি মোর বাড়ী চল। মোর সোয়ামীর অপরাধ ক্ষেমা কর সই!

লক্ষ্মী। বহুমূল্য মুক্তার হার যেমন বাঁদরের গলায় শোভা পায় না, তেমনি এ সোয়ামীও তোমার——

অন্ন। সই! তোমার পায়ে পড়ি, ওকথা মুখে এননা—আমার সোয়ামীর নিন্দে ক'র না।

করিম। কি, মাগীর এত বড় কথা! রামাদা? তোমার অপমান।

রাম। চুপ্ কর করিম! (স্বগত) তাই ত, এ তবে কে? এই কি তবে সেই মেয়েমানুষ,—যা'র কথা রামলাল সে দিন বলেছিল? (অন্নর প্রতি) অন্ন, ঠিক ক'রে বল, এ কে?

(রামলালের প্রবেশ।)

রামলাল। হারে কেও? রামপদ ভায়া যে! হারে এ কোন্ হ্যায়? লক্ষ্মীময়ী! কাহা যাতা হায় হো?

লক্ষ্মী। এ পাড়া বেড়াতে এসেছি। এসে বেশ জব্দও হয়েছি।

রামলাল। কাহে?

লক্ষ্মী। দেখ্‌তে পচ্চনা, কীচক বধের কেমন আয়োজন।

রামলাল। হারে ভাইয়া রামপদ,—এ ক্যায়া হ্যায়?

রামপদ। সিংজী, মাপ কর ভাই। এস বাড়ী চল, সব তোমায় বল্‌ব'থন। অন্ন, তুমিও তোমার সইকে যত্ন করে বাড়ী নিয়ে চল। আর ঐ সঙ্গে আমার অপরাধের প্রায়শ্চিত্তটাও করে নিও।

রামলাল। হামি সব বুঝেছি।

রামপদ। চল সিংজী বাড়ী চল। লক্ষ্মী, আমার বুদ্ধি-ভ্রমের অপরাধটা ক্ষমা করিও। আর দয়া করে তোমার সই'র সাথে একবার গরিবের বাড়ীতে পায়ের ধূলটা দিও।

লক্ষ্মী। এখানে বুঝি লাঠী মারাটা স্থবিধে হল না? তাই ঘরে নিয়ে বেঁধে মারবে! নয়?

রামপদ। হাঁ, বাঁধব বই কি? এমন বাঁধন বাঁধব যেন জন্মজন্মান্তরেও না ছিঁড়ে, বুঝতে পাচ্চত? এস সিংজী।

[রামলালকে নিয়ে করিমের প্রস্থান।

অন্ন। সই, তবে চল মোরাও যাই।

লক্ষ্মী। তা-তো যাব, কিন্তু তুমি আমাদের বাড়ী যাবে ত?

অন্ন। না ভাই, তাও কি কখন হতি পারে? মোরা কি আর বড় নোকের বাড়ী যাতি পারি?

লক্ষ্মী। কেন? গরিব বলে? গরিব গরিবের মতই যাবে, তাতে দোষ কি? আমার সই তেমন লোক নয়। তোমায় দেখলে সে কত খুসী হবে, হয়ত তোমায় আস্তেই দেবে না।

অন্ন। আচ্ছা, তবে একবার জিজ্ঞেস কর্তি হবে ত?

লক্ষ্মী। কা'কে?

অন্ন। ঐ যে তেনাকে।

লক্ষ্মী। তোমার সোয়ামীকে ত?

অন্ন। হাঁ, তেনার মত নিয়ে তবে ত যাব।

লক্ষ্মী। তবু তা'র নাম কল্লে না! (স্বগত) কি পরাধীনতা! খেতে শুতে, উঠতে বসতে, তা'র হুকুম চাই! কেন? নিজের কি আর বিবেক বুদ্ধি নাই? এই জন্যই ত বে করতে চাইনে (অন্নর প্রতি) আচ্ছা তাঁ'র হুকুম নিও'খন। হাঁ সই, তোমার কি গওনা নেই? ভাল কাপড়ও নেই?

অন্ন। তা তোমাদের মা বাপের আশীর্ব্বেদে আছে সবই। তবে পাড়ার পাঁচজনে যেমন চলে, মোরেও তেমনি চল্‌তি হয়। আর ধর হাতের শাঁখা আর নোয়া, সীঁতের সিঁদুর আর লালপেড়ে শাড়ী থাকলিই মোদের সব।

লক্ষ্মী। নিশ্চয়। হিন্দু রমণীর তার চেয়ে আর কি আকাঙ্ক্ষা থাক্‌তে পারে! এতেই আমাদের স্বর্গ-সুখ।

অন্ন। কলকাতার ঝি বৌর মত সেজেগুজে থাকা কি আর মোদের পোষায়? তা'রা হয়ত বই পড়ে, নয়ত কালে ভদ্রে গোটাকতক পান সাজে, আর খাবার সময় কষ্ট করে হাত নেড়ে খায়! মোরা ভাই পাড়া-গাঁয়ের নোক, ভোরে উঠব—বাসন মাজব,—গোয়ালঘর ঝাঁট দিব,—রাঁধব, —খাওয়াব,—ধান ভান্‌ব,—ক্ষার কাচব,—আরও কত কি কাজ করতি হয়। এসব ফেলে কি আর সংসেজে থাকতি পারি?

লক্ষ্মী। ভাই ঘরের সতীলক্ষ্মী বল্‌তে তোমরাই আছ। হিন্দুর মান মর্য্যাদা তোমরাই রেখেছ। সই, তুমি কি সুন্দর! তোমার রূপ সুন্দর, গুণও সুন্দর! চল সই বাড়ী চল। বাসনগুলি আমায় দাও,—তুমি এতগুলি পারবে না।

অন্ন। ছিঃ, তুমি ক্যানে নিবে? মুই রোজই এর চেয়েও বেশী বাসন নিয়ে আসি যাই। চল, মুই নিয়ে যাচ্চি। (বাসনগ্রহণ)

লক্ষ্মী। না সই, তা হবে না। আমায় তবে আদ্দেক দাও,—নৈলে আমি যাব না। (অন্নর হাত হইতে কতক বাসন গ্রহণ।)

অন্ন। ওমা, ছিঃ ছিঃ ছিঃ! নোকে যে মোরে নিন্দে কর্ব্বে?

লক্ষ্মী। না না চল, তুমি সে ভাবনা করো না। (অগ্রসর হইয়া) আচ্ছা সই, মনে কিছু করো না,—আমি বল্‌ছি তুমি কথাগুলি একটু ভাল করে বল না কেন? এই ধর—'মুই, মোর' এসব না বলে—বল 'আমি, আমার।'

অন্ন। হাঁ ভাই, ঠিক বুলেছ। মোদের উনিও তাই বলেন। কি করি শোধরাতে পাচ্চিনে। তুমি ভাই মোরে শুধ্রিয়ে দিও।

লক্ষ্মী। আচ্ছা তা হবে'থন, চল। [উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

ব্রজেন্দ্রের বৈঠকখানার সম্মুখ।

(জীবনের প্রবেশ)।

জীবন। বাস্! এবার ঠিক হয়েছে। এই এক গুলিতেই তিন বাঘ সাবাড়! এবার উইলে যা লেখা হয়েছ, তার আর কথায় কাজ কি! উকিলটিও বরাতক্রমে মিলেছে ভাল। বড়বাবু ত ষোল আনারই মালিক, আর ছোটবাবু! তিনিত কালই পথের ফকির হয়ে বেরুবেন। আর দেনার জ্বালায় রামপদকে ভিটেবাড়ী ছাড়তে হবে। কি? আমায় অপমান! এতবড় আস্পর্দ্ধা! এবার সব শালাই জান্তে পারবে—আমি কেমন জীবদাস। কই, বড়বাবু ত এখনও এলেন না? দেখি, উইলটা না হয় আর একবার পড়ে দেখি,—যদিই কোন ভুল-টুল হয়ে থাকে।

(ব্যাগ হস্তে ব্রজেন্দ্রের প্রবেশ।)

ব্রজ। এই যে জীবনদাস এখানে! খবর কি হে?

জীবন। আজ্ঞে খবর ভালই। আপনার জন্যইত এতক্ষণ ভাবছিলাম। এই দেখুন সবই ঠিক। (উইল প্রদান) মোটকথা—ছোটবাবুর ভাগ্যে শূন্য দিয়েছি। আর রামপদও দেনার জ্বালায় বাড়ী ছেড়ে পালাতে বাধ্য হবে। তা হলেই আপনার বাসনা পূর্ণ হ'ল। রামপদের বাড়ী না হ'লে আর আপনার পছন্দসই বাগানবাড়ী হয় কই?

ব্রজ। সে কথা ত তোমায় আগেই বলে রেখেছি—আচ্ছা তবে উইলে বাবার সই কর্‌বে কে? তাঁ'র হাতের লেখার মত লেখা ত হওয়া চাই?

জীবন। তার জন্য আপনার কিছু ভাব্‌তে হবে না। সে সব ঠিক না করেই কি আমি চুপ করে আছি? আমি থাকতে আপনার কিছুই ভাব্‌তে হবে না। তবে আজকে যেন কোনও কথা তুল্‌বেন না। কেন না, বাড়ীতে আজ একটা আনন্দউৎসব হচ্চে। কাল ছোটবউ বাপেরবাড়ী যাবে, তারপর যা'হয় করা যাবে। আজ খুব মিলেমিসে হেসে-খেলে কাটাবেন। লোকেও বুঝবে, বড়বাবু খুব ভাল হয়েছেন। সকলেই আপনার সুখ্যাত করবে।

ব্রজ। ঠিক বলেছ জীবন। তবে এই উইল এখন তোমার কাছেই রেখে দাও। (উইলপ্রদান)

জীবন। (উইল গ্রহণ) তবে আমি এখন চল্লুম। সাবধান, আজ যেন মদটদ খাবেন না।

[প্রস্থান।

ব্রজ। হারে না না, পাগল নাকি!

(রমেন্দ্রের প্রবেশ।)

রমেন্দ্র। এই যে দাদা এসেছেন! আপনার আস্‌তে এত দেরী হ'ল কেন দাদা? কাল কি খবর পাননি?

ব্রজেন্দ্র। হাঁ পেয়েছি বটে। কিন্তু আজ গাড়িটে একটু লেট্‌ হয়েছে। তা এখন চল দেখি, কোথায় কি করেছ। সব আয়োজন পত্তর ঠিক হয়েছে ত? সকলকে নিমন্তন্ন করা হয়েছেত? দেখো, শেষে যেন কোন অপযশ না হয়। বাবার শ্রাদ্ধের পর আমাদের এই প্রথম কাজ।

রমেন্দ্র। আজ্ঞে বৌদি যে ভাবে বলেছেন, সেই ভাবেই সব করা

হয়েছে। বোধ হয় কোন ত্রুটী হবে না। এখনআপনি একবার দেখ্‌বেন, চলুন।

ব্রজেন্দ্র। আচ্ছা, তাই চল তবে দেখিগে। [উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

—:*:—

শৈলবালার কক্ষের বহির্ভাগ।

(কোমর বাঁধিয়া লক্ষ্মী ও শৈল পান সাজিতেছে।)

। কি ভাগ্যি যে বড়বাবুও আজ বাড়ী এসেছেন!

শৈল। তা বল্‌তে নেই ভাই, আমার ভাশুরঠাকুর কিন্তু সে প্রকৃতির লোক নন! লোকজনকে খাওয়ান দাওয়ান তিনি খুব ভাল বাসেন। তবে কি জান, পুরুষমানুষ,—বড়লোক, সময় সময় একটা খেয়াল হয় মাত্র। তারপর ইয়ার বন্ধুগুলোও ভারি বদ।

লক্ষ্মী। তোমরা যাই বল ভাই, আমি কিন্তু বড়বাবুকে একতিলও বিশ্বেস করিনে। তারপর ধর, যদি একবার পেটে একটু মদ গেল ত একেবারেই উন্মাদ হ'লেন! যা হোক্, ভাল হ'লেই ত ভাল। আহা ঠাকুর করুন,—আমার দিদিমণির কপালে সুখ শান্তি হোক্।

শৈল। বাস্তবিক ভাই, দিদির মনে যে কষ্ট, তা তিনি বলে সয়ে আছেন, আমি হ'লে কেঁদে কেঁদেই মরে যেতুম! দিদির মনে যদি সুখ থাকত, তবে আজ আমাদের ভাবনা কি ছিল? ঠাকুরকে এত ডাক্‌ছি, তা তিনি কি দয়া করবেন না?

(অন্নপূর্ণা ও দাগার মাসীর প্রবেশ।)

লক্ষ্মী। এই যে, আমার সই এসেছে! (অন্নকে বুকে ধরিয়া)

শৈল। (অন্নর হাত ধরিয়া) এস ভাই এস। তুমি লক্ষ্মীরও সই— আমারও সই। কেমন সই, সইত? (ঘোমটা ফেলিয়া) ভাই, এত বড় ঘোমটা কেন? তুমি যে আমার বোন্।

অন্ন। (শৈলকে নমস্কার করিয়া) আপনারা বড়নোক, মোরা যে গরিব!

শৈল। (চুমু খেয়ে) ছিঃ, পায়ে হাত দিতে আছে কি? তুমি সতীলক্ষ্মী। বল ভাই, তুমি আমার সই হবেত? যদি সই না হও, তবে আমিও তোমাদের বাড়ী যাব না।

অন্ন। সে কি ছোট্‌ঠাক্‌রুণ! আপনি যদি মোরে পায়ে রাখ, তবে মুই কেন, উনিও থাকবেন। আর মোদের বাড়ী কি তুমি যাতি পারেন?

শৈল। তোমাদেরকে যে আমরা মাথায় করে রাখব। আর ভাই তুমি আমায় 'আপনি' ক'রে কথা কয়োনা। সইএর সঙ্গে 'তুই' বলে কথা কইতে হয়, তবে ত জানব তুমি আমায় ভালবাস। আর দেখেনিও আমি কালই তোমাদের বাড়ী যাব।

লক্ষ্মী। তা মিথ্যে নয় সই। উনি ইচ্ছে কল্লে আজও তোমার বাড়ী যেয়ে উঠ্‌তে পারেন!! তবে যদি এখনও না যান, তবে তুমিও যখন সাধ খাবে, তখনই যাবেন।

অন্ন। যাও, যাও ভাই, মিছে বকো না! উনি মোদের বাড়ী গেলে বস্‌তি দিব কতি, আর খাতিই বা দিব কি?

শৈল। এস সই, আমরা সকলে পান সাজিগে। (তথাকরণ)।

লক্ষ্মী। সই, তোমার বাড়ীই কি মন্দ? তোমারও ত পাকা ঘর। ঘরটি ত বেশ সাজান ভাই। যাহোক্, মনে প্রাণে মিল থাক্‌লে কুঁড়েতেও সুখ হয়। আর আমার সই যখন তোমায় প্রাণ দিয়ে ভালবেসেছে, তখন আর কিছুই ভাবতে হবে না। আর যদি খাওয়া দাওয়ার কথাই

বল, তাহ'লে তুমি যেমন খাওয়াতে পার্‌বে এমন আর কেউ পারবে না। তোমরা মনে কর—বড়লোক হ'লেই বুঝি রোজই পায়েস পরমান্ন খায়। আরে ছাই, কিছু না—কিছু না! তোমাদের বাড়ীতে রোজ যা খাওয়া হয়, বড়লোকের বাড়ীতে বরং তার চেয়েও কম হয়। তোমার বাড়ীতে তো ক্ষীর ছানা ঘি দুধের অভাব নেই। তোমরাও ডাল ভাত মাছ তরকারী খাও,—বড়লোকেরাও তাই খায়। রান্না বান্নাও বরং তোমাদেরই ভাল হয়। কেননা তোমরা ইচ্ছেমত খাবার জিনিষ নিজের হাতে তৈরি কর। আর বড়লোকের ত তা নয়। তাঁদের পরহস্তে ধন,—পরনৌকায় গমন! বামুনঠাকুর হয়ত কোন্‌দিন মাছের ঝোলে গঙ্গার বান্‌ ডাকান,—আবার হয়ত ডালে পদ্মানদীর স্রোতই বয়ে গেল! কোনও তরকারীতে হয়ত নূনের কিস্তিই ডুবে থাকে! তারপর আর একদফা ধর—মস্ত চুরী! বড়লোকের বাড়ীর দুধের সর, হয়ত প্রায়ই বেড়ালে খায়! আর ভাল পেটীর মাছের দশাও তাই হয়! দুধ যদি কখনও আমাদের কপালে জোটে, তবে তা ঠিক যেন গোয়ালিনী মার্কা দুগ্ধ-মিশ্রিত খাঁটি জল! যদি একসের তেলের বন্দোবস্ত থাকে, তবে ঠিক আধসের তেলে রান্না হবে। আর কতইবা বলব? হয়ত সই মনে মনে আমায় কত গালাগলি দেবে'খন। বাস্তবিক বড়লোকেরা খেতে শুতে,—উঠ্‌তে বসতে,—সব সময়ই পরাধীন! আর ধর, এমনটি না হলে গরিব বেচারারাও বাঁচবে কি খেয়ে?

অন্ন। ওমা, সেকি ভাই! তুমি মিথ্যে করে বুলছ। বড়নোকের কত সুখ!!

শৈল। না সই, লক্ষ্মী যা বলছে তা সবই সত্য। আর যদি সুখের কথা বল, তবে লোকেরচক্ষে বড়লোকই সুখী বটে। কেমন খাচ্চে দাচ্চে, সেজেগুজে বেড়াচ্চে। কিন্তু অন্তরে হয়ত সহস্র রকম ভাবনা চিন্তায় জ্বলে পুড়ে মরচে।

(ব্রজেন্দ্র ও রমেন্দ্রের প্রবেশ।)

রমেন্দ্র। আর এইখানে মেয়েদের আহারের স্থান ঠিক করেছি।

(দাগার মাসী ভিন্ন সকলেই গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ।)

ব্রজেন্দ্র। তা বেশ হয়েছে। আমার মতে মাছের পরিমাণটা আরও কিছু বাড়ান উচিত ছিল।

রমেন্দ্র। তবে এখনি কাঞ্চনদীঘীর কাছারীতে লোক পাঠিয়ে দিচ্চি।

ব্রজেন্দ্র। হাঁ, তবে তাই কর। কেননা, মাছ কম হলে লোকের খাওয়া দাওয়া সুখ হয় না।

রমেন্দ্র। আচ্ছা, তবে আমি এখনি দু'জন লোক পাঠিয়ে দিচ্চি।

[প্রস্থান।

ব্রজেন্দ্র। হাঁগা, তুমি কে গা ?

দাঃ মাসী। সেবা দিই বড়বাবু। মুই রামের বৌয়ের সাথে এইছি।

ব্রজেন্দ্র। বেশ করেছ। (স্বগত) এই কি রামপদের স্ত্রী ? কি সুন্দর ! কি চমৎকার ! চাষার ঘরে এমন বৌ ! ইন্দ্রের অপ্সরা কিনা একটা কদাকার চাষার গৃহিণী ! quite unequal match ! বাইজী ত এর ঝি ! এক মুহূর্ত্তে যা দেখলাম, বোধ হয় এমন সুন্দরী আর দেখি নাই ! গায়ে গওনাওত রয়েছে মন্দ নয়। পায়ের মল বাজিয়ে কেমন ঝম্ ঝম্ করে চলে গেল ! আহা কালপেড়ে শাড়ীখানায় কি বাহারই খুলেছে ! আর দেরি নয়,—যাই একবার জীবনের সঙ্গে পরামর্শ করে, বিমলকে ঘটকালি করতে পাঠিয়ে দিইগে।

[প্রস্থান।

(সকলের পুনঃ প্রবেশ)

লক্ষ্মী। সই, তুমি দাগার মাসীর কাছে বসে পান সাজ,—আমরা এখনি আসচি।　　　　[শৈল ও লক্ষ্মীর প্রস্থান।

দাঃ মাসী। হাঁ বৌ, তোর ক্ষিদে পায়নি? ওমা কি ঘেন্নার কথা! এতখানি বেলা হ'তি চল্‌লো, একটু জলখাবারও দিলে না? বড়নোকের বুঝি খিদে পায় না? তা একবার বলতি ত হয়? বড়নোকের বাড়ীতে কি আর গরিবের পোষায় মা? মুই তক্ষুনি বুল্‌লাম,—বৌ কিছু খেয়ে নে। বড়নোকের বাড়ী কখন হবে, কখন খাবি! খাতিই পাবি কি না, তাই বা কে বুল্‌তি পারে!

অন্ন। চুপ্ কর মাসী। তুমি খাই খাই ক'র না। এতো আর চাষার বাড়ী নয়? হাঁ মাসী, দেখলে ত ছোট বৌ কত ভাল, আমায় কেমন ভালবাসে?

দাঃ মাসী। তোর ওসব পিরীতের কথা রাখ্। ক্ষিদে পেলে বাবা মুই আর কারুর নই। মোরা গরিব দুঃখী মানুষ, এইচি পেটভরে ভাল মন্দ খাব বুলে। এমন জান্‌লি পরে, বাড়ী থেকে দু'মুট পান্তা ভাত খেয়ে আস্‌তাম। আর তুমিওত বাছা জলফোঁটাও খাওনি?

(বিমলার প্রবেশ।)

বিমলা। কিগো দাগার মাসী যে! তোমাদের কি খিদে পায়নি? জলটলও বুঝি এখনও খাওনি? আচ্ছা তা বেশ,—এই নাও সন্দেশ ক'টা খেয়ে জল খাওগে। (সন্দেশ প্রদান) আমাদের ছোট বয়ের নতুন সইকে বড়গিন্নীর কাছে নিয়ে যেতে এসেছি। ছোট বউ পাঠিয়ে দিলে—তাই ছুটে ছুটে আস্‌ছি। কেমন গো বউ, তোমার কি খিদে পায়নি? তা এস, বড়গিন্নী তোমায় জল খেতে ডেকেছেন।

অন্ন। না না, মোর এখন ক্ষিদে হয়নি।

দাঃ মাসী। সে কি বৌ, বড়গিন্নী নোক পেঠিয়েছেন—তা যাবিনে?

অন্ন। না, আমি এখন যাবো না। আমার সই এখনি আস্‌বে তা'রা আমায় না দেখ্‌তে পেলি মনে দুঃখ কর্‌বে।

বিমলা। ওগো না না। তোমার সই এখন আসতে পারবে না বলেইত আমায় পাঠিয়ে দিয়েছে। আমি যে তাঁর ঝি।

দাঃ মাসী। (স্বগত) এমাগী না গেলেও ত সন্দেশ গুল খেতে পাচ্চিনি। (অন্নর প্রতি) হাঁ বৌ, তা মন্দ কি, তুই ওর সঙ্গে যা না ক্যানে? আর সত্যিইত তোর সই এখন এইস্বে কি করে, সাধ টাধ খাবে ত।

বিমল। হাঁ মাসী, বল ত,—তুমি ওকে বুঝিয়ে বলত। তোমার কথা শুন্‌বে' খন।

দাঃ মাসী। আচ্ছা, তবে যা বউ। মুই এখানে বসে থাকলাম, একটু শীগ্‌গির করে আসিস্।

অন্ন। (দাঁড়াইয়া) আমার ভাই নজ্জা কচ্চে,—আমি যাব না।

বিমলা। (হাত ধরিয়া) কি বিপদ! আমিত সঙ্গে রয়েছি, ভয় কি?

অন্ন। তবে ভাই তুমি আমার সইএর কাছে নিয়ে চল।

বিমলা। আচ্ছা তাই চল। [অন্ন ও বিমলার প্রস্থান।

দাঃ মাসী। (সন্দেশ খেতে খেতে) বড় নোকের বাড়ী খাওয়াটা—কিন্তু বেশ হয়। তবে কি না বড্ড পেট শুকিয়ে থাকৃতি হয়। কখন খাবার ডাক পড়বে, এই আশায় 'হা কেষ্ট দ্বারিকে নাথ' বুলে বসে থাকৃতি হয়!

(লক্ষ্মীর প্রবেশ।)

লক্ষ্মী। কি গো মাসী, আমার সই কোথায়?

দাঃ মাসী। বাঃ, সন্দেশ গুল ত বেশ!

লক্ষ্মী। বলি ও মাসী, আমার সই কোথায়?

দাঃ মাসী। কেও? লক্ষ্মী! তা মুই একটু জল খাচ্চি মা।

লক্ষ্মী। তা খাওনা, বেশ ত। আমার সই কোথায়?

দাঃ মাসী। সে কিগো! সে যে তোমাদের কাছে গিয়েছে।

লক্ষ্মী। কথন? কার সঙ্গে?

দাঃ মাসী। ক্যানে, তোমাদের বিমলার সাথে। তোমরাইত তাকে নিতে পেঠিয়েছ।

লক্ষ্মী। সর্ব্বনাশ! কথন? কোন্ দিকে গেছে?

দাঃ মাসী। (উঠিয়া) ক্যানে, এই দিকে, এই যাচ্চে।

লক্ষ্মী। যা ভেবেছিলাম, তাই বুঝি বা ঘটে! যাক্, রামলালকে বলে একবার দিদিমণির কাছে যাই,—বিমলা যখন নিয়ে গেছে, তখন নিশ্চয় কু-অভিসন্ধি আছে। হাঁ ভগবান! তুমি একি কল্লে? [প্রস্থান।

দাঃ মাসী। তাইত! হ'ল কি? সন্দেশ খাতি গিয়ে মোর বউ হেরিয়ে গ্যাল্! এখন উপায়? রামপদ মোরে বুল্‌বে কি? রামপদ যখন বুলবে—"মাসীগো বউ কোথায়", তখন মুই কি বুলব? মুই ত আর ঘরে যাব না – বিষ খেয়ে পরাণ দিব! [প্রস্থান

দৃশ্য

অন্দর মহালের পিছনের বাগানের প্রাচীর।

(বিমলা ও অন্নর প্রবেশ)।

অন্ন। একি! তুমি আমায় এ কোতি নিয়ে এলে? না ভাই, আমি আর যাব না,—আমার ভয় হচ্চে,—গা কাঁপ্‌ছে! তুমি আমায় শীগির সইএর কাছে নিয়ে চল।

বিমলা। ওকি ভাই? তোমার এত ভয় কেন? আমিইত সঙ্গে রয়েছি। চল, একবার ঐ বাগানটা দেখি গে।

অন্ন। তুমি কি রকম নোক ভাই! আমি যাব না,—তবু তুমি আমায় জোর করে নিয়ে যাবে? তাহলে আমি চেঁচাব,—ডাকছেড়ে কাঁদব। (স্বগত) ও বাবা, এযে অরণ্যপুরী! খাঁ খাঁ ক'চ্চে! এমাগীর মৎলব ত ভাল নয়!

বিমলা। (দরজায় ঘা দিয়া) এসনা, এই দরজা দিয়ে শীগ্‌গির বেরিয়ে যাব'খন।

অন্ন। ওগো, তোমার পায়ে পড়ি,—আমি ওখানে যাব না গো! তুমি আমায় ফিরিয়ে নিয়ে চল।

বিমলা। তাইত যাচ্চি। (ভিতর হইতে ব্রজেন্দ্র কর্ত্তৃক কপাট খোলা— বিমলা অন্নকে হাতে ধরিয়া টানিয়া ভিতরে প্রবেশ।)

অন্ন। ওগো তোমরা আমায় রক্ষে কর গো,—রক্ষে কর। ভগমান্! আমায় রক্ষে কর। (ব্রজেন্দ্র কর্ত্তৃক পুনঃ কপাট বন্ধ)

বিমলা। চুপ্ কর্ ছুঁড়ী, দেখ্‌ছিস্‌নে বড়বাবু! তুই কত সুখে থাকবি, —কত গওনা পরবি—তুই রাজরাণী হ'য়ে থাকবি।

(রাধারাণী ও লক্ষ্মীর প্রবেশ।)

রাধা। কই? কোন্ দিকে?

লক্ষ্মী। এই যে—এই দিকেই আমার সইএর গলার আওয়াজ শুন্‌তে পেয়েছি। তুমি শীগ্‌গির কপাটে ধাক্কা মার। হাজার হোক্, বড় বাবু তোমার সামনে কিছু করতে পারবে না।

রাধা। (কপাটে ধাক্কা মারিয়া) কই কপাট যে বন্ধ। রামলাল, শীগ্‌গির এস।

অন্ন। হাঁ ভগমান্,—আমার অদৃষ্টে এই ছিল!

(রামলালের প্রবেশ।)

রাম। ক্যা হুকুম মায়ী?

রাধা। শীগ্‌গির দেয়াল লাফিয়ে ভেতরে যেয়ে কপাট খুলে দাও,—জলদি যাও।

রাম। বহুৎ আচ্ছা মায়ী। (তথাকরণ)

ব্রজেন্দ্র। বিমল, তুমি কপাটের আড়ালে দাঁড়াও গে।

রাধা। মা দুর্গে গো, আর কত কাল কাঁদাবি মা! এত করেও কি আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হ'ল না। (লক্ষ্মী ও রাধার ভিতরে প্রবেশ।)

অন্ন। মা দুর্গে—দুর্গতি-নাশিনী! আমার এ বিপদে তুমি ভিন্ন আর কেউ নাই মা!

রাধা। কই লক্ষ্মী, কোন দিকে সারা পাচ্চ ?

লক্ষ্মী। ঐ,—ঐ দিদিমণি—ঐ দিকে, শীগ্‌গির চল।

(পটপরিবর্ত্তন—বাগান।)

ব্রজেন্দ্র। (অন্নকে ধরিয়া) এস অন্ন, কেন মিছে বিলম্ব কচ্চ? তোমায় আমি রাজরাণী করে রাখব, আমার হৃদয় জুড়ে থাকবে, এস।

অন্ন। বড় বাবু! এতক্ষণ মুই কিছু বলিনি। কিন্তু আর না। তুমি রক্ষক হয়ে তুমিই ভক্ষক হ'লে? তুমি মোর বাপ্, মুই তোমার মেয়ে। মোরে রক্ষে কর।

লক্ষ্মী। ঐ যে দিদিমণি, একটু তাড়া তাড়ি ঐ ঝোপের দিকে চল।

অন্ন। বড় বাবু, আবার বুল্‌ছি, তুমি মোরে ছেড়ে দাও? কি! ছাড়বে না? তবে এই দেখ, তোমার সামনে হত্যে হব। (গলায় কাপড় জড়াইয়া) মা, মা! মোরে কোলে নে মা!

লক্ষ্মী। দিদিমণি! দিদিমণি! শীগ্‌গির ধর,—শীগ্‌গির ধর—নৈলে গলায় ফাঁসী দেবে। (অগ্রসর)।

অন্ন। ভগমান! তুমি কি আছ?

রাধা। নিশ্চয়। (অন্নকে বুকে ধরিয়া) আর ভয় নাই। সতী অঙ্গ

স্পর্শকরে এমন মানুষ আজও জন্মে নাই। অন্ন! ছোট বোন্‌টি আমার, তুমি সতীলক্ষ্মী,---মা তোমায় রক্ষে কর্‌বেন। (ব্রজেন্দ্র পশ্চাৎপদ)

অন্ন। সই—সই! (মূর্চ্ছা এবং লক্ষ্মী ও রাধার শুশ্রূষা করণ)

ব্রজেন্দ্র। কি! স্ত্রীলোকের এতবড় আস্পর্দ্ধা? আচ্ছা,—মনে রেখ, টের পাবে'খন।

(বিমলার প্রস্থানকালে রামলাল কর্ত্তৃক ধারণ ও বন্ধন।)

রাম। চুপ্‌চাপ্‌ রহ, ভাগো মৎ।

রাধা। স্বামিন্! তুমি না হিন্দু? তোমার এই কাজ! কথা কইছ না যে? তোমার কি আর মান অপমানের ভয় আছে? যদি তা থাকত, তবে আর এমন করে এখনও দাঁড়িয়ে থাক্‌তে না। মনে করো না, আমি সাম্‌নে থাকতে তুমি এ সতীর কেশাগ্রও স্পর্শ কর্‌তে পারবে। যাও,—ভাল চাও ত, ফিরে যাও?

ব্রজেন্দ্র। Dam, rascal! আমিও দেখব, তুমি কেমন রাধা!

[প্রস্থান।

বিমলা। বড়বাবু, আমায় নিয়ে যাও?

অন্ন। সই—সই! আমি কোথায়?

রাধা। ভয় নেই অন্ন। এই যে আমরা রয়েছি। চল, এখন বাড়ী যাই। (অন্নকে বুকে ধরিয়া অগ্রসর)।

অন্ন। এ কে! তোমাকে তো আমি চিনিনে! তুমিই কি আমায় এখানে এনেছিলে?

লক্ষ্মী। না সই, ইনিই আমাদের সেই দিদিমণি।

অন্ন। দিদিমণি! তোমার পায়ে পড়ি, মোরে ক্ষ্যামা কর।

রাধা। অন্ন! তুই আমার ছোট বোন্। যা' হ'বার তা হ'য়েছে। ভগবান রক্ষা করেছেন। তোর হাতে ধরে বলছি—আমার স্বামীর

অপরাধ ক্ষমা করিস্ বোন্। আমি তোর কাছে চিরকালের মত ঋণী থাকলুম—যদি ঈশ্বর দিন দেন্ তবে তোর ঋণ শোধের চেষ্টা কর্‌ব। এখন বাড়ী চল্।

[অন্নকে লইয়া প্রস্থান।

লক্ষ্মী। রামলাল, বিমলাকে ছেড়ে দিয়ে চলে এস।

[প্রস্থান।

বিমলা। রামলাল, তুমি আমায় ছেড়ে দাও না ভাই ?

রাম। হামি তোকে ছাড়ি দিবে, আর তুমি হামারে ক্যা দিবে ?

বিমল। তুমি যা চাও তাই দোবো।

রাম। তাই দিবি ?

বিমলা। হাঁ, তাই দেবো। বল তুমি কি চাও ?

রাম। হামি চাই—তুই ভাল চাহেত, আবি এহি বাড়ী ছোড়কে একদম্ নিকাল যা—আউর মৎ আও। (বন্ধন মোচন।)

বিমলা। (স্বগত) আমি যেন ওর মাইনে খাই কিনা, তাই ভয় দেখাচ্চেন। বিমলা সুন্দরী ওসব ছুঁচোর ভয় রাখে না। কায়দায় পেলে তোমায়ও একদিন শিখিয়ে দোবো।

[প্রস্থান।

রাম। হারে, রাম রাম রাম! বড়বাবু এ ক্যায়া কাম কিয়া হো ? আপনা আউরৎ ছোড়কে এ্যায়সা বদ্‌খেয়ালী কাহে হো! দুনিয়া কা মৎলব কোন্ সম্‌জেগা ভাই ? রাম, রাম, রাম!

[প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য।

—:•:—

রামপদর বাড়ীর সম্মুখ—রাস্তা।

(কলসী কক্ষে কৃষক-পত্নীদ্বয়ের প্রবেশ।)

১ম কৃঃ পত্নী। ওমা, ছিঃ ছিঃ ছিঃ! কি ঘেন্নার কথা! হ্যাঁ দিদি, রামার বৌ সেদিন কি কীত্তি করেছে শুনিছিস্ কি ?

২য় কৃঃ পত্নী। ওসব কুকথা কি আর শুনতি দেরী হয়,—হাওয়ার আগে ছুটে আসে।

১ম কৃঃ পত্নী। আচ্ছা ভাই, অ্যামন করে বড় নোকের বাড়ী যায় কি করে? নজ্জাও করে না?

২য়ঃ কৃঃ পত্নী। কিছুনা—কিছু না! গরিবের ঘরে সুন্দরী বৌ আনাই অন্যায়। দেখেছ—মোদের কাত্তিকের বৌ এনেছি কেমন কালো। আমি ভাই কালোই ভালবাসি।

১ম কৃ পত্নী। ভাই বড় হোক্, ছোট হোক্, সোন্দর হোক্ আর কালোই হোক্—সকলের মন ত আর সমান নয়। নষ্ট হলে সকল রকমেই হতি পারে—কথায় বলে,—যা'র সনে যা'র মজে মন, কিবা হাঁরি কিবা ডোম্! এত কথা ক্যানে,—ওপাড়ার জটের মেয়েটা সেদিন বাঁড় হ'ল,—আর অমনি দু'মাস যেতে না যেতেই একটা মোসলমান চাকরের সাথে বেড়িয়ে গ্যাল্! আর ধর, এইত মুই দেড় কুড়ি বছর পার কর্লাম, তা একদিনের তরেও কেউ বুলতে পারে—নেড়ির মা কারু পানে মুখ তুলে চায়?

২য়ঃ কৃঃ পত্নী। ঠিক কথা ভাই। একালের বৌদের বিশ্বেস নেই ভাই। হ্যাঁ দিদি, এথন কি হবি? রামপদ বুঝি জানতি পারে নি। মোর সোয়ামী হলি পরে ঝেঁটা মেরে মোরে তেড়িয়ে দিত।

১ম কৃঃ পত্নী। ওদিদি, শীগ্‌গির আয়। ঐ দেখ্‌না, রামার বৌ জল আন্‌তি যাইছে। মাগী যেন খেমটাওলী! একটু নজ্জাও করে না গা!

২য়ঃ কৃঃ পত্নী। চল ভাই, কিজানি মাগী যদি কিছু শুন্‌তি পায়। মরুকগে ছাই মোদের কি লা! [উভয়ের প্রস্থান।

(কলসী কক্ষে অন্নর প্রবেশ।)

অন্ন। কি আশ্চর্য্যি! এরি মধ্যে এত দূর! মেয়ে মানুষের পেটে কথা বাসি হয় না। তবে একথা গাঁয়ে বুললে কে,—মাসী? তা হতিও পারে। যাক্, কথা যখন উঠেছে, তখন এর একটা বিলি করতিই হবে। কিন্তু যদি ওঁর কাণে একথা উঠে থাকে! তা উঠলই বা, ভয় কি। আমিতো আর পাপ করিনি। সরল চিত্রে পরাণ খুলে তাঁর কাছে সব বুলব। ধম্মই মোরে রক্ষে করবে। [প্রস্থান।

(কৃষক দ্বয়ের প্রবেশ)।

১ম কৃষক। ও ভাই রামপদ বাড়ী আছ হে?

২য়ঃ কৃঃ। হারে এখন কি আর রামদা আইসবে হে!

১ম কৃঃ। ক্যানে, ছিরদিন এসেছে, আর এখন আইস্‌বে না?

২য়ঃ কৃঃ। এখনত আর তখনকার মত লয়। তখন ছেল রামা, এখন হইছে রাম বাবু!

১মঃ কৃঃ। আরে দূর দূর! মোর রামাদা ভাই তেমন নোক লয়।

২য়ঃ কৃঃ। তোর মত ত আর সবারই কালো বউ লয়! তুইত আর তা'র বউ দেখিস্‌নি?

১মঃ কৃঃ। বটে, এমন! কই তা ত মুই জানিনি। আচ্ছা, দেখি আবার ডেকে। রামপদ ভাই বাড়ী আছ হে?

রামপদ। হাঁ, যাচ্চি। (রামপদের প্রবেশ) হারে কেউ? নরাদা যে! এস এস, বাড়ী চল। সুবলদা বাড়ী চল তামাক খাইগে।

২য়ঃ কৃঃ। তা যাইচি। বল দেখি রামপদ ব্যাপারাখানা কি? ডাকলে যে সাড়া শব্দ পাওয়াই দায়!

রাম। মাপ কর ভাই, আমি মোটেই শুন্‌তে পাইনি। তোমার বৌদি ডেকে দিলে,—তাইত এলাম। আমিও আজ তোমাদের পাড়ায় যাব মনে করেছিলাম, তা তোমরা এসেছ ভালই হ'ল। আজ দাদা, তোমরা এখানে থাক্‌বে,—যেতে পাবে না।

১মঃ কৃঃ। আচ্ছা তার জন্যে কি হচ্ছে, আপনা বাড়ী বইত নয়। হাঁ ভাই, সে দিনকার কাজের পরামশটা কি হ'ল? ঘি মাখম নিয়ে তবে তুমিই কল্‌কাতা যাবে ত?

রাম। আমিত প্রস্তুত হয়েই আছি। কিস্তি বোঝাই দিয়ে রওনা করে দিলেই আমি কলকাতা যেতে পারি।

২য়ঃ কৃঃ। কত আন্দাজ মাল হবে?

রাম। সব শুদ্ধ পঞ্চাশ মোণ ঘি আর আশী মোণ মাখম হবে।

২য়ঃ কৃঃ। তা মন্দইবা কি। প্রথম কম নিয়েই দেখা যাক্ না, কি হয়।

১মঃ কৃঃ। আমিও তাই বল্‌ছি। কি বল রামপদ?

রাম। আমারও তাই মত। তবে কালই নৌক বোঝাই দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে আমি কলকাতা রওনা হ'ব।

১মঃ কৃঃ। তবে তারই জোগাড় করিগে চল। শুভ কাজে দেরি করা ঠিক নয়।

[সকলের প্রস্থান।

অষ্টম দৃশ্য।

ব্রজেন্দ্রকিশোরের কাছারীখানা।

(লক্ষ্মী ও রামলালের প্রবেশ।)

লক্ষ্মী। রামলাল, পুরুষ কি কঠিন!

রাম। কাহে লক্ষ্মীময়ী?

লক্ষ্মী। তুমি মনে করতে পার, আমি তোমায় ভালবাসিনে—তুমিই একা আমায় ভালবাস। কিন্তু সেটা তোমার ভুল।

রাম। লক্ষ্মী, হামার দীল্ সবুর নেহি মান্‌তা হায়, ক্যা করি?

লক্ষ্মী। একটু সয়েই থাক। সইএর বাপের বাড়ী থেকে এসে, আমাদের আশা মিটাব। রামলাল! (হাত ধরিয়া) তোমার সেই সাহস,—সেই বীরত্ব,—সেই তেজ! তোমার সেই চেহারা দেখে, তখনি আমি তোমার কাছে বিকিয়ে গেছি! আমার এতকালের সঞ্চিত ধন সেই মুহূর্ত্তেই তোমাতে মিলিয়ে গেছে! রামলাল, এখনও বুঝতে পাচ্চ না? যদি না বুঝে থাক, তবে তোমার ঐ হাতটুখানি একবার আমার বুকে রাখ,—জান্‌তে পারবে, আমি তোমায় কেমন ভালবাসি। (হাত বুকে রাখিয়া) এ ভালবাসা তোমার আমার নয়,—জগদীশ্বরের! বল প্রাণেশ্বর, আমায় ভুল্‌বে না?

রাম। প্রাণের লক্ষ্মী! হামি ভুলব? তুই হামার জান্, তুই হামার কলিজা! আজ তুহার ভালবাসা সব হামি বুঝেছি। বল্ লক্ষ্মী, তুই হামাকে ভুলবে না?

লক্ষ্মী। পূর্ব্বের সূর্য্য যদি পশ্চিমে উদয় সম্ভবে, তবু তোমাকে ভোলা সম্ভবে না। ধর্ম্ম সাক্ষী আছে,—জীবনে মরণে তুমিই আমার একমাত্র দেবতা। তবে আসি এখন? আবার দেখা হবে। [প্রস্থান।

রাম। হে ভগবান! হামার লক্ষ্মীকো মিলায় দেও। [প্রস্থান।

(মাতাল অবস্থায় ব্রজেন্দ্রের ও দপ্তর হাতে জীবনের প্রবেশ।)

ব্রজ। জীবন! ছোটবউ চলে গ্যাছে?

জীবন। আজ্ঞে হাঁ, এইমাত্র গেল।

ব্রজ। উইল ঠিক করে রেখেছ ত?

জীবন। আজ্ঞে সব ঠিক। হুজুর, একটা কথা শুনলাম, রামপদ নাকি আপনার দেনা শোধ করবার জন্য ঘি মাখনের চালান নিয়ে কাল কলকাতা যাচ্ছে।

ব্রজ। তুমি তার কি কত্তে চাও?

জীবন। ঐ কিস্তিখানা লুট কর্‌তে হবে। তা' না হলে, এক দিনেই আপনার দেনা শোধ করে ফেল্‌বে। তবে আপনার সাধের বাগানবাড়ী আর হয় কই?

ব্রজ। তা হবেনা জীবন। তোম্ আবি যাও, নৌকা ডবিয়ে দাও?

জীবন। বহুৎআচ্ছা হুজুর। ঐ যে ছোট বাবু আসচে!

ব্রজ। কেও?

(রমেন্দ্রের প্রবেশ)

রমেন্দ্র। আজ্ঞে, আমি।

ব্রজ। রমেন্! তুমি আমার কনিষ্ঠ সহোদর। তোমার এ কাজ কেন ভাই?

রমেন্দ্র। কেন দাদা, কি করেছি? আমার তো জ্ঞানসত্বে বোধ হয় না যে কোনও অপরাধ করেছি। তবে যদি অজ্ঞান বশতঃ কোনও দোষ করে থাকি, ক্ষমা করুন দাদা, আপনার পায়ে পড়ি। (পা ধরিয়া)

ব্রজ। কি! ক্ষমা? দূর হ (পদাঘাত) Stupid! গোপনে আমায় অপমান? তুই রামপদকে কার হুকুমে টাকা ধার দিয়েছিস্? জানিস্, তুই এই বিষয়ের একটা কাণা কড়িরও মালিক নইস্? আমি দয়া করে এদ্দিন তোকে রেখেছি, তাই আছিস্। কিন্তু শোন্, আর না। তুই

এই মুহূর্ত্তেই আমার অধিকার থেকে দূর হয়ে যা? এমন কুলাঙ্গার ভাই আমি চাই না! জীবন! বাবার উইল দেখাও ত?

জীবন। হুজুর, এই যে। (উইল রমেনের হাতে দেওয়া)

রমেন্দ্র। (উইল প্রত্যাখ্যান করিয়া) দাদা! আপনিই আমার পিতৃতুল্য। জন্মে অবধি পিতাকে ভাল করে দেখিনি। আপনিই আমাকে লালন পালন করেছেন। আপনার কাছে আমি সহস্র প্রকারে ঋণী। যদি আমার দ্বারা আপনার অনিষ্ট হয়ে থাকে, তবে আমি আর এক মুহূর্ত্তও এখানে থাক্‌ব না। আপনার আদেশ আমার শিরোধার্য্য। দাদা গো! আমি চল্লুম,—আশীর্ব্বাদ করুন, যেন কর্ত্তব্য সাধনে অবহেলা না হয়। আপনার আশীর্ব্বাদভিন্ন আমি আর একগাছা তৃণেরও প্রত্যাশা করিনে। দাদা, (পায়ের ধূল গ্রহণ করিয়া) আমি চল্লুম। (স্বগত) জানি না, হয় ত আমার জীবনের সুখের এই অবসান! (জীবনের প্রতি) জীবন! আমার পিতৃ-তুল্য দাদা থাকলেন,—মনে করো না, তুমি তাঁ'কে বশ করেছ বলে স্বেচ্ছায় যা' খুসী তাই কর্‌তে পার্‌বে। তা' পার্‌বে না। (ঊর্দ্ধে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া) উপরে একজন আছেন—তিনিই রক্ষা করবেন। কিন্তু একবারও ভেবে দেখেছ কি,—তোমার এ ঘৃণিত জীবনের—ঘৃণিত কার্য্যের পরিণাম কি?

জীবন। আজ্ঞে, তা আমায় কেন বল্‌ছেন। আমি একজন সামান্য চাকর মাত্র। মনিবের আদেশ পালন করাই আমার কর্ত্তব্য। যাঁ'র নূন খাই, তাঁ'র বেইমানী করা আমার দ্বারা হবে না ছোটবাবু।

ব্রজ। জীবন! আমার দুশমন্‌কে শীগ্‌গির তাড়িয়ে দাও!

রমেন্দ্র। ভগবান্‌, তোমার বাসনাই পূর্ণ হোক্‌। [প্রস্থান।

ব্রজ। মদ দাও Stupid?

জীবন। এই যে দিচ্চি হুজুর। চলুন তবে ঘরে যাই।

[ব্রজেন্দ্রকে ধরিয়া লইয়া প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

গঙ্গার ত্রিবেণীর মোহনা।

(ছদ্মবেশে জীবন ও দস্যুগণের প্রবেশ।)

জীবন। ন্যাখ ভাই সর্দ্দার, তোমরা খুব হুঁশিয়ার হয়ে ঐ ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে থাকবে। আমি যেমন ইশারা কর্‌ব, আর তুমিও অমনি তোমার দলবল নিয়ে ঝাঁ করে নৌকয় উঠে সব লুটপাট করে,—মাঝিদের মারপিট করে তাড়িয়ে দেবে। আর যদি সেই যে রামপদের কথা বলেছি, তাকে পাও তবে একেবারে সাবার করেই ফেল্‌বে। এ কাজটি করতে পাল্লে ভাই মোটা বকশীস্ পাবে।

সর্দ্দার। তা তো আর কসুর কর্‌ব না। তবে মোটা বকশীস্‌টা কি মুশাই ?

জীবন। পাঁচশ টাকা।

সর্দ্দার। মোটে! তা হবে না।

জীবন। তবে হাজার টাকা ?

সর্দ্দার। আচ্ছা তবে চলুন, কোথায় লুকুতে হবে ?

জীবন। ঐ যে ঝোপের আড়ালে। তোমরা শীগ্‌গির যাও, আমি নৌকটা দেখে আসি, কোথায় বাঁধে।

সর্দ্দার। চল ভাই সব, আমরা আমাদের কাজ করিগে।

দস্যুগণ। বহুৎআচ্ছা। [জীবন ভিন্ন সকলের প্রস্থান।

জীবন। (স্বগত) সন্ধ্যেও ত হয়ে এল। আকাশে মেঘও উঠেছে খুব। নৌকটা ত আমি সাঁওতাল পাড়ার কাছে দেখে এসেছি। আবার এদিকে রাতও হয়ে আস্‌চে, তবে আর যাবেই বা কদ্দূর। (উঁকি মারিয়া) ওই,—ওই, আস্‌চে! তবে যাই, একটু আড়ালে থাকিগে। আর এখানে থাকলেই বা আমায় কে চিন্‌বে? যে নাথোঁদা সওদাগর সেজেছি,—কারুর কি আর চিনবার যো আছে?

(নেপথ্যে) মাঝিগণ। পাঁচপীর, গাজি—গাজি, বদর্—বদর্!

জীবন। ওই এসেপড়েছে গো! আর না, একটু আড়ালে যাই। [প্রস্থান।

(মাঝিগণ গাইতে গাইতে দাঁড় ফেলিতে ফেলিতে নৌকাসহ প্রবেশ)

গীত।

মাঝি। তোরা কে কে যাবি আয়,
রাধার প্রেমসাগরে প্রেমের নাবিক ডুবে বুঝি যায়!
মাল্লাগণ—(আ—আ—আ, আ—আ—আ, আ—আ—আ) রাধার
প্রেম-সাগরে প্রেমের নাবিক ডুবে বুঝি যায়।
মাঝি। নাবিক বলে ওগো রাধে, একি তোমার প্রেম,
ওগো একি তোমার প্রেম;
আমি রাধা বলে দিলাম গো পারি,
যাব বলে তাড়াতাড়ি, তুমি মোরে না দেখিলা তাই,
আমি বুঝি জন্মের মত বিদায় হয়ে যাই!
মাল্লাগণ—(আ—আ—আই, আ—আ—আই, আ—আ—আই)
রাধার প্রেমসাগরে প্রেমের নাবিক ডুবে বুঝি যায়।
(সকলে—প্রবেশ) তোরা কে কে যাবি আয়,
রাধার প্রেমসাগরে প্রেমের নাবিক ডুবে বুঝি যায়।

মাঝি। ওরে শালারা! ওরে সুমুন্দিরে! তুফান আইল! নঙ্গর ফেল্‌রে? পারে ভিড়রে শালারা?

(মাল্লাগণ কেহ নঙ্গর ফেলিতেছে, কেহ নামিয়া নৌকা ধরিতেছে ইত্যাদি)

১ম মাল্লা। ওরে ইন্দিরে শালা, নৌক ধর না রে?

২য় মালা। ওরে কাত্তিকে, নঙ্গর ফেল্‌তে পাচ্চনা শালা? হাঁ করে দেঁড়িয়ে দেখ্‌চিস্ কিরে সুমুন্দি? জল আইল যে!

মাঝি। হায়, হায়! গেল রে গেল! (মেঘগর্জ্জন—বিদ্যুৎ) ও বাবা! জয় রাম, জয় রাম জয়, মুনী, জয় মুনী! শালারা ছাপ্পরের ভেতর যা। (বৃষ্টি পতন) ঐ যাঃ কালহা-বাসাত আইল রে—জল পড়ল রে!

[ছাপ্পরের ভিতরে সকলের প্রবেশ।

মাল্লাগণ। হরি বল, হরি বল, হরি বল! গাজী-গাজী বল!

(জীবন ও দস্যুগণের পুনঃপ্রবেশ।)

জীবন। আর দেরি ক'র না সর্দ্দার। উপ্‌ করে নৌকয় নাফিয়ে পড়।

দস্যুগণ। হা রে রে রে! (নৌকায় প্রবেশ ও মারপিট) ধর ধর, মার মার!

মাঝিগণ। ওরে বাবারে, মেরে ফেল্লে রে। পালারে,—পালারে। (জলে পতন ও পলায়ন)।

দস্যুগণ। মার—মার। ধর—ধর। (নানাপ্রকার গোলমাল।)

সর্দ্দার। চল মুশাই, একবার লাএর ভেতর দেখিগে?

জীবন। এঁ্যা! যাব? যদি রামা ব্যাটা চিনে ফেলে?

সর্দ্দার। কি মুশাই, ভাব্‌চ কি? ভয় পাচ্চ নাকি?

জীবন। না না, ভয় কি? চল না। (উভয়ের নৌকায় প্রবেশ)।

সর্দ্দার। কৈ মুশাই, তোমার সে নোক ত নাই?

জীবন। তবে কি পালিয়ে গেল!

১ম দস্যু। না মুশাই, তাকে মোরা পাইনি।

২য় দস্যু। তাকেই ত মুই আগে খুঁজেছি মুশাই।

জীবন। আচ্ছা তা যাক্। তোমরা শীগ্‌গির নৌকা ডুবিয়ে দাও। আর মালপত্র তোমাদের ইচ্ছেমত লুটে নিয়ে যাও।

সর্দ্দার। ভাই সব, তোমরা যা'র যা' খুসী লুটে নিয়ে যাও, আর লৌকর তলা ভেঙ্গে দাও, লা আপনিই ডুবে যাবে।

দস্যুগণ। বহুৎ আচ্ছা। (তথা করণ ও সকলের নৌকা হইতে অবতরণ)

সর্দ্দার। দেখ মুশাই, লা ডুব্‌ছে।

জীবন। তাইত দেখতে দেখতে নৌকা একেবারে ডুবে গেল! তবে চল, আর এখানে থেকে কি হবে, বৃষ্টিও ধরে গেছে।

সর্দ্দার। তাই চল। [সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

গ্রাম্যপথ।

(জীবন দাসের প্রবেশ।)

জীবন। ওরে বাবা! কি ভয়ানক দস্যু! বড় পালিয়েছি। এক একটা যেন যমের কিঙ্কর! কি জানি বাবা,—সঙ্গেত টাকা কড়িও ছিল। শালারা কেড়ে নিয়ে দু'ঘা মেরে তাড়িয়ে দিলে আর কি কত্তুম! যাক্, এবার তবে বেশটা খুলে ফেলি। এখানেও কি শালারা খুঁজতে আস্‌বে নাকি? না বাবা, এ রাস্তায় লোকজন আছে, বাড়ী-ঘরও আছে। এখানে আর ভয় কি? (বেশ খুলিয়া) ও বাবা, কি লম্বা দাঁড়ী! চাচা মিঞা

আমার কি করে এ বোঝা নিয়ে রাত দিন মুখে করে বেড়ান! আমার যে এই দু'ঘণ্টায়ই ত্রাহি মধুসূদন ডাক ছাড়িয়েছে? (বেশগুলি বগলে করিয়া) যাই, এবার সহরের দিকে যাওয়া যাক্। সবইত হ'ল, রামা ব্যাটাকে পাওয়া গেল না! কিন্তু দেনা আর দিতে পাচ্চে না। তার উপর আবার এই লোকশান! কত ধার কর্‌বে? তা'ত হ'ল, কিন্তু এ ব্যাটাকে না সরাতে পাল্লে, বড় বাবুর সেই সাধের অন্নকে পাই কি করে? ব্যাটা যে জোয়ান,—ওর সাম্‌নে যেতেইত আমার আত্মারাম খাঁচা ছাড়া! কিন্তু ব্যাটা যদি জান্‌তে পারে, আমার দ্বারা একাজ হয়েছে, তবে কোন্ দিন যে মাথায় লাঠী পড়বে, তার ত ঠিকই নেই! খুব কৌশলে কাজ সমাধা কর্‌তে হবে। যে করেই হোক্ মনিবের হুকুম তামিল করতেই হবে। যাই, রামা ব্যাটার অনুসন্ধান করিগে। ও বাবা! ও কারা আস্‌ছে? কাজ নেই বাবা প্রাণ নিয়ে পালাই। [প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

নদের চাঁদের বাটী।

দাওয়াতে কাপড় ঢাকা রমেন্দ্র শয়ান।

(দরজা খুলিয়া নদের চাঁদের প্রবেশ।)

নদে। দুর্গা শ্রীহরি, দুর্গা শ্রীহরি, দুর্গা শ্রীহরি! সিদ্ধিদাতা গণেশ! একি! এটা কি? দুর্গা, দুর্গা! আজ যে আমার অদৃষ্টে কি আছে, তা বল্‌তে পারি নে। ওরে কেরে? ওঠ্, পালা। নাঃ, এ যে নড়েও না! মারব নাকি ঘা কতক? ব্যাটাচ্ছেলে সারা রাত ককেন খেয়েছে—আর ভোর বেলা এসে এখানে ঘুমিয়ে পড়েছে! কি জাত না কি জাত,

তাইবা কে জানে। নাঃ, এ যে একেবারে মরার মত! যদি মরেই থাকে, তবে কি হবে? হায়, হায়! ওগো আমার কি হবে গো? ও যশী শীগ্গির আয়? এবার বুঝি তোর হাতের নোয়া খুলতে হ'ল! হায়, হায়, কোথাকার আপদ কোথায় এসে পড়ল!

(যশোদার প্রবেশ।)

যশো। ওগো, অমন করে চেঁচাচ্ছ কেন? কি হয়েছে?

নদে। হবে আর কি? যা হবার তাই হ'ল। এবার তোর হাতের নোয়া খুলতে হ'ল!

যশো। ছিঃ, বালাই! কি হয়েছে বলই না?

নদে। এই ত্থাখ্ মাগী, তোর কি চোক্ নেই?

যশো। ওমা তাইত!

নদে। বল্ এখন ফাঁশী যাবে কে?

যশো। আচ্ছা দাঁড়াও, তুমি অমন ক'র না আমি দেখ্‌চি। (রমেন্দ্রের গায়ে হাত দিয়া) ওগো বাছা, তুমি কে গা বাবু? উঠনা, বেলা হয়েছে।

রমেন্দ্র। (উঠিয়া) মা, মা, মা! (চোক্ মুছিয়া) এতক্ষণ আমি কি স্বপ্ন দেখ্‌ছিলুম! এ কি! আমি এ কোথায়? এ কা'রা?

যশোদা। ওগো, এ যে ভদ্র লোকের ছেলে! আহা, কেমন মা মা বলে ডাকে! ত্থাখ, তুমি কিছু ব'ল না,—যা হয় আমিই বল্‌ছি।

নদে। এই গো, তোকেও যে কোকেনে ধরেছে দেখতে পাচ্চি! তবু ভাগ্যি যে, এটা মরা নয়!

যশো। বাছা, তুমি কা'দের, তোমাদের বাড়ী কোথায়? তুমি এখানে কেন?

রমেন্দ্র। মা, আমি সুখসাগর থেকে আস্‌চি। অনেক রাত হয়ে-

ছিল বলে এখানে শুয়ে পড়েছিলুম। মা, আপনাদের এখানে একটু আশ্রয় পেয়ে বড়ই উপকৃত হয়েছি। আপনাদের এ মহৎ উপকারের ঋণ আমি কিরূপে শোধ কর্‌ব! যদি দয়া করে কোন কাজ করান, তবে শরীরের সামর্থ দিয়েও তা করব। মা গো! আমি মাতৃহারা অনাথ,—আপনিই আমার মা।

নদে। তবেই হয়েছে! মেয়ে মানুষ ত, একবার মা বলে কেউ ডাক্‌লেই হ'ল! ওগো দয়াময়ী যশোদা সুন্দরী, বুঝে শুঝে কাজ ক'র,—আমি কিন্তু কাউকে খাওয়াতে টাওয়াতে বা পয়সা কড়ি দিতে পারব না,—তা আগেই বলে রাখ্‌ছি।

যশো। বাবা, তোমার কোনও চিন্তা নাই। তুমি যখন আমায় মা বলে ডেকেছ, তখন জেনো তুমি আমার ছেলে।

নদে। না হে বাপু, ও সব হবে টবে না। এখানে কোনও সাহায্য হবে না।

যশোদা। তুমি চুপ্‌ কর। না বাছা, তোমার কোনই চিন্তা নাই,—তুমি আমার বাড়ীতেই থাকবে।

নদে। বড় ত বাড়ীওলী!

রমেন্দ্র। মহাশয়! আপনি আমার পিতার তুল্য। বৃথা রাগ কচ্চেন কেন? আমি ত আর টাকা পয়সার প্রার্থী নই।

নদে। তাইত বাবা, ভদ্র লোক কি আর তা করে!

যশোদা। হাঁ বাবা, তুমি কি সুখসাগরের জমীদার বাবুদের কেউ হও? তাঁ'রা ত খুব বড় জমিদার। দেশটাও নাকি খুব ভাল।

রমেন্দ্র। হাঁ মা, সে স্থান একদিন সুখেরসাগরই ছিল; কিন্তু এখন আর তা নাই! স্নিগ্ধ চন্দ্র-কিরণের পরিবর্ত্তে সেখানে এখন জোনাকীর আলো মিট্‌ মিট্‌ কর্‌ছে! সাধু সঙ্গমের পরিবর্ত্তে ভূতের আবির্ভাব হয়েছে মা!

এমন সোণারপুরী এখন শ্মশানে পরিণত হয়েছে! মা, সে সুখসাগর আর নেই; আছে কেবল দস্যুর উৎপীড়ন, আর পিশাচের তাণ্ডব নৃত্য!

যশোদা। তুমি তাঁ'দেরই কেউ হও বুঝি? সেখানে আমার মামা শ্বশুরের ঘরের ননদের ভাশুরের মেয়ের শ্বশুর বাড়ী, কিন্তু—

রমেন্দ্র। যদি আমি তাঁ'দেরই কেউ, তবে কি আর আমার এ দুর্দ্দশা হয় মা?

যশোদা। আচ্ছা সে কথা যাক্। এখন তুমি আমার একটা কথা রাখবে ত?

রমেন্দ্র। মাতৃবাক্য শিরোধার্য্য। বলুন কি কথা?

যশোদা। তোমাকে আমাদের বাড়ী চাকরী করতে হবে।

নদে। এ্যাঁ! মাগী বলে কি গো? চাক্‌রী কি রে?

যশোদা। বাবা, আমি নিঃসন্তান। বিষয় সম্পত্তি ভোগ করার কেউ নেই!

নদে। কেন, আমি?

যশোদা। আর ধর, আমাদের এইত বুড় বয়স। এই সব দেখা শুনই বা কে করে? তাই তোমাকে—

রমেন্দ্র। মা, আমি আর অর্থ-লোভে লোভী নই। অর্থ ই অনর্থের মূল, তা আমি বেশ জেনেছি।

নদে। ঠিক কথা বলেছ বাবা। ভদ্র লোকের মতই জবাব দিয়েছ, বেঁচে থাক বাবা। আর এ মাগী কোথাকার ছোট লোক গা?

যশো। তুমি ভুল বুঝেছ বাবা! আমি তোমার বিষয়ের অধিকারী হ'তে বলিনি। আমি বল্‌ছি,—তুমি আমাদের চাকরী কর,—বিষয় পত্র দেখা শুন কর।

নদে। (স্বগত) মাগী বলে কি গো! আমার এত কষ্টের পয়সা

শেষে কি পরে খাবে? উড়ে এসে জুড়ে বসবে! আমি ভাল খাইনে,—ভাল পরিনে, কোন রকমে দিন কাটাই! (রমেন্দ্রের প্রতি) ন্যাখ বাবা, ও স্ত্রীলোক, বিষয় সম্পত্তির কথা ওরা আর কি জানে। তবে এ কাজে একজন লোক আমাদের দরকার বটে। তা সামান্য দু'পাঁচ টাকা মাইনে হ'তে পারে। কিন্তু খোরাক পাবে না।

যশোদা। না বাবা, পঞ্চাশ টাকা মাইনে পাবে।

নদে। মাগী বলে কি গো! আমায় জ্যান্ত মেরে ফেল্‌বে দেখ্‌ছি!

রমেন্দ্র। না মা, এ কাজে এত মাইনে হতে পারে না। আমি এখন চল্লুম।

যশোদা। তবে কত হতে পারে বাবা?

রমেন্দ্র। পোনের টাকার বেশী নয়।

যশোদা। আচ্ছা, তবে তাই পাবে। তবে আজ থেকেই কাজ কর বাবা।

নদে। (স্বগত) তবু একটু বেশী হ'ল। যাক্‌গে, মাগীর সঙ্গে তো আর পারব না, (রমেন্দ্রের প্রতি) হ্যাঁ বাবা, তাই পাবে। কিন্তু খোরাকী পাবে না বাবা।

রমেন্দ্র। তবে আমি এখন যাই। কাঁশারীপাড়ায় একখানা ঘর দেখেছি, ভাড়া ও বেশী নয়,—আট আনা। খাওয়া দাওয়ার পর আসব'খন।

যশো। না না, তুমি এখানেই খাবে, থাকবে।

নদে। না বাবা, অমন কাজই করবে না। সামনে থাক্‌লে তোমায় চব্বিশ ঘণ্টাই খাট্‌তে হবে। আর ধর, তখন তেমন আদরও পাবে না।

যশো। আচ্ছা বাবা, এখন তবে তাই কর। (গোপনে রমেন্দ্রের আঁচলে একখানা নোট বাঁধিয়া দেওয়া) খাওয়া দাওয়ার পর শীগ্‌গির এস কিন্তু বাবা?

রমেন্দ্র। তা আসব মা। [প্রস্থান।

নন্দে। হাঁ যশী, তুই অবাক হয়ে চেয়ে থাক্‌লি যে? বাবা!—ছেলেটা কি যাদু করে গেল গা!

যশোদা। হাঁ গা, ঘরে চল, বেলা হয়েছে। তোমায় গঙ্গাস্নানের জোগাড় করে দিই গে।

নন্দে। চল। (যশোদার হাত ধরিয়া) স্থাখ্ যশী, একটু বুঝে শুঝে চলিস্,—তুই খরচ করিস্, আমার কিন্তু বুকটা ফেটে যায়! বহু কষ্টে পয়সা করেছি যশী!

যশো। তোমার পায়ের আশীর্ব্বাদে আমায় তেমন মনে ক'র না।

নন্দে। তা তো করিই না। তুই যে আমার চির সঙ্গী!

যশো! আশীর্ব্বাদ কর, তাই যেন হ'তে পারি।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

রামপদের বাড়ীর সম্মুখের পথ।

(ছাতি হাতে ও কাপড়ের পুঁটলী বগলে রামপদের প্রবেশ)।

রাম। হা ভগবান্! তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে এ সংসারে কেউ কিছু করতে পারে না। ভাঙ্গা গড়া তোমারই হাতে। আমরা ক্ষুদ্র প্রাণী, তাই তোমার মহিমা বুঝ্‌তে পারিনে। ভগবান! সুখও তোমার, দুঃখও তোমার। তুমি পরীক্ষক, আমরা পরীক্ষার্থী। দয়াময়! যত পার পরীক্ষা কর,—আমি কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট হব না। সুখেই রাখ আর দুঃখেই ফেল, তাও

তোমারই অপার করুণা—অপার মহিমা। তুমি যে ভাবে রাখ্‌বে, আমি তাতেই সুখী। নাঃ আর দাঁড়াতে পাচ্চিনে। এখানে একটু বসি। (উপবেশন) হা ভগবান্! তোমার লীলা অলৌকিক! প্রভু! তুমি আমায় এ কি কল্লে? কোন্ অপরাধে আমার এ সর্ব্বনাশ কল্লে? আমার সমস্ত মাল দস্যুতে অপহরণ কল্লে, নৌকাখানাও ডুবিয়ে দিলে! এখন আমার উপায় কি হবে ইচ্ছাময়? কেমন করে এত ঋণ শোধ কর্‌ব?

(কলসী কক্ষে কৃষক-পত্নীর প্রবেশ।)

১মঃ কৃঃ-পত্নী। হ্যাঁ দিদি! আবার নাকি রামের বউকে রেতেরবেলায় বড় বাবুর বজরায় নিয়ে গিয়ে মুরগী খাইয়েছে,—মদ খাইয়েছে?

২য়ঃ কৃঃ-পত্নী। ওলো তা লয়, তা লয়। একদিন ক্যানে? এমনি করে ত রোজই রেতে বড় বাবুর বজরায় যায়, আর ভোর রেতে আইসে।

১ম কৃ-পঃ। তা রামা—কিছু বুলে না?

২য় কৃঃ-পঃ। ওলো, সে কি তা জান্‌তি পারে? ও জান্‌লি পরে কি আর কারু মাথা থাক্‌বে।

১মঃ কৃঃ পঃ। তাই বুল্‌ছিলাম—গরিবের ঘরে সুন্দরী বউ আনাই অন্যায়।

২য়ঃ কৃঃ-পঃ। থাক্ ভাই, পরের কথায় মোদের কাজ কি? চল্ এখন জল আন্‌তি যাই। আবার কে কোথায় শুন্‌বে? যা'র মাথা, তারই ব্যাথা!

১মঃ কৃঃ-পঃ। হাঁ ভাই, তাই চল্।

[উভয়ের প্রস্থান।

রাম। (উঠিয়া) এ কি শুনি, কি শুনি! ভগবান্! আমায় শক্তি দাও! কর্ণ, তুই বধির হ! নয়ন, তুই অন্ধ হ! মা বসুমতি! তুমি দ্বিধা

হও; আমি তোমাতে প্রবেশ করি। যা'র ভক্তিতে, যা'র প্রেমে—আমি দেহ মন সমর্পণ ক'রেছি,—সে অন্ন আমার অসতী,—কলঙ্কিনী! বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড! তুমি চূর্ণ-বিচূর্ণ হও! বজ্র, তুমি এখনও নিস্তব্ধ রয়েছ? এস, এস, আমার মস্তকে পতিত হও! না, না,—আর না, অত্মহত্যাই আমার একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত। এ ঘৃণিত কলঙ্ক জীবন আর রাখ্‌ব না। এ কলঙ্ক-কালিমা মাখা মুখ আর লোকালয়ে দেখাব না। আত্মহত্যা, আত্মহত্যা! যাই, যাই। মা-গো পতিত পাবনী! এ অধমকে তোর কোলে স্থান দে মা! শোকে দুঃখে জর্জ্জরিত দেহ আর আমি বইতে পাচ্চিনে মা! ওই ওই, শুন, কে আবার বল্‌ছে—অসতী—কলঙ্কিনী! স্বর্গে দেবতা আছে,—আকাশে চন্দ্র সূর্য্য আছে,—পৃথিবীতেও জল বায়ু আছে,—লোকালয়েও মানুষ আছে,—তোমরা আমার সাক্ষী হও। অন্ন যদি আমার অসতী কলঙ্কিনী হয়, তবে আমার সংসারে তৃণগাছটি পর্য্যন্ত বিলুপ্ত করব—অন্নর নামটিও ধরা থেকে মুছে ফেল্‌ব—আর এই গঙ্গার বক্ষে চির অক্ষয়ভাবে লিখে রাখ্‌ব—এ সংসারে স্ত্রী-জাতিকে কেউ বিশ্বাস ক'র না—স্ত্রী-জাতির মধ্যে সতী বলে কেউ নাই! তারপর! তারপর নিজ প্রাণ গঙ্গাজলে বিসর্জ্জন দিয়ে সকল পাপের অবসান কর্‌ব! যাই, বিষের জ্বালা আর সহ্য কর্‌তে পাচ্চিনে। (অগ্রসর হইয়া) এ কি হ'ল! ওকে? ওই কি আমার সাধের অন্নপূর্ণা! যা'র ভক্তি-প্রেমে সংসারের শোক দুঃখ ভুলে গিয়ে শান্তিধামে বিরাজ কচ্ছিলাম,— এই ত সেই! হাঁ সেই অন্ন! কি বল্লি? তুই সেই অন্ন? না না মিথ্যা—প্রবঞ্চনা! সে অন্ন আর আমার নাই! ভগবান, তাই করুন। সে অন্ন যেন আর না আসে। এ্যাঁ, ও আবার কে? ওহো হো; হিঃ হিঃ হিঃ! ঘৃণিতা, কলঙ্কিণি, পিশাচিনী—তুই এখানে কেন? দূরহ পাপীয়ষি, মায়াবিনী! (পদাঘাত) এ্যাঁ! একি কল্লুম! কাকে মারলুম? যা'র দেহকান্তি একদিন দুগ্ধ-ফেন নিভবৎ কোমল ব'লে কুসুমাঘাত করতে ও প্রাণে আঘাত পেতুম,

যাকে অতি সন্তর্পণে বক্ষে ধারণ করে—রাগরঞ্জিত ওষ্ঠাধর সস্নেহে চুম্বন কর্‌তাম,—আমার সেই কোমলাঙ্গী হৃদয়েশ্বরীর বক্ষে পদাঘাত কর্‌লাম! না না, ঠিক হয়েছে। পাপীয়সীর উপযুক্ত শাস্তিই হয়েছে। এ কি! এত অপমানেও তোর লজ্জাও হ'ল না? এখনও ধীর,—স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছিস্? কি ঘোর মায়াবিনী! মুখে বিষাদের বিন্দুমাত্র চিহ্নও নাই! দেখলে মনে হয়, নিষ্পাপ—নিষ্কলঙ্ক! এ্যাঁ! তবে কি তাই? ভগবান্, আমায় শক্তি দাও? উপযুক্ত বিচার করে দাও প্রভু? যাই,—পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিগে।

[বেগে প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

অন্নর শয়ন কক্ষ।

মুদ্রিত নয়নে ফুল চন্দন হাতে অন্ন ধ্যানে মগ্ন।

(রামপদের প্রবেশ।)

রাম। এ কি! এ কে? অন্ন, অন্ন! বল্‌,—তুই কি সত্যই অসতী—কলঙ্কিনী? না না, অসম্ভব। তবে এ কি শুন্‌লুম অন্ন? অন্ন, অন্ন! একি তোর মায়া-ভক্তি,—এ কি তবে তোর প্রবঞ্চনা? বল্ অন্ন,—বল্? বড় বেদনা,—বড় কষ্ট! এ কি! নয়নে অশ্রুধারা কেন? ভগবান্, বলে দাও—কোন্‌টি সত্য? আমি যে বড় ভ্রমে পড়েছি প্রভু!

অন্ন। (স্বগতঃ) মোর প্রাণটা বড়ই ছট্‌ফট্ কর্‌চে! রাতদিন থালি তোমাকেই ডাক্‌ছি—তোমার পূজো করেই দিন কাটাচ্চি। তুমি দাসীর পূজা নাও। শুনেছি, একমনে পূজো কর্‌লে দেবতা সে পূজো পায়ে ঠেলেন না।

(রামপদের পায়ে ফুলচন্দন প্রদান।)

রাম। অন্ন, অন্ন! আমার হৃদয়ের আলো,—দেহের শক্তি,—মনের শান্তি,—জীবনের সুখ দুঃখের সমভাগিনী—আমার চিরসঙ্গিনী, আজ এ কি শুনি? সত্যই কি তুই অস——

অন্ন। (দাঁড়াইয়া) এই যে আমার প্রাণের প্রাণ—স্বর্ব্বস্ব ধন! (রামপদকে বুকে ধরিয়া) আমি এতক্ষণ তোমারই চরণ পূজো কচ্চিলাম। আমি তোমার জন্য বড়ই ভাবছিলাম। কি ঝড়,—কি ভয়ানক বিষ্টি! সারা দিন রাতই তোমার ভাবনা ভাব্‌ছিলাম, আর কত ঠাকুর দেবতাকে যে মানত করেছি, তা বল্‌তে পারিনে। চল, হাতমুখ ধোও, জলটল খাও? এ কি! তোমার মুখ শুকন কেন? চক্ষু রক্তবর্ণ কেন? হাত পা কাঁপ্‌ছে কেন? বল, বল কি হয়েছে? তোমার শরীর ভাল ত?

রাম। এঁ্যা!—বল্‌ব?—কি বল্‌ব? বল্‌ছি—তুই অস—। না না কৈ?—কি বল্‌ব?—কিছুইত বল্‌তে পাচ্চিনে!

অন্ন। হাঁগা! তুমি কি বল্‌ছ, আমিত কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্চিনে! হা ভগবান্‌! তুমি আজ আমার এ কি কল্লে?

রাম। হাঁ, বল্‌ছি। আমি ভালই আছি। বল্‌ তুই, কলঙ্—

অন্ন। (রামপদকে বুকে ধরিয়া) হাঁগা, তুমি সত্যি বল—কি হয়েছে। যদি কোনও মন্দ হয়ে থাকে, তার এত ভাবনা কি? যিনি মন্দ করেছেন—তিনিই আবার ভাল কর্‌বেন। এস, একটু জিরোও। তুমি অমন কর্‌লে আমি আর বাঁচব না!

রাম। যা. তুই মরে যা! তুই মরে গেলে, আমার এ কলঙ্ক দূর হবে। তুই অস——

অন্ন। (পায়ে ধরিয়া) তোমার পায়ে পড়ি। তুমি একটু ঠাণ্ডা হও। তুমি পাগলের মত কি বল্‌ছ, আমি যে কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্চিনে! তুমি স্থির হয়ে বল,—আমি তোমায় ঠিক উত্তর দেবো।

রাম। (স্বগত) মন, তুই একবার সাহস করে ব'লে ফেল্—'অন্ন, তুই অসতী, কলঙ্কিনী।' কিন্তু আমার বিবেক ত তা বল্‌তে পাচ্চে না। তবে এ কথা কি মিথ্যা ?

(বাহিরে পালকী বেয়ারাদের গোলমাল।)

অন্ন। হাঁগা! বল, তুমি আমায় কি বল্‌ছ,—আমি যে কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্চিনে,—আমায় সন্দ কচ্চ ?

রাম। হাঁ। সন্দেহের কাজ করেছিস্। তুই অ-স—

রাধারাণী ও রামলালের প্রবেশ।

রাধা। রামপদ! তুমি ভুল বুঝেছ! অন্নর মত মেয়ে অসতী বা কলঙ্কিনী হতে পারে না—কলঙ্কের ছায়াও অন্নকে স্পর্শ কর্‌তে পারে না।

রাম। এ কি! বড় মা ? (হাত জোড় করিয়া) মা! আমি বড়ই বিপদে পড়েছি। বল মা,—কি করব ?

অন্ন। (রাধার পায়ে ধরিয়া) দিদিমণি! আমার স্বামীর সুমতি করে দাও ? স্বামী ভিন্ন এ সংসারে আমার আর যে কেউ নেই!

রাধা। অন্ন! বৃথা উতলা হয়োনা। আমি রামপদের বিপদের কথা শুনেই এসেছি। রামপদ! তোমার কি হয়েছে ঠিক্ ঠিক্ বল,—আমি সাধ্য মত তার প্রতিকার কর্‌ব। তবে উপস্থিত তোমার নৌক ডুবে গিয়ে অনেক মাল পত্র নষ্ট হয়েছে, শুনেছি।

রাম। মা, সে বিপদ ত বিপদের মধ্যেই গণ্য করিনে। অদৃষ্টে যা ছিল, তাই হয়েছে। বরাতে না থাক্‌লে ব্যবসায় লাভ হয় না। আর ঐ সমস্ত মাল আমার একার নয়।

রাধা। রামপদ, তুমি এতক্ষণ কি বক্‌ছিলে ? আমি বাইরে দাঁড়িয়ে তোমার প্রলাপ শুন্‌ছিলুম। তোমার আকার দে'খলে মনে হয়—তুমি মহাসঙ্কটে পড়েছ। ভয় ও লজ্জায় যেন জড়সর হয়েছ। তোমার মুখের

সে ভাব নাই, দেহের সে শক্তি নাই, চোখের সে জ্যোতি নাই,—যেন নীরস—নিরানন্দময়! এ ভাবের কারণ কি, রাম?

অন্ন। দিদিমণি! আমার উপায় কি হবে?

রাধা। চুপ্ কর্,—কাঁদিস্‌নে। আমি সব বুঝ্‌তে পেরেছি। হাঁ অন্ন, তুই কি সে দিনকার কোনও কথা রামপদকে বলেছিস্?

অন্ন। না দিদিমণি। তোমরা যে বারণ করে দিয়ে ছিলে।

রাধা। তা হ'লে নিশ্চয়ই রামপদ কোন মতে সে কথা শুন্‌তে পেয়েছে। তাই উন্মাদের মত বক্‌ছিল। রামপদ! তুমি ভুল বুঝেছ,—অন্ন অসতী বা কলঙ্কিনী নয়।

রাম। মা, আমারও তাই বিশ্বাস।

রাধা। মিথ্যা কথা বেশিদিন থাকেনা, শীঘ্রই জলবুদ্‌বুদের মত মিলিয়ে যায়। ধার্ম্মিকের প্রাণে সত্যেরই প্রতিষ্ঠা হয়। রামপদ! আমি ধর্ম্ম সাক্ষী করে বল্‌ছি,—অন্ন সম্পূর্ণ নিরপরাধিনী,—অন্ন অসতী বা কলঙ্কিনী নয়। বল রামপদ, অন্নকে তুমি আর সন্দেহ করবে না?

রাম। নিশ্চয় না। কি করি,—পাঁচ জনের কথায় উত্তেজিত হয়ে ছিলাম। তার পর আবার বিপদের উপর বিপদ!

রাধা। আমি রামলালের মুখে তোমার সমস্ত বিপদের কথাই শুনেছি। কি করব রামপদ,—ভগবানের হাত ছাড়া আর যে পথ নাই? তবে তোমার প্রধান শত্রু জীবনদাস। আমিও তা'র উপযুক্ত ব্যাবস্থা কচ্চি। ভগবান্ তোমায় রক্ষে করবেন। রামলাল! আমার ক্যাশ বাক্স দাওত?

(রাধার হাতে ক্যাশ বাক্স প্রদান।)

রাধা। বাবা রামপদ, আমার হাতে উপস্থিত নগদ টাকা নেই। তোমার দেনা শোধ করবার জন্য আমি এই গওনাগুলি তোমায় দান কচ্চি।

বোধ হয় এতেই তোমার সব দেনা পরিশোধ হয়ে যাবে। এতে অনেক দামী জিনিষ আছে।

রাম। মা! সন্তানের অপরাধ ক্ষমা কর্‌বেন। আমার দেহে মানুষের রক্ত থাকতে আমি এমন কাজ কর্ত্তে পারব না। আপনার গায়ের গওনা বিক্রী করে আমার দেনা শোধ করা চেয়ে আমার সর্ব্বস্বান্ত হওয়াও ভাল।

রাধা। রামপদ, এই গওনাগুলি পুরন,—আমি আর ওসব পরিনে। আমি টাকার পরিবর্ত্তে এই গওনা দিচ্চি, তুমি গ্রহণ কর। তুমি না লইলে আমি মনে দুঃখ পাব।

রাম। অন্ন! অন্ন! শেষে কি আমার অদৃষ্টে এই ছিল?

অন্ন। দিদিমঁণি! তুমি দেবী, তোমার এ অবিচার কেন?

রাধা। অন্ন! তুই কি আমার সেদিনকার কথা এরি মধ্যে ভুলে গেলি? আর আমার মনে দুঃখ দিস্‌নে। কোনমতে দেনা শোধ করে, আগেত পূর্ব্বপুরুষের ভিটে বাড়ী রক্ষা কর। তারপর ঈশ্বর যা করেন তাই হবে। (অন্নর হাতে বাক্স প্রদান) রামপদ, বিক্রী করবার সময় খুব হুঁশিয়ার হয়ে বিক্রী কর্‌বে। সঙ্গে কয়েকজন ভাললোক নিও। আর যখন যা' হয়, আমায় খবর দিও। আর পরের কথায় নিজের ঘরে আগুন দিও না। (রামের হাত ধরিয়া। রামপদ, অন্ন সাধ্বী—সতী—পতিব্রতা। অমন নিষ্কলঙ্ক চরিত্রে লোকের কথায় বিন্দুমাত্রও সন্দেহ ক'রো না। রামলাল! বাড়ী চল, রাত হয়েছে।

রামলাল। বহুৎ আচ্ছা মায়ী। [প্রস্থান।

রাধা। তবে এখন আসি রামপদ। [প্রস্থান।

অন্ন। হাঁগা, একথা তুমি আমায় একটিবার জিজ্ঞেস কল্লেই ত আমি উত্তর দিতাম।

রাম। (অন্নকে বুকে ধরিয়া) অন্ন! আর বৃথা লজ্জা দিওনা। বল, আমায় ক্ষমা করবে?

অন্ন। এ জগতে এ অভাগিনীর তুমি ছাড়া আর কে আছে? এখন ঘরে চল, বিশ্রাম করে কিছু খেয়ে দেয়ে তারপর সব কথা হবে।

রাম। তাই চল। কিন্তু কালই আমায় কলকাতা যেতে হবে। আর দু'দিনের মধ্যে বড়বাবুর দেনা শোধ করতে না পার্‌লে আমাকে দেশান্তর হ'তে হবে।

অন্ন। আচ্ছা, তা যা হয় করা যাবে। দেখ্‌লে ত! দিদিমণি মানুষ নয়—দেবতা!

রাম। নিশ্চয়। সত্য-ব্রত-পালন, ধর্ম্মাচরণ, আর পরোপকার—এইগুলি তাঁ'র জীবনের প্রধান কাজ,—আর তাতেই তিনি সুখী।

অন্ন। কিন্তু একটি দুঃখ—বড়বাবু দিদিমণিকে ভালবাসেন না!

রাম। তিনি অন্ধ,—তাই এমন সতীরত্নে বঞ্চিত! চল অন্ন, বিশ্রাম করিগে?

[উভয়ের প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

—:*:—

শৈলবালার পিত্রালয়।

(রামলালের প্রবেশ।)

রাম। দুনিয়ামে কই সুখী নেহি হ্যায়! আগারি সুখ্‌ পিছে দুখ্‌, নেহি ত আগারি দুখ পিছে সুখ। পিছে সুখ সবসে আচ্ছা হ্যায়। ক্যায়া জানে হামারা নসীবমে ক্যায়া হায়! আবি লক্ষ্মীময়ীকো সাথ্‌মে দেখা কর্‌কে, ছোটমায়ীকো লেকে ঘরমে চলা যায়েগা। হাঁ লক্ষ্মী! তু হামার হোবে না?

(লক্ষ্মীময়ীর প্রবেশ)

লক্ষ্মী। এ কে ! রামলাল ? তুমি এ সময় কি মনে করে ? দিদিমণি ভাল আছেন ত ? রমেন্দ্রবাবু ভাল আছেন ত ?

রাম। হাঁ লক্ষ্মী, সব ভালা হ্যায়। তোম্‌লোক সব আচ্ছা হ্যায় ?

লক্ষ্মী। না রামলাল, তোমার মুখের ভাব দেখে আমার সন্দেহ হচ্চে। তুমি সত্যি বল,—সকলে ভাল আছে ত ?

রাম। লক্ষ্মীময়ী !

লক্ষ্মী। (রামলালের হাত ধরিয়া) এ কি রামলাল ! তোমার চোখে জল ! তোমার মত সত্যপ্রিয় বীরের মুখে এমন বিষাদের ছায়া পড়া নিশ্চয় অমঙ্গলের চিহ্ন ! রামলাল ! তুমি যদি আমায় ভালবেসে থাক, তবে সত্য বল, কি হয়েছে ?

রান। লক্ষ্মী ! বড়ি দুখ্‌কা বাত্‌ ! বড়বাবু আউর জীবনে শালা রমেনবাবুকো ঘর্‌সে নিকাল্‌ দিয়া হ্যায়,—আউর বোলা, বুড়াবাবা উইল কিয়া হ্যায়—এই বিষয় সম্পত্তি সব্‌ বড়বাবুকা একলা হ্যায়, রমেনবাবুকো এক আধালা বি নেহি মিলেগা।

লক্ষ্মী। তারপর ?

রাম। রমেনবাবু একদম্‌ কলকাত্তা চলা গিয়া। হাম্‌ আড়াল্‌সে সব শুনা হ্যায়।

লক্ষ্মী। তুমি রমেনবাবুকে বারণ কল্লে না কেন ?

রাম। হাম বহুৎ বোলা হ্যায়। যানে বি মানা কিয়া থা। লেকেন্‌ শুনা নেহি।

লক্ষ্মী। কলকাতায় কোথায় আছে ?

রাম। সো হাম্‌ সব মালুম হ্যায়। পিছে সব বোলেগা।

লক্ষ্মী। দিদিমণি কিছু বল্‌লেন না ?

কর্‌তে পার্‌লুম,—সেই পরের বাড়ীই বাস কর্‌লুম,—তবে আর আমার সুখ কিসের! আর লোকেইবা আমায় কি বল্‌বে?

ব্রজ। আচ্ছা চুপ কর,—চুপ কর প্রাণেশ্বরী! আমি আজই তোমার সে ব্যাবস্থা কচ্চি। তোমার ব্যাবস্থা না করে আজ জল গ্রহণও করব না, জেনো।

বাইজী। তবে মদ ছাড়বে ত?

ব্রজ। তবে তুইও বল্‌, আর ঐ শালাকে ঢুক্‌তে দিবিনি?

বাইজী। কে সে! সতীন্দ্র? সে যে তোমারই বন্ধু! ছিঃ, তুমি কি পাগল! তাকে সন্দেহ করা তোমার ভুল। আচ্ছা, তা'র উপর যদি তোমার সন্দেহ হয়ে থাকে, তবে তুমি নিশ্চয় জেনো, আর তা'কে এখানে দেখ্‌তে পাবে না। তবে তুমি বল, মদ ছাড়বে ত?

ব্রজ। আলবাৎ।

(জীবনদাসের প্রবেশ।)

ব্রজ। কেও! জীবন? কি খবর?

জীবন। হুজুর, কিস্তি মাৎ!

বাইজী। কিস্তি মাৎ কি জীবনবাবু?

ব্রজ। আহা, তুমি স্ত্রীলোক, ওসব কথায় তোমার দরকার কি? জীবন!

জীবন। হুজুর।

ব্রজ। আমায় এখনি পঁচিশ হাজার টাকা দিতে হবে?

জীবন। এতটাকা এখন কোথায় পাব হুজুর?

ব্রজ। Stupid! আবি লাও? আমার কাঞ্চনদিঘী বাঁধা দিয়ে টাকা এনে দাও?

জীবন। সে যে অনেকদিন—

ব্রজ। তবে বেনেপুকুর আর খলশী মহাল?

জীবন। তাও যে—

ব্রজ। তবে সাহেবগঞ্জের হাট ?

জীবন। তাতে আর কত টাকা হবে হুজুর ?

ব্রজ। ড্যাম শূয়ার! সবই কি আমি বলে দেবো? তুমি বুঝি কিছু জান না? যাও, আবি যাও? য্যায়সে হয় রূপেয়া লিয়াও? না হয় আমার বাড়ী থেকে—

জীবন। বহুৎ আচ্ছা। [প্রস্থান।

বাইজী। (স্বগত) তবে ত দেখচি বাবুর কাপ্তেনী হয়ে এসেছে! আর এভাবে খরচ কর্‌লে রাজত্বই যায়, এত আর কোন্ ছার!

ব্রজ। বাইজী! তুমি আমায় গালাগালি দিচ্চ? না, আর মদ খাব না।

বাইজী! উহুঁ, মোটেই না! কেন, খুব খাও, এন্তার চালাও? টাকা না থাকে স্ত্রী পুত্র বাঁধা দিয়ে খাও! কেউ তোমায় বারণ করবে না!

ব্রজ। না বাইজী, আর খাব না। যদি খাই. তবে তা গোমাংস।

বাইজী। তা মাতালের খেয়ালত!

ব্রজ। (বাইজীর হাত ধরিয়া) না প্রিয়ে, আর খাবনা। (দীর্ঘনিশ্বাস পূর্ব্বক) ঢের হয়েছে! বেশ বুঝেছি! বাইজী, ঘরে চল, আমার মাথা ঘুরচে! [উভয়ে প্রস্থান।

অষ্টম দৃশ্য।

—:o:—

নদের চাঁদের দোকান ও বাড়ী।

নদেরচাঁদ রোগশয্যায় শায়িত এবং রমেন্দ্র কর্ত্তৃক খাতাপত্র লিখন।

নদে। বাবা রমেন! বুঝি এবার আর বাঁচব না, শরীর বড়ই দুর্ব্বল!

রমেন্দ্র। আপনি এত ভাবেন কেন? ভাব্‌লে তো ব্যামো বেশী হয়। আমি আজই একজন সাহেব ডাক্তার এনে দেখাব'খন।

নদে। না বাবা ডাক্তারে কাজ নেই। আমার নিতেই কব্‌রেজ বেঁচে থাক। কোন টাকা কড়িও লাগে না, ওষুধও ভাল। আর তাই খেয়েই ত আমি এত কাল কাটালুম। সে বড় ভাল মানুষ—আমারই খাতক।

রমেন্দ্র। তা হোক্‌। একজন বড় ডাক্তার আন্‌লে বেশী কিছু ত নয়,—ষোল টাকা বিজিট নেবে মাত্র।

নদে। ওরে বাবা! ষোল টাকা!! এ যে আমার ষোল মাসের খোরাকী বাবা? দেখছনা বাবা,—আট হাতের বেশী কাপড় পরি না। এ জন্মে এক জোড়া জুত বা জামা কেমন, তা জান্‌লুম না! কাজ নেই বাবা আমার অমন ডাক্তারে। তুমি একবার নিতেই কব্‌রেজকে ডেকে নিয়ে এস?

রমেন্দ্র। কেন, আপনার অভাব কিসের? আচ্ছা, এ টাকা আপনাকে দিতে হবে না। মা বলেছেন তিনিই দেবেন।

নদে। তোমার মায়ের কথা ছেড়ে দাও বাবা। আমি মৈলে সে তো এক দিনেই এ সব উড়িয়ে দেবে!

রমেন্দ্র। বা, আপনি মর্‌বেন কেন? বড় ডাক্তার এলে আপনি নিশ্চয় ভাল হবেন।

নদে। অাঁ, বল কি, ভাল হব? তবে না হয় একবার দেখালেও হয়। কিন্তু বাবা, ব্যাটারা এসে যে দু'মিনিটও বস্‌বে না?

রমেন্দ্র। না না, তা কেন হবে। তা'রা যে ধন্বন্তরি। রোগী দেখ্‌লেই তা'রা রোগ চিন্‌তে পারে।

নদে। ধন্য বাবা ইংরেজী বিদ্যে! দু'মিনিটেই ষোল টাকা! আচ্ছা, দেখত তবিলে কত টাকা জমা আছে। আজ কিন্তু জগৎবাবু পঁচিশ হাজার টাকা মায় সুদ সব টাকা মিটিয়ে দেবে। তার দলিলখানা বার করে রাখ।

রমেন্দ্র। যে আজ্ঞে। তবিলে এক লক্ষ বার হাজার দু'শ একুশ

টাকা তিন আনা সাড়ে সাত গণ্ডা আছে। (দলিল প্রদান) এই নিন্ জগৎবাবুর দলিল।

নদে। (দলিল গ্রহণ) হাঁ ঠিক হয়েছে। তবে তুমি এখন খাতা সেরে ফেল, সুদ টুদ কশে রাখ। দেখ বাবা, ভুল যেন না হয়।

রমেন্দ্র। আজ্ঞে না, তা কেন হবে।

(যশোদার প্রবেশ)

যশো। রমেন, এ কি! তুমি এখনও ডাক্তার আনতে যাওনি বাবা? শীগ্‌গির যাও?

নদে। ওগো তা যাবে'খন। টাকা যে লাগবে ষোলটি—তার খবর রাখ?

যশো। তোমার ত সেই হ'ল ভাবনা। তোমার এ যক্ষের ধন যক্ষেই খাবে। না ভাল খাবে,—না ভাল পরবে,—না কাউকে এক পয়সা দান করবে! তীর্থ ধর্ম্ম করতে তো তোমার ফুর্শরৎই নেই। কেবল টাকা আর সুদ!

নদে। ওগো তা নয়। ডাক্তার দেখাব বই কি! তবে ভিজিট্‌টে যেন কিছু কমেসমে হয়,—তাই বল্‌ছি।

যশো। আচ্ছা তা হবে'খন। তার বিষয় তোমার ভাব্‌তে হবে না। যাও ত বাবা, শীগ্‌গির করে যাও! বড় সাহেব ডাক্তার আন্‌বে।

রমেন্দ্র। তাই আন্‌ব। তবে আমি চল্লুম। (স্বগত) মা, তোমার দয়া আমি এ জীবনে ভুলতে পার্‌ব না। সে দিন তুমি আমার আঁচলে নোট বেঁধে দিয়ে ছিলে। মাইনে পোনের টাকা,—কিন্তু তুমি আমায় একশ' দেড় শ টাকা দিচ্চ। তুমি যে আমায় কি স্নেহ-চক্ষে দেখেছ, তা তুমিই জান।

[প্রস্থান।

যশো। তবে আমি যাই, তোমার মুখ ধোবার জল গরম করিগে।

নদে। হাঁ, তাই যাও। ডাক্তার আস্‌বে'খন। ওঃ বাবা! শরীর যে গেল! (পাশ পরিবর্ত্তন।) [যশোদার প্রস্থান।

(জীবন দাসের প্রবেশ।)

জীবন। ও বাবা! ওরা কারা? এ যে রামপদ, হরিপদ, বলাই, আরও কে কে আস্‌চে! দেখা যাক না, ব্যাটারা কি করে। একটু আড়ালে থাকিগে। (আড়ালে অবস্থান।)

নদে। (অতি কষ্টে উঠিয়া সিন্ধুকের চাবি টানিয়া দেখা ও পুনঃ শয়ন)। কি জানি বাবা, মানুষের মন—কখন কি হয়, তা কে বল্‌তে পারে? বিপদ তো আর মানুষের রোজই হয় না? দুর্গা, দুর্গা,! উঃ আবার বুঝি জ্বর এল।

(বাক্স হাতে রামপদ, হরিপদ ও বলাইর প্রবেশ।)

রাম। কর্ত্তা মশাই বাড়ী আছেন কি?

নদে। কে গা?

রাম। আজ্ঞে আমরা একটা কাজের জন্য আপনার কাছে এসেছি।

নদে। কি কাজ?

রাম। কতকগুলি গওনা বিক্রী কর্‌ব।

নদে। আচ্ছা ভাল, এদিকে এস, দেখি কি গওনা।

(সকলের অগ্রসর।)

জীবন। (আড়াল হইতে দেখিয়া, স্বগত) ও বাবা! গওনা কি গো? যা হোক্, এই সুযোগে পুলিশ ডেকে ব্যাটাদের চোর বলে ধরিয়ে দি। নিশ্চয় চোরাই মাল! ও বা বা, দেনা শোধ করবার জন্য কত ফিকিরই কচ্চে! এবার জব্দ কর্‌বই কর্‌ব। [প্রস্থান।

রাম। এই নিন, যাচাই করুন (বাক্স প্রদান।)

নদে। (অতি কষ্টে বাক্স হাতে করিয়া) ও বাবা, ভারিও ত কম নয়! (গওনা যাচাই)।

রাম। আপনার অসুখ করেছে বুঝি ?

নদে। হাঁ বাবা, সামান্য একটু জ্বর হয়েছে। টাকা কি আজই চাই ?

রাম। আজ্ঞে হাঁ, এখনি চাই। আমরা অনেক দূর থেকে আপনার নাম শুনেই এসেছি।

নদে। আচ্ছা, তা বেশ করেছ বাবা। তোমরা এখানে একটু বস, আমি ওজনটা করে নি। (ওজন করণ।)

(জীবন, দু'জন পুলিশ ও জমাদারসহ প্রবেশ।)

জমাদার। আউর কেত্‌না ধূর যানে হোগা মুশাই ?

জীবন। না না ঠাকুরজী, এই যে, ঐ দেখুন,—ও সব গওনা আমাদের বড় গিন্নীর। এই তিন ব্যাটা চুরি করে এখানে বিক্রী কচ্চে। আমি সারা রাত ব্যাটাদের পিছু পিছু ফিরেছি। ঐ দেখুন—জমাদার সাহেব, ঐ আমাদের গিন্নির নেকলেস্‌—পোদ্দার ওজন কচ্চে। শীগ্‌গির পাকড়াও—নৈলে সব মাটী হবে। এই নাও। (জমাদারের হাতে টাকা প্রদান।)

জমা। পোদ্দার-জী, এ সব গওনা কিস্‌কো ?

নদে। এ্যাঁ—এ্যাঁ! আমি তো তা বল্‌তে পারিনে! না না বাবা, এই যে—এই যে,—এদের, জমাদার সাহেব। আমার দোষ নেই বাবা!

জমা। কিশনলাল, ভরতসিং! জল্‌দি এ তিন আদ্‌মীকো পাকড়াও (পুলিশ কর্ত্তৃক তিনজনের হাতে হাতকড়ি প্রদান।) পোদ্দারজী, বাকস্‌ হাম্‌কো দাও ?

নদে। (গওনা সহ বাক্স প্রদান) এই নাও বাবা। দোহাই তোমার, আমার কোন দোষ নেই বাবা।

জীবন। কেমন জব্দ! আমায় অপমান ?

জমা। তোমার বি কসুর হায় পোদ্দারজী। তোম্‌ কাহে চোরাই মাল লেতা হায় ?

নদে। এ্যাঁ বাবা, তা—তা—এই নাও। (টাকা প্রদান)।

জমা। আচ্ছা তোম্ ঘাবড়ও মৎ। লেকেন সাক্ষী দেনে হোগা।

নদে। আলবাৎ হুজুর—একশো বার।

জীবন। তবে চলুন, জমাদার সাহেব। আপনি নিজ চক্ষে দেখ্‌লেন ত?

রাম। কেও! জীবন বাবু? নমস্কার মশাই! আমাদের উপর আপনার এত দয়া কেন জীবন বাবু?

জীবন। শুন্‌ছেন জমাদার সাহেব, আমায় ঠাট্টা! কেন বাবা, চুরি কর্‌বার সময় মনে ছিল না?

হরি। কি, আমরা চোর?

বলাই। মুখ সাম্‌লিয়ে কথা ক'স! মনে নাই বুঝি সেদিনকার কথা?

রাম। তোরা চুপ্ কর। পাপ ক'রে থাকি,—শাস্তি পাব।

জমা। চল্ শালা মজা দেখায়ে গা। (ধক্কামারা ও সকলের প্রস্থান।)

নদে। হায়, হায়, কি হল! ওগো কোথায় গেলে গো! শীগ্‌গির এস গো! হায়, হায়, আমি বুঝি গেলাম গো! (শয়ন)।

(যশোদার পুনঃ প্রবেশ।)

যশো। (গায়ে হাত দিয়া) ও কি গো! জ্বর এল বুঝি! তাই ত, ডাক্তার ত এখনও এল না! এখন উপায় কি হবে! ওগো আমার কি হ'ল গো! (কান্না)।

নদে। কাঁদিস্‌নে, কাঁদিস্‌নে! থাম্ থাম্। ঈশ্বর আছেন,—ধর্ম্ম আছেন,—আমি আছি,—তুমি আছ,—রমেন আছে,—আর ভেব না! আমায় ধরে নিয়ে চল। বড় বিপদ গো,—বড় বিপদ! তোমায় বল্‌ব'খন। নাও, এই উইল খানা ধর। বলা ত যায় না—মানুষের কখন কি হয়।

[উভয়ের প্রস্থান।

নবম দৃশ্য।

—:*:—

রমেন্দ্রের বাসা-গৃহ।

(শিশুকোলে শৈল ও রামলালের প্রবেশ।)

শৈল। রামলাল! আমি এখানে একটু দাঁড়াই,—তুমি কাউকে জিজ্ঞেস কর।

রাম। হা মায়ি! এহি ভারি কল্‌কাত্তা সহরমে এক একঠো বাড়ীমে দশ দশ আদ্‌মী রহে তো কিসিকো কৈ নেহি জান্‌পস্‌ন্তে হ্যায়! ছোটা মায়ি! রমেন্ বাবুকা হাল্‌চাল্ হিঁয়াপর ব্যায়সা হ্যায়, কৈ আদ্‌মী কো নেহি মালুম হোগা। আপ্ জেরা হিয়াপর ঠাঁড়া রহো,—হামি ইধার উধার তপাস করেগা। খোঁকা কো আচ্ছি তরে ঢাকৃকে রাখ,—ঠাণ্ডা মৎ লাগাও। হাঁ মায়ি! আপ্‌কা পাছ্ কুছ্ সোণা চাঁদি নেহি তো?

শৈল। না রামলাল, তুমি বারণ করেছ যে।

রাম। ঠিক হ্যায় মায়ী।

(রমেন্দ্রের প্রবেশ।)

রমেন্দ্র। এ কি! রামলাল?

রাম বাবু।

র - দ্র তামরা এখানে এলে কি ক'রে?

শৈল। কেন, আস্‌তে নেই কি?

রাম। শৈল! এ দুঃখ-সাগরে তুমিও ভাস্‌তে এলে?

শৈল। তোমার পক্ষে দুঃখ হ'লেও, আমার কিন্তু তাতে বড় সুখ,—বড় শান্তি! এই নাও—তোমার সাধের ধন। (শিশুকে কোলে প্রদান।)

রমেন্দ্র। (কোলে করিয়া চুম্বন) তোমরা সকলে ভাল আছ ত?

শৈল। ভাল আর রাখ্‌লে কোথায় ?

রমেন্দ্র। শৈল! ভগবানের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেউ কি কিছু কর্‌তে পারে ? তুমি বৃথা দুঃখ ক'র না। (রামলালের প্রতি) রামলাল! বিপদের বন্ধু! তোমার উপযুক্ত পুরস্কার যদিও এখন আমার সাধ্যাতীত—ভগবান্ অবশ্যই তা তোমায় দেবেন। (শৈলর প্রতি) শৈল! বৌদিদিকে বলে এসেছ ত ?

শৈল। আমি দিদির কথা ছাড়া কোনও কাজ করি নে—তা কি তুমি জান না ? তবে তিনি স্ব-ইচ্ছায় আদেশ দেন নি।

রমেন্দ্র। শৈল! যদি তুমি আমার দুঃখের ভাগ নিতেই এসে থাক, তবে এস,—ভগবানের ইচ্ছাই পূর্ণ হোক্। খোকাকে নিয়ে ঘরের মধ্যে যাও।

(খোকা সহ শৈলের গৃহে প্রবেশ।)

রাম। ছোট বাবু! আপ্ ঘাপ্‌রাও মৎ। হামারা জান্ দেকে আপ্‌কা কাম্ করে গা। আভি ক্যা হুকুম বলিয়ে ?

রমেন্দ্র। রামলাল! বড় পুণ্য-ফলেই তোমার মত বন্ধু পেয়েছি। এই নাও একটি টাকা। ডাল চাল তরকারী যা' যা' দরকার হয়, কিছু কিছু এনে দাও। একটাকার বেশী যেন না লাগে,—আমার হাতে এখন বেশী কিছু নেই।

রাম। সো ভাব্‌না মৎ করিয়ে। আপ্‌কা রূপেয়ামে কুছ্ দরকার নেহি হায়। হাম্ হুকুম মাঙ্‌তা হায়, আউর কুছ নেহি বাবু।

রমেন্দ্র। তুমি টাকা কোথায় পাবে ?

রাম। আপ্‌কা রূপেয়াই হামারা পাস্ হায়।

রমেন্দ্র। আমার টাকা!

রাম। হাঁ, আপ্‌কা টাকা। [প্রস্থান।

রমেন্দ্র। (স্বগত) ধন্য রামলাল!

(শৈলর পুনঃ প্রবেশ।)

রমেন্দ্র। শৈল! এ দারিদ্র-যাতনা ভোগ কর্‌তে এলে কেন? তোমার পিতার তো কিছুরই অভাব নেই, বেশ সুখে থাক্‌তে পার্‌তে?

শৈল। স্বামিন্! হৃদয়বল্লভ! আমি বুদ্ধিহীনা সামান্য স্ত্রীলোক মাত্র। তুমি পুরুষ ও জ্ঞানী। তোমায় আমি আর কি বুঝাব। তবে এই বল্‌তে পারি,—যে সুখের ভাগী হয়, তার দুঃখেরও ভাগী হওয়া চাই—আর তা'তে তার অধিকারও আছে।

রমেন্দ্র! এ কথা তোমার মত সতীলক্ষ্মীর মুখেই সাজে। শৈল! বহু পুণ্যফলেই আমরা হিন্দুকুলে জন্মেছি। কিন্তু আমি তোমায় এক দণ্ডের জন্যও সুখী কর্‌তে পার্‌লাম না—এই দুঃখই—।

শৈল। মিথ্যা কথা। তুমি সুখী না হ'তে পার, আমি কিন্তু তোমার চরণে আশ্রয় পেয়ে স্বর্গসুখেই আছি। নাথ! এ কথা কি আর খুলে বল্‌তে হবে? আমি ঐশ্বর্য্য চাই না—এমন কি তোমায় পেয়ে—তোমার যত্নে—তোমার স্নেহে যেন আমি পিতা মাতাকেও ভুলে গেছি,—আমি কেবল তোমারই চরণ প্রত্যাশী। তোমার স্নেহ-মাখা সম্বোধনে,—তোমার সুখকর—কর-স্পর্শে আমার মনে হয়—স্বর্গেও এ সুখ মিলে না। এ সুখ যে পায়, সে ছার স্বর্গ সুখের কামনা করে না!

রমেন্দ্র। (শৈলকে বুকে ধরিয়া) হৃদয়েশ্বরি! ঠিক কথা বলেছ। পতি-পত্নীর এ অভিন্ন হৃদয়ের মিলনের মত সুখ স্বর্গেও মিলে না। শৈল! বল্‌তে কি, প্রথম আমার মনে হচ্ছিল—তুমি বড়লোকের বড় আদরের মেয়ে,—হয় ত আমার এদশায় আমার প্রতি তোমার একটা তাচ্ছল্য ভাব হবে। কিন্তু আজ আমার সে ভ্রম দূর হ'ল। বড় ঘরের বা শিক্ষিত সমাজের স্ত্রীলোক—তোমার মত দেবী-তুল্যা হওয়াই সঙ্গত; না হওয়াই রীতিবিরুদ্ধ। অবশ্য গরিবের ঘরে অনেক সময় শিক্ষার অভাব ঘট্‌তে পারে।

(মুটেগণের প্রবেশ।)

১মঃ মুটে। হাঁ বাবুজী, এই কি রমেন বাবুর বাড়ী?

রমেন্দ্র। হাঁ, তোমাদের কে পাঠিয়েছে?

২য়ঃ মুটে। রামলাল সিং মহারাজ,—রমেন বাবুর দরোয়ান্।

রমেন্দ্র। (স্বগত) রামলাল! তুমি মানুষ নও—দেবতা!

শৈল। এত জিনিষ রাখ্‌ব কোথায়?

রমেন্দ্র। শৈল, তুমি এসব জিনিষ ভিতরে রাখগে। আমি যাচ্ছি।

শৈল। তবে তুমিও এস। [শৈল ও মুটেগণ প্রস্থান।

রমেন্দ্র। (স্বগত) রামলাল! তোমার ঋণ আমি শোধ কত্তে পারব না! যাই, আমিও রামলালকে বাড়ী পাঠাবার ব্যাবস্থা করিগে। রামপদের মোকদ্দমার দিন বৌদি উপস্থিত না হলে আর রামপদকে খালাশ কত্তে পারব না। রামলালকে সব বুঝিয়ে শুঝিয়ে বাড়ী পাঠাইগে।

(গৃহাভ্যন্তর হইতে শৈলর চীৎকার)

শৈল। ওগো শীগ্‌গির এস গো, আমার বুঝি সর্ব্বনাশ হলো গো! ও গো শীগ্‌গির এস—আমার কি হ'ল গো! (কান্না।)

রমেন্দ্র। এ কি! শৈল কাঁদ্‌ছে কেন? [প্রস্থান।

(পটপরিবর্ত্তন—খোকার শিয়রে রমেন ও শৈল।)

রমেন্দ্র। (দাঁড়াইয়া) শৈল! আর কি দেখ্‌ছ? জীবনের হাসি খেলা এক দণ্ডেই ফুরিয়ে গেল! এম্‌নি করে আরও কত যাবে,—কত আস্‌বে! ভগবান্!—

শৈল। ওগো,—আমার বুকের ধন বুঝি ফাঁকি দিয়ে চলে গেল! ওমা আমার কি হবে গো!

রমেন্দ্র। পাগল! এ সংসারে যা হ'বার তা'ই হ'ল! নূতন আর কি হবে? ভগবান্! এ আবার তোমার কেমন খেলা প্রভু? এ দরিদ্র

অনাথের পর্ণ কুটীরে বাস,—ছিন্ন বস্ত্রে দেহ আবৃত,—স্বহস্তে এক বেলা হবিষ্যান্ন মাত্র আহার! যাঁ'র সহায় সম্পদ নাই,—এমন কি, এক মুষ্টি অন্নের জন্য যে পরমুখাপেক্ষী,—তা'র আজ এ কি কল্লে দয়াময়? ইচ্ছাময়! সবই তোমার ইচ্ছা। শৈল! আর ভাব্‌ছ কি? এ সংসার নাট্যমন্দির! নিত্য নিত্য কত অভিনব অভিনয় দেখতে পাবে'থন।

শৈল। ওগো, আমার বাছা বুঝি আর নেই গো! ও মা, আমার কি হ'বে গো!

রমেন্দ্র। শৈল! আর নাই?

(রামলালের প্রবেশ।)

রাম। আলবাৎ হ্যায়। যদি নেহি রহে,—তো সংসারমে ধরমবি নেহি হ্যায়।

(খোকার গায়ে হাত দিয়া ও কাপড় ঢাকা দিয়া)

শৈল। ওগো, তোমরা শীগ্‌গির ডাক্তার নিয়ে এস গো? আমার বাছা বুঝি আমায় ফেলে চলে গেল গো! ওমা, আমার কি হবে গো!

রাম। ছোট মায়ি! থাব্‌রাও মৎ।

রমেন্দ্র। এ্যাঁ,ডাক্তার! সে কেমন কথা? (উন্মত্তপ্রায়) এ্যাঁ! কি বল্‌লে? —ডাক্তার! হাঁ, হাঁ! ডাক্তার চাই! (পকেটে হাত দিয়া) তবে টাকা? টাকা কই? তবে কি কর্‌ব? হা দয়াময়! বলে দাও কি করব? (রামলালকে বুকে ধরিয়া) রামলাল! তুমি দেবতা,—বলে দাও, আমি কি কর্‌ব?

রামলাল। (রমেন্দ্রের হাত ধরিয়া) রমেন্‌ বাবু! কেৎনা রূপেয়া মাঙ্গতা হ্যায়? এ গোলাম রহেনেসে ক্যা ভাবনা? আপ্‌ চুপ্‌ চাপ্‌ রহিয়ে,—অভি হাম্‌ পাঁচ মিনিটমে সাহেব ডাক্তার লেয়াতা হ্যায়। অভি আপ্‌ লোক গরম কাপ্‌ড়াসে খোকাকো সেঁক দাও,—বহুৎ ঠাণ্ডিমে এ্যায়সা হুয়া হ্যায়। সীতারাম—সীতারাম—জয় সীতারাম! [প্রস্থান।

(শৈল কর্ত্তৃক কাপড়ের সেক দেওয়া)

রমেন্দ্র। শৈল! সংসারের মায়া খেলা কিছু বুঝ্‌তে পাচ্চ কি? (উপবেশন) বল দেখি,—রামলাল কে?

শৈল। দেবতা।

রমেন্দ্র। তবে এ সংসারে দেবতা আছেন?

শৈল। নিশ্চয়। ওগো, এই যে—বাছা আমার চোক মেলেছে!

রমেন্দ্র। কৈ, কৈ—দেখি? হাঁ ঠিক! তবে আর ভয় নেই। শৈল! নিশ্চয় দেবতা আছেন। মুহূর্ত্ত মধ্যে আকাশের যে ঘোর কালিমামাখা মেঘরাশি সমস্ত পৃথিবী আচ্ছন্ন করে ফেলে ছিল, মলয় পবন কিন্তু এক নিমিষে তা কোথায় উড়িয়ে নিয়ে গেল, কেউ দেখ্‌তে পেলে না! দয়াময়! তোমার দয়া অপার!

শৈল। ওগো, এখন একটু দুধ দেবো? মুখ নাড়ছে কিন্তু। বোধ হয় ক্ষিদে পেয়েছে।

রমেন্দ্র। তা অসম্ভব নয়। রামলাল না আসা পর্য্যন্ত অপেক্ষা কর— এখনি আস্‌বে।

শৈল। রামলাল এত টাকা কোথায় পেল?

রমেন্দ্র। ওর নিজের টাকাও ছিল, আর মাইনের টাকাও জমিয়েছে।

শৈল। ধন্য রামলাল!

রমেন্দ্র। ঐ যে সাহেব ডাক্তার আস্‌ছে। তুমি একটু আড়ালে যাও?

[শৈলের প্রস্থান ও রমেন্দ্রের অগ্রসর।

দশম দৃশ্য।

—:*:—

থানার সম্মুখ।

(শৃঙ্খলাবদ্ধ রামপদ প্রভৃতি চারিজন পুলিশসহ প্রবেশ।)

হরি। রামাদা! লেখাপড়া শিখার শেষটা বুঝি তোমার এই!

রাম। কেন হরিদা কি হয়েছে?

হরি। তবে আরও বুঝি হবার কিছু বাকি আছে,—নয়?

বলাই। মিনি দোষে এত অপমান?

রাম। ভগবান তা'র বিচারকর্ত্তা। কর্ম্মে যা আছে, তা তো ভোগ্‌-কত্তেই হবে ভাই!

হরি। তুই কা'র সাথে বক্‌ছিস্‌ বলাই দা? রামাদার আর কি সে'দিন আছে? তা না হলি পরে, দু'ট আর তিনটে পুলিশে মোদের তিনজনকে বেঁধি ফেল্‌লে! রামাদা একটা কথাও কইলে না,—ভেজা বেড়ালের মত দেঁড়িয়ে ধরা দিলে!

রাম। কেন, তুমি কি কর্‌তে হরিদা?

হরি। কি কর্‌তাম! দশ জন পুলিশ থাক্‌লেও মোদের ধর্‌তি পার্‌তো না। এক লাঠির ঘায়ে শুইয়ে দিতাম।

রাম। তবে তা কল্লে না কেন?

হরি। তোমার জন্যে! তুমি একটা কথাও কইলে না,—মুই আর কি কর্‌ব?

রাম। এটা ত আমাদের দেশ বাড়ী নয় হরিদা। এখানে জোর জুলুম খাটেনা—ধর্ম্মের বিচার হয়।

বলাই। তা এইত তোমার ধর্ম্মের বিচের হচ্চে—কেমন? হয়ত আর একটু বাদে আরও সুবিচের হবি। তোমার সঙ্গ নিলে এই দশাই হয়!

রাম। ভাই রাগ কর না। কি করব,—বরাত ছাড়াত আর পথ নাই! তোমরাও আমার জন্য কত কষ্ট সহ্য কচ্চ। তোমাদের ঋণ এ জীবনে শোধ কত্তে পারব না।

(লাঠী হস্তে করিমের প্রবেশ।)

করিম। কৈ গো! মোর রামাদা কতি গো? হায়, হায়, মোর জান্‌টাও ক্যানে গ্যালনারে! হায় গো—রামাদা গো,—তুমি নাকি জেলে আছ গো? তোমায় দেখ্‌তে পেইলে একবার মুই বুঝ্‌তাম—শালার কেমন জেল! রামাদা গো,—মুইত আর চল্‌তি পারিনে!

১মঃ পুলিশ। চুপ্‌ রও শালা। চিল্লাও মৎ। আভি ভাগ্‌ যাও?

রাম। করিম্‌! এদিকে আয়। হায় হায় বক্‌ছিলি কেন রে?

করিম। কে গো! রামাদা? হায় হায়! মোর কি হ'ল গো! তুমি শীগ্‌গিব এস গো?

রাম। হারে পাগল! তুই অমন করে কাঁদছিস্‌ কেন? ভয় কি?

করিম। দাদা গো, মোর সর্ব্বনাশ হইছে গো! এঁ্যা মুই যামু কতি? খোদা মোরে মেরে ফ্যাল গো!

রাম। করিম! ভাই আমার, খুলে বল্‌, কি হয়েছে? ভয় কি? আমি এখনি খালাশ হয়ে তোর সঙ্গে যাব। বল্‌, কি হয়েছে?

করিম। ওগো দাদা গো! বৌদিকে মুই সারারাত খুঁজি পালাম না!

রাম। কেন, তুই কি বাড়ী ছিলি না?

করিম। ক্যানে থাক্‌ব না? সাঁঝের ব্যালা ভাত খেয়ে দরজার কাছে শুয়ে ছিলাম। বৌদি খেইয়ে দেইয়ে ঘরে শুতে গ্যাল্‌। দাগার মাসীও তখন বৌদির কাছে শুতে গ্যাল্‌। মুই সদর বন্ধ করে ঘুমিয়ে পরলাম।

বলাই। তুই ঘুমুলি ক্যানে ?

করিম। আরে ভাই, তাইত বুল্‌ছি, মুই যামু কতি ? মোরে তোমরা কাইটে ফ্যাল গো !

রাম। আচ্ছা, আচ্ছা, বল্‌ তারপর কি হল ?

করিম। তারপর নিশিরেতে এক মাগী এসে 'সই সই' কর্‌তি নাগল। ঘুমে মোর চোক্‌ একেবারে এঁটে গেছে। মাগীর কথা কাণে গ্যাল, কিন্তু চোক্‌ মেলে চাইতে পাল্লাম না। তারপরই চেয়ে দেখি—মোদের গোয়াল ঘরে দাউ দাউ করে আগুন জ্বল্‌তিছে! দাগার মাসী নাক ডেকিয়ে ঘুমুচ্ছে—মুইত আগুন নিবুতে ছুট্‌চি—আর তেকিয়ে দেখি,—বৌদি মোর ঘরে নেই। হায়, হায়—সারা রেতের মধ্যিও তাকে পালাম না! পাড়ার নোক কত এল,—কেউ পেলেনা। হায়, হায়। এখন কি হবি গো রামাদা ? তুমি শীগ্‌গির এস গো ?

হরি। কি! এত বড় আস্পর্দ্ধা ? রামাদা ! এ দুস্‌খু মলেও যাবে না।

বলাই। করিম ! এখনি চল,—ও মাগীর নাক কাণ না কেটে জলও খাবনা। চল হরিদা, আর রামাদার সাথে মোরা এক দণ্ডও থাক্‌ব না।

রাম। হা জগদীশ্বর! এত দুঃখও কপালে লিখেছিলে! যার' জন্য এ সংসার,—যার জন্য এ দেহ প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়েছি,— সে সতী আমার ঘরে নাই! অন্ন ! শেষে কি আমাকে এম্‌নি করে কাঁদালি ? এ চাতুরী আর কা'রও নয়,—বড় বাবুর সেই দূতী বিমলার! ভাই ! তোমরা এ সময় এত উতলা হ'য়োনা। যা' কর্‌বার আমিই কচ্চি। ভাই! এ শরীরে সবই সইতে হবে। শুধু শক্তি থাকলেই কাজ চলে না—বুদ্ধিরও আবশ্যক। করিম্‌! তুই কাঁদিস্‌ কেন ? তোরত কোন দোষ নেই। সবই আমার দুরদৃষ্ট! ভাই জমাদার সাহেব! দয়া করে একবার আমাদের জীবনবাবুকে ডেকে দাও না ?

জমা। আচ্ছা, জেরা সবুর করিয়ে। ওই আওতা হ্যায়।

(জী নের প্রবেশ।)

রাম। জীবন বাবু! আমিত চুরি করেছি। মাল সহ যখন ধরা পড়েছি, তখন আর অস্বীকার করব কেমন করে? তবে যা'রা আমার সঙ্গে ছিল, তারা ত আর চুরি করেনি। আমিই চোর। দয়া করে এদের ছেড়ে দিন না জীবন বাবু? চিরদিন আপনার গোলাম হ'য়ে থাকব।

জীবন। দেখ রামপদ! আমি কি করব,—আমার কি দোষ? মিথ্যা বা অধর্ম্মের কাজ আমার দ্বারা হবে না। আর নিমকহারামী বেইমানী কাজও আমার দ্বারা হবে না। তা হ'লে আর সংসারে এমন করে এদ্দিন কাটাতে পারতাম না। আর তোমার সবই জানা আছে,—আমি সে প্রকৃতির লোক নই। যদি এতে আমার কোন হাত থাকত, তবে দোহাই ধর্ম্ম,— আমি তোমায়ও ছেড়ে দিতাম। কিন্তু রামপদ, এখন যে আমার আর কোনও হাত নাই?

রাম। আপনি যখন ধরিয়ে দিয়েছেন, তখন আপনি বল্লেই থানার কর্ত্তা ওদের ছেড়ে দিতে পারেন। আর ধরুন, আমিই চোর—তা তো আমি নিজেই স্বীকার কচ্চি। আপনি একটু বুঝিয়ে বল্লেই ছেড়ে দেবে।

জীবন। (স্বগত) তাও মিথ্যে নয়। এদের নিয়েত আর আমার কোন দরকার নেই। কি জানি, সবাইকে যদি জেলে দিই, পরে হয়ত খালাস পেয়ে, আমায় কায়দায় পেয়ে এম্নি ঠ্যাঙ্গাবে, তখন হয়ত প্রাণ নিয়ে টানাটানি হবে। তার চেয়ে বরং একটু খাতির করাই ভাল। (রামের প্রতি) আচ্ছা তবে তোমার খাতিরে একবার দারোগা বাবুকে বলে দেখি। তোমার খাতির ত না রেখে পারিনে। [প্রস্থান।

রাম। ভাই তোমরা খালাস হয়ে বাড়ী যেয়ে, প্রথম বড় মাকে সব খুলে বলবে। তিনি যা' করতে বলেন, তাই করবে। তোমাদের বৌদির

খোঁজ করবার সময় রামলালকে সঙ্গে নিও। আমি কাল বিচারে খালাস পাব। কারণ, আমি নিরপরাধ।

(খালাশের পরোয়ানা হাতে জীবনের পুনঃ প্রবেশ।)

জীবন। এই নাও রামপদ ওদের খালাশের হুকুম পত্র। কত কষ্ট করে যে আজ এ কাজ করেছি, তা' ভগবানই জানেন। তোমায় যে কত ভালবাসি এক মুখে তা' বল্‌তে পারিনে। এই নাও জমাদার সাহেব,— বলাই ও হরিচরণের খালাশের হুকুম। (কাগজ প্রদান)

জমা। (গ্রহণ পূর্ব্বক) কিশনলাল! এদো' আসামীকো ছোড়্ দাও। (তথাকরণ)

রাম। যাও ভাই, আর দেরী ক'রনা। হুঁশিয়ার হয়ে কাজ ক'র। রাগের মাথায় যেন কিছু ক'রে বস না।

হরি। রামাদা! তোমায় ফেলে যাব? তা যাব না।

বলাই। না রামাদা, মোরা সবাই এক সঙ্গে যাব।

করিম। তা' হবি না রামাদা। তোমায়ও যাতি হবি। ওগো জমাদার সাহেব! মোর রামাদাকে ছাড়ি দেও?

জমা। চুপ্ রও শূয়ার! আভি ভাগ্ যাও? নেহিতো ফিন্ পাখরায়েগা।

রাম। করিম্! শীগ্‌গির চলে যা। যাও ভাই মিছে আর দেরী ক'রনা। [করিম, বলাই, হরির প্রস্থান।

জীবন। রামপদ! কাল তোমার বিচার হবে। তা তুমি যাই মনে কর,—আমি তোমার খালাসের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করব। তারপর তোমার বরাত।

রাম। সে ত আপনারই দয়া জীবন বাবু। আচ্ছা জীবনবাবু! সত্যই কি আমি চোর?

জীবন। তা কি করব ভাই। তুমিত মালের সঙ্গেই ধরা পড়েছ।

রাম। তা ত পড়েছি। কিন্তু সত্যই কি আমি এই গওনাগুলি চুরি করেছি ?

জীবন। নিশ্চয়! তা'না হ'লে তুমি কোথায় পেলে ?

রাম। দেখ জীবন! এতক্ষণ আমি তোমায় কোন কথা বলিনি,— অনেক সহ্য করেছি। কিন্তু আর না। সাবধান লম্পট! আর একপাও বড়িস্‌নে। (সজোরে অঙ্গ সঞ্চালন পূর্ব্বক বন্ধন ছিন্ন করিয়া) তবে রে পাপিষ্ঠ নরাধম! পরের স্ত্রী অপহরণ ? (জীবনকে প্রহার।)

জীবন। ও বাবা! মেরে ফেল্লে গো—মেরে ফেল্লে! দোহাই বাবা রামপদ, আমি তার কিছুই জানিনা। (পুলিশ কর্ত্তৃক বাধা।)

রাম। তুই জানিস্‌না বেইমান্? বল্ সে কোথায় ?

(প্রহার ও পুলিশের বাধা)

জীবন। এই বল্‌ছি বাবা,—ছেড়ে দাও বাবা।

জমা। আসামী পাথরাও—চোর পাথরাও—ভাগ্‌নে মৎ।

রাম। ছেড়ে দেবো ? আগে তোকে যমের বাড়ী পাঠিয়ে, পরে আমি যাব। (প্রহার ও পুলিশ কর্ত্তৃক ধৃত) বল্, তাকে কোথায় রেখেছিস্ ?

জীবন। এঁ্যা—এঁ্যা! উঃ হুঃ, মেরে ফেল্লেগো বাবা! ওগো জমাদার সাহেব বাবা! (পুলিশ কর্ত্তৃক রামপদ শৃঙ্খলাবদ্ধ)

রাম। জীবন! সাবধান শয়তান্। (জীবন ব্যতীত সকলের প্রস্থান।)

জীবন। (দাঁড়াইয়া ধূল ঝাড়িতে ঝাড়িতে) ওঃ বাবা! কি ভয়ানক শক্তি! এক একটা কিল্ নয়ত যেন বজ্রপাত! আর দু'এক ঘা খেলেই অক্কা! শেষে কিনা শালা আমায় অপমান কল্লে গা ? আচ্ছা বাবা, কাল টের পাবে'খন। এঁ্যা—কি লজ্জা—কি ঘেন্না! আঁ্যা,—শালা আমায় মাল্লে গা—শালা আমায় মাল্লে ? আঁ্যা, শালা আমায় মাল্লে! [প্রস্থান।

একাদশ দৃশ্য।

—*—

ফৌজদারী কাছারী।

(ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব, উকিল, জীবন, রামলাল, শৃঙ্খলাবদ্ধ রামপদ এবং পুলিশ প্রভৃতি—অন্য দিকে পর্দ্দার ভিতর রাধারাণী ও লক্ষ্মীময়ী আসীন।)

ম্যাজি। আপনাদের মোকদ্দমার বিষয় সবই বুঝ্‌লুম। চোরও মাল সহ ধরা পড়েছে। কতক সাক্ষীও তার প্রমাণ দিয়েছে। অতএব এ মোকদ্দমার ফল যে কি হ'তে পারে, তা' আপনারা বেশ বুঝ্‌তে পার্‌ছেন। আসামীর পক্ষে যদি আর কোন উপযুক্ত সাক্ষী না থাকে, তবে রামপদের জেল অনিবার্য্য (With rigorous imprisonment—)

উকিল। হুজুর! আসামীর প্রধান সাক্ষী এই মহাসম্ভ্রান্ত কুলবধূ পার্দ্দানশীন রাধারাণীই স্বয়ং উপস্থিত আছেন।

ম্যা। ভাল। তবে তাঁহারই সাক্ষ্য গ্রহণ করা হউক। (রাধারপ্রতি) মা! আপনি এই রামপদের চুরির বিষয় কিছু জানেন কি? যাহা জানেন সত্য বলুন।

রাধা। ধর্ম্মাবতার! হিন্দু রমণী সত্য ভিন্ন মিথ্যা জানে না। আমি ধর্ম্মসাক্ষী করে বল্‌ছি,—রামপদ সম্পূর্ণ নিরপরাধ।

ম্যা। আপনি কেমন করে তাহা জান্‌লেন?

রাধা। ঐ সমস্ত গওনাগুলি আমিই রামপদকে দিয়েছি—সে চুরি করে নাই। চুরি তাহার স্বভাব বিরুদ্ধ।

ম্যা। কেন দিয়ে ছিলেন?

রাধা। রামপদ আমার প্রজা। তা'র স্ত্রীকে আমি বড়ই ভালবাসি। লোক-মুখে রামপদের বিপদের কথা শুনে তাকে সাহায্য করবার জন্য

তখন নগদ টাকা আমার হাতে না থাকায়, আমার এই গওনাগুলি তাঁকে দান করি। প্রথম রামপদ উহা নিতে অস্বীকার করে। আমি অনেক অনুরোধ করায় অবশেষে অগত্যা সে উহা গ্রহণ করে। ঐ গওনাগুলি বিক্রি করে দেনা শোধ করতে আমিই তাকে বলেছিলাম। সে ওই সমস্ত গহনা বিক্রী করতে এসেই চোর বলে ধরা পড়ে।

ম্যা। এই গওনাগুলি যে আপনার, তার নিদর্শন কি?

রাধা। এই গুলি আমার পিতার প্রদত্ত। নেক্‌লেসের লকেটে, মাথার চিরুণীতে, সীতাহারে রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্ত্তি আঁকা আছে। হাতের আংটীতে আমার নাম আছে। প্রায় সকল গুলিতেই এইরূপ নিদর্শন দেখ্‌তে পাবেন।

ম্যা। (গওনা পরিদর্শন করিয়া) আন্দাজ কত টাকার গওনা ছিল?

রাধা। আন্দাজ দু'হাজার টাকা।

ম্যা। তবে রামপদ পুলিশের জবান-বন্দিতে চুরি স্বীকার করেছে কেন?

রাধা। বোধ হয় ভয়ে বা উৎপীড়নে।

জীবন। হুজুর! সম্পূর্ণ মিথ্যা। এই গওনাগুলি সবই বড় বাবুর দেওয়া—

(ত্রিশূল হস্তে ভৈরবীর প্রবেশ।)

ভৈরবী। (জীবনের বক্ষে ত্রিশূল লক্ষ্য করিয়া) নরপিশাচ! সাবধান! আর যদি একটি মাত্র মিথ্যা বাক্য উচ্চারণ করবি, তবে তোর জীবন সংশয় হবে! বল্, সত্য কথা বল?

জীবন। এঁ্যা—এঁ্যা! কৈ,—কি বল্‌ব? না— না, মিথ্যা নয়। এত চোরাই—

ভৈরবী। নরাধম! আমার মুখের দিকে চেয়ে স্পষ্ট বল্? যদি বিন্দু মাত্রও তোর ধর্ম্ম ভয় থাকে—পরকালের ভয় থাকে,—এই ধর্ম্ম মন্দিরে সত্য বল্?

জীবন। (করপুটে) কি বল্‌ব, কিছুই বুঝতে পাচ্ছিনে! আপনি কে? এাঁ—এ্যাঁ! তাইত! বলুন তবে কি বল্‌ব?

ভৈরবী। সত্য বল্‌বি?

জীবন। তা—তা বল্‌ব।

ভৈরবী। রামপদকে মিথ্যা মোকদ্দমায় জেলে পাঠাবার মূল কে?

জীবন। তা—তা আমি।

ভৈরবী। ব্রজেন্দ্রকিশোরের সর্ব্বনাশ কর্‌বার মূল কে রে, প্রবঞ্চক?

জীবন। তা আমি কি করব? তাঁর অদৃষ্ট।

ভৈরবী। তা বটে। কিন্তু তুই তা'র এক মাত্র উপলক্ষ কিনা? ভ্রাতৃবিচ্ছেদ ঘটাইয়া রমেন্দ্রকে দেশত্যাগী করে, পথের ভিখারী করেছে কেরে পাষণ্ড?

জীবন। (স্বগতঃ) এ্যাঁ! সবই জানে যে! (প্রকাশ্যে) তা আমিই বটে।

ভৈরবী। রামপদের ঘি মাখমের চালানী নৌকা কে ডুবিয়ে দিয়েছিল? সে দস্যু কে?

জীবন। তা আমি কি?—সেত ডাকাত। না না আমি।

ভৈরবী। এই গওনাগুলি কার?

জীবন। আমাদের বড় গিন্নীর।

ভৈরবী। মিথ্যাবাদী!—নিমক হারাম! তবে রামপদ চোর কিসে?

জীবন। না—না, তা নয়। খুব সম্ভব তা বড় গিন্নীই দিয়েছেন।

ভৈরবী। পাপিষ্ঠ! রামপদের গৃহ ভস্মীভূত করে তা'র সেই দেবীতুল্য সতী স্ত্রীকে অপহরণের মূল কারণ কে রে শয়তান?

জীবন। তা—তা আ—

ভৈরবী। বল্—সে রমণী এখন কোথায়?

জীবন। তা তা আমি কেমন করে—

ভৈরবী। (বক্ষঃস্থলে ত্রিশূল স্পর্শ করিয়া) তবে রে হিন্দু-কুলাঙ্গার! তোর পাপ জীবনের এই শেষ!

জীবন। উঃ হুঃ হুঃ! বড় ব্যথা! বল্‌ছি—বল্‌ছি।

ভৈরবী। বল্‌,– সে সতীকে কোথায় লুকিয়ে রেখেছিস্‌?

জীবন। তা—তা—বড় বাবুর কাছে—এখানেই। কিন্তু তা'র কোনও অনিষ্ট হয় নি জান্‌বেন।

ভৈরবী। (ত্রিশূল পুনরায় উত্তোলন করিয়া) সতী-অঙ্গ স্পর্শ করে এমন মানুষ আজও জন্মে নাই। সতীর দীপ্তিময় প্রখর তেজের সম্মুখীন হওয়া চরিত্রহীন মানুষের অসাধ্য। ধর্ম্মাবতার! যথাধর্ম্ম বিচার করুন। মা, সতী রাধা রাণী! আমি সতীরই চির-সঙ্গিনী! তোমরা শীগ্‌গির অন্নর উদ্ধারের চেষ্টা কর। এখনও কেউ তা'র অঙ্গ স্পর্শ কর্‌তে পারে নি। আমি চল্লুম,—আবার সময় মত দেখা হবে। হিন্দু রমণীর ধর্ম্ম ভারতে যতদিন অক্ষুণ্ণ থাক্‌বে, তত দিন হিন্দু হিন্দুই থাক্‌বে, আর হিন্দুরমণী স্বর্গে দেবতার মুকুটে শোভাবর্দ্ধন করবে।

[প্রস্থান।

ম্যা। Oh! What a beautiful angel! (অগ্রসর হইয়া) মা! আপনাদের হিন্দু জেনানার সতীত্বের বিষয় আমি পূর্ব্বে ও কিছু কিছু জানিয়াছিলাম। কিন্তু আজ আমি স্বচক্ষে যাহা দেখিলাম তাহা কখনও ভুলিতে পারিব না। মা আপনারাই সতী বটে। আমার শরীর সিহরিয়া উঠিল! কি যে দেখিলাম, কি যে শুনিলাম—তাহা ঈশ্বরই জানেন। যাও, তোমরা সব যাও? রামপদকে খালাশ দেও? জীবনের হাতে,—শয়তানের হাতে,—হাত কড়ি লাগাও। মা! তোমাদের নমস্কার। আমি চল্লুম এখন। O Holy God! O Father! Amen! Amen! Amen!

[প্রস্থান।

রাধা। (বাহিরে আসিয়া) ধর্ম্মাবতার! ভগবান আপনার মঙ্গল কর্‌বেন।

(পুলিশ কর্ত্তৃক রামপদ মুক্ত ও জীবনকে বন্দী করিয়া সকলের প্রস্থান।)

রাম। বড় মা! আমার মত হতভাগ্য আর কে আছে মা?

রাধা। রামপদ! এখন আর ও সব কথার সময় নয়। চল, এখন অন্নর উদ্ধারের চেষ্টা করিগে। বৃথা দুঃখ ক'র না,—সবই ভগবানের হাত। আমি লক্ষ্মীকে নিয়ে বাগ্‌বাজার ৵ মদনমোহনের বাড়ীতে এখন অপেক্ষা কর্‌ব। তুমি রামলালকে সঙ্গে করে বড় বাবুর বাড়ী গিয়ে, যেমন করে হোক্ অন্নকে উদ্ধার করে, আমাদের কাছে নিয়ে যাবে। যাও, আর দেরী ক'র না। যাবার সময় পুলিশে খবর দিয়ে দু'জন পুলিশও সঙ্গে নিয়ে যেও। কি জানি, যদি কোনও বিপদ্ হয়।

রাম। তবে চল সিংজী, আগে তাই করিগে।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক।

—:•:—

প্রথম দৃশ্য।

—:*:—

কলিকাতাস্থ ব্রজেন্দ্রের বাড়ী—শয়নকক্ষ।

(বাহিরের দিকে দরজায় চাবি বন্ধ—গৃহমধ্যে জানালার সম্মুখে অন্ন উপবিষ্টা।)

অন্ন। হা জগদীশ্বর! আমার অদৃষ্টে শেষে কি এই ছিল? কোন্ অপরাধে আজ আমার এ দুর্গতি হ'ল? মা গো, দুর্গে, আমার দুর্গতি নাশ কর মা। মা, তুমি ভিন্ন এ দুঃখিনীর আর যে কেউ নাই মা! মা গো, আমি মরি তাতে দুঃখ নাই, আমার ধর্ম্ম, রক্ষা করো মা। আর যিনি আমার সাক্ষাৎ দেবতা, তাঁকে রক্ষা করো মা। মা গো, আর যে তোমায় ডাক্‌তে পাচ্চিনে। শরীর বড়ই দুর্ব্বল! (নয়ন মুদিয়া) প্রভু! তুমি এ সময় কোথায়? এস, এস নাথ, তোমার অভাগিনী অন্নকে শেষ দেখা দেখে যাও? তোমার ঐ পা দুখানি ধ্যান কর্‌তে কর্‌তে, তোমারই চরণের আশীর্ব্বাদ মাথায় করে, আমি যেন হাস্‌তে হাস্‌তে স্বর্গে যেতে পারি। আমার আর কোনও সাধ নাই প্রাণেশ্বর।

(বিমলা ও মাতাল অবস্থায় ব্রজেন্দ্রের প্রবেশ।)

বিমলা। বড়বাবু, চলে আসুন? ছুঁড়ির ও সব ঢঙ্, ন্যাকামী! ওর কথা বিশ্বেস কর্‌বেন না। আর তা হলেইবা দোষ কি? ছুঁড়ি যেন একটি সঙ্! বলে কিনা, আমরা পাড়াগাঁয়ের লোক আমাদের তিন দিন ওষুধ পাল্‌তে হয় আমি অস্পর্শা! কোন কিছু খেতেও নেই, কিছু ছুঁতেও

নেই! ছুঁড়ীর রকম দেখে বাঁচিনে! আমরাও ত পাড়াগাঁয়ের লোক ছিলুম বাবু? কৈ, আমরা ত তা কিছু মানিনি! বড়বাবু, আপনি ওসব কিছু শুনবেন না। ছুঁড়ী পালাবার ফিকির কচ্চে। (জানালার দিকে উঁকি মারিয়া) ওবাবা! চোক্ বুঁজে ধ্যান কচ্চে যে! বলি, ডুবিয়ে ডুবিয়ে জল খাই,—শিবের বাবাও টের পায় না,—শিব ত ছেলে-মানুষ!

ব্রজ। বিমল্, ঠিক কথা বলেছ। দাও,—চাবি দাও। আমি একবার প্রেমময়ীর সাথে প্রেমালাপ করিগে। (চাবিগ্রহণ) বিমল্! All right. তুমি এখন যাও? তোমার সাম্‌নে আমার সঙ্গে কথা কইতে ওর বড্ড লজ্জা হতে পারে। ছেলেমানুষ,—লাজুক কিনা!

বিমলা। আচ্ছা, তা আমি এখন যাচ্চি। মোদ্দা আজ কাজ ঠিক হওয়া চাই। তা না হ'লে আমার এত পরিশ্রম পণ্ড হয়ে যাবে, বড় বাবু।

[প্রস্থান।

ব্রজ। Certainly. Don't fear for that! কুস্ পড়োয়া নেই, কৈ, আমার প্রেমময়ী, হৃদয়বিলাষিণী, আদরিণী, প্রাণেশ্বরী কই? (মাতাল অবস্থায় চাবি খুলিতে গিয়া কপাটে ধাক্কা লাগিয়া অচৈতন্য হইয়া ভূতলে পতন)।

অন্ন। একি! একি! কি পড়ল? (উঁকিমারিয়া) ও হো হো বড়বাবু যে! কি সর্ব্বনাশ! বেরুই কি করে? (জানালার শীক টানিয়া ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে) মা, আমায় শক্তি দাও। ভগবান্, রক্ষা কর,—রক্ষা কর! (বাহিরে আসিয়া) এখন উপায়? আহা হা! (ব্রজেন্দ্রের মস্তক নিজ উরুতে রাখিয়া অঞ্চল দ্বারা বাতাস করণ) বড্ড লেগেছে! কি করি? একটু জল দেবো? (তাড়াতাড়ি ঘর হইতে জল ও পাখা আনিয়া ব্রজেন্দ্রের চোখে মুখে জলসেচন ও বাতাস করণ) ইচ্ছাময়ী মা আমার, কখন যে কা'রে কি কর, তা তুমিই জান মা! মা গো, তোমার কর্ম্ম তুমিই কর,—

তোমার মহিমা তুমিই গাইছ! কৈ, এখানে যে আর কেউ নেই! কাকেইবা ডাকব? আমার একা শুশ্রূষায় এ কঠিন আঘাত ভাল হবে কি? এযে একেবারে অজ্ঞান,—অসাড় বোধ হচ্চে!

ব্রজ। না, বড় আরাম। কে তুমি? উঃ হু হু! বড় ব্যথা!

অন্ন। আমি আপনার পরম শত্রু। বলুন, আর কি কল্লে আপনার শান্তি হবে?

ব্রজ। কে'ও, জীবন?

অন্ন। আজ্ঞে না। সে ত আপনার পরম বিশ্বাসী বন্ধু!

ব্রজ। ঠাট্টা! তবে কি বিমলা?

অন্ন। আজ্ঞে না। সে যে আপনার হিতকারী—ভালবাসার লোক!

ব্রজ। (পার্শ্ব পরিবর্ত্তন) অহো! বুঝেছি কে তুমি মা! আর না,—ঢের হয়েছে। যথেষ্ট হয়েছে! মূর্খ আমি,—তাই বুঝ্‌তে পারিনি। মা বিনে সন্তানের মমতা আর কে জান্‌বে? আ মরি মরি! মা নাম কি মধুর নাম! মাতৃভাবে প্রাণের কি সুখ,—কি শান্তি,—কি প্রেম তা আগে বুঝ্‌তে পারিনি! মা, আমার এই গুরু পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত হবে না? (স্বগত) একটি বালিকা হ'তে আমার আজ যে জ্ঞানচক্ষু ফুটল, তা'র কাছে কি প্রায়শ্চিত্ত হওয়া উচিত? জগদীশ্বর! আমায় আর একটিবার মাত্র দয়া করে বলে দাও—আমি কি কর্‌ব? এমন নরাধম নারকীর প্রায়শ্চিত্ত বিধান করেদাও প্রভু? কৈ, কেউ বল্‌বে না? কেউ শুন্‌বে না? তবে দেখ, আমি কি কর্‌তে পারি। (অতি কষ্টে খোঁড়ার মত দণ্ডায়মান) সতী, পুণ্যবতী, মা আমার! তুমি কি সত্য সত্যই সতী? তবে বলে দাও, বলে দাও,—আমার প্রায়শ্চিত্ত কি? বল্‌বে না,—বল্‌বেনা? তবে এই ছাখ, হিন্দুর সন্তান তা'র মায়ের সামনে তা'র পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর্‌তে পারে কি না? (পকেট হইতে পিস্তল বাহির করিয়া) তোমারি

সাম্‌নে—তোমারই কারণে,—আমার প্রায়শ্চিত্তবিধান আমি নিজেই কচ্চি। (পিস্তল নিজ বক্ষস্থলে লক্ষ্য করিয়া) তবে তুমি যথার্থ ই আমার শত্রু!

অন্ন। (ব্রজেন্দ্রের হাত ধরিয়া) আমিও বল্‌ছি,—আপনি যাথার্থ ই দেবতা। আপনার মৃত্যুতে কখনও প্রায়শ্চিত্ত হবে না। জীবিত থাকাই আপনার একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত।

ব্রজ। (পিস্তলসহ হাত নামাইয়া) কি বল্লে সতী? আমি দেবতা! আমায় উপহাস? তা কর্‌তে পার বটে। যে নরাধম পিতা মাতার প্রসাদে এই দেহ পেয়ে তাঁদের প্রতি কর্ত্তব্যসাধনে উদাসীন,—লক্ষ্মণ সম প্রাণের সহোদরকে যে অকাতরে পথের ভিখারী করে দেশত্যাগী কত্তে পারে, —সাধ্বী সতী পতিব্রতা সহধর্ম্মিণীর প্রতি যে লম্পট এক দণ্ডের তরেও শান্তি দিতে অক্ষম,—আবার তা'কে হেলায় পায়ে ঠেলে ফেল্‌তেও কুণ্ঠিত হয় নি,—সে দস্যু দেবতা নয়ত দেবতা কে সতী! পরস্ত্রী অপহরণ—পরস্বাপহরণ যা'র নিত্যকর্ম্ম,—সে প্রবঞ্চক দেবতা নয়ত দেবতা কে মা! ঠিক কথা বলেছ। যে রাক্ষস সন্তানতুল্য প্রজার ভক্ষক,—যে অধম পিশাচের সংসর্গে থেকে এমন সোণার সংসারকে অগাধ জলে ডুবিয়ে দিতে পারে,—সে নারকী দেবতা নয় ত দেবতা কে রাণী! ঠিক কথাই বলেছ মা।

অন্ন। বাবা, হিন্দুরমণী কখনও মিথ্যা বলে না। আমি সত্যই বল্‌চি, —আপনি দেবতা। অবশ্য কর্ম্মদোষে কতকগুলি লম্পটের সহবাসে আপনার এ দুর্ম্মতি ঘটেছিল মাত্র,—এখন আর তা' নাই! তা' না হ'লে শাস্ত্র মিথ্যা,—আপনি মিথ্যা,—আমি মিথ্যা,—আমাদের তপ জপ সবই মিথ্যা! স্বর্গগত মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণের বংশধর যে এমন পাষণ্ড হবে, ইহা অসম্ভব! তবে কর্ম্মফলে সকলই সম্ভবে! ইহা নিয়তির খেলা মাত্র।

ব্রজ। সতী,—মা আমার,—তুমি জান না,—আমি সে বংশের কুলাঙ্গার!

অন্ন। এক সময় ছিলেন—। এখন দেবতা।

ব্রজ। আর যত কেউ আছে সব দস্যু, দানব! বলি আমার মত নরকের কীট যদি দেবতা, তবে এ সংসারে দানব কে মা?

অন্ন। তা খুঁজলে অভাব নেই,—ঢের আছে!

ব্রজ। আমি কে, তা কার্য্যে দেখ্‌তে চাও কি? তবে ভাখ। বল-দেখি, আমি তোমায় এখানে এনেছি কেন?

অন্ন। কু-অভিপ্রায়ে।

ব্রজ। যদি এখন তা' করি, কে তোমায় রক্ষা কর্‌বে?

অন্ন। আপনিই—স্বয়ং।

ব্রজ। তবে এস, পরীক্ষা করি। (স্বগত) যাঁ'র সর্ব্বনাশের জন্য আমি প্রাণপণে চেষ্টা করেছি,—অসাধ্য সাধন করেছি,—সে আবার আমারই প্রাণরক্ষার জন্য অম্লানবদনে, সস্নেহে আমার শুশ্রূষা করছে! শত্রু মিত্র যাঁ'র অভেদ জ্ঞান, সে ত দেবী! তবে দেবীর বাক্যই সিদ্ধ হউক। (পিস্তল নিজ বক্ষে স্থাপন করিয়া) মন এখনও কি তোর সাধ মিটেনি? তবে এইবার তোর শেষ! সতী, সতী! মা আমার,—তুমি শুধু আমার কেন,—জগৎ ব্রহ্মাণ্ডেরইত মা! মা, মা, মা! (পিস্তল ছোড়া ও লক্ষ্য-ভ্রষ্ট হইয়া বাম চোকে পিস্তলের আঁচড় লাগা। অন্ন কর্ত্তৃক পিস্তল চাপিয়া ধরা ও ব্রজেন্দ্র পুনরায় ডান চোক লক্ষ্য করিয়া) ছেড়ে দাও সতী? বুঝেছি,—চক্ষুই আমার সর্ব্বনাশের কারণ!

অন্ন। রক্ষা কর, রক্ষা কর। কে কোথায় আছ শীগ্‌গির এস?

(দুইজন পুলিশ, রামপদ ও রামলালের প্রবেশ।)

রামপদ। ভয় নাই, ভয় নাই! [অন্নকে লইয়া প্রস্থান।

রামলাল। (ব্রজেন্দ্রের হাতের পিস্তল কাড়িয়া লইয়া) পাহারাওয়ালা, পাহারাওয়ালা! পাক্‌ড়াও, পাক্‌ড়াও! [প্রস্থান।

(পুলিশ কর্ত্তৃক ব্রজেন্দ্র শৃঙ্খলাবদ্ধ।)

ব্রজ। মৃত্যু! তুমিও স্বাধীন নও? কে জানে, হয় ত এই বুঝি আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হল!

১মঃ পুলীশ। হারে ভাই, ইস্‌কো আঁখিছে বহুৎ ক্ষুণ্ নিকাল্‌তা হ্যায়!

২য়ঃ পুলীশ। কাপ্‌ড়া বাঁধকে চল্। (চোখে কাপড় বাঁধা।)

ব্রজ। সতী, সতী! মা আমার, তুমিই যথার্থ দেবী! তবে তোমার বাক্যই সিদ্ধি হোক্। [সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

——:*:——

বাগবাজারস্থ মদনমোহনের বাড়ী—দেবালয়।

(বিগ্রহের সন্ধ্যা-আরতি হইতেছে—দর্শকগণ উপস্থিত—লক্ষ্মী ও রাধারাণী ধ্যান মগ্ন। আরতি শেষে রামপদ, অন্ন ও রামলালের প্রবেশ।)

রাম। দেখ, দেখ সিংজী! বড়মায়ের উজ্জ্বল দেবী-মূর্ত্তি দেখ! ভগবান্ মদনমোহনের জ্যোতি প্রস্ফুটিত হয়ে বড়মায়ের জ্যোতিতে মিশিয়ে কেমন স্নিগ্ধ কিরণ রাশি দেবালয়ে ছড়িয়ে পড়্‌চে! সিংজী, একি দেখ্‌চি? নয়ন যে মোহিত হয়ে গেল! এস, এস, সবাই এস; অন্ন, তুমিও এস। আজ বড় আনন্দের দিন! এস সবাই মিলে বড়মায়ের চরণে লুটিয়ে পড়ি!

রামলাল। হাঁরে ভাইয়া, হাম্ কা কহি! বড়ামায়ী স্বরগ্‌ধামকা দেবী! চল্ ভাই—বড়ামস্ত্রীকো পূজা করি।

অন্ন। স্বর্গ ব'লে যদি কোনও স্থান থাকে, তবে এই সেই! যদি এই দেবমন্দির স্বর্গ না হয়, তবে মানবের আর দ্বিতীয় স্বর্গ কোথাও নাই। এস, আমরা একবার নয়নভরে এই দেবীর মোহিনীমূর্ত্তি দর্শন করি, আর গঙ্গা যমুনা সঙ্গমতুল্য বড়মায়ের জ্যোতিতে মদনমোহনের যে জ্যোতি মিশিয়েছে, আমরা তাতেই মিশে গিয়ে জীবন সার্থক করি!

লক্ষ্মী! (অগ্রসর হইয়া অন্নকে বুকে ধরিয়া) এই যে! সই এসেছ? এস ভাই। তোমার জন্য আমরা কত ভাব্‌ছিলুম। এই দেবতার কাছে কত মানস করেছি। দিদিমণি এখানে এসে অবধি তোমার জন্য অনাহারে অনিদ্রায় থেকে—একমনে কেমন করে ভগবান্‌কে ডাকচেন, দেখ্‌ছ ত?

অন্ন। সই, এই কি সেই দিদিমণি? না না, তোমার ভুল! ইনি দেবী! মানুষ কখনও এমন হতে পারে না! সই, ভাল করে ছাখ দেখি, —কার দেহের এত তেজ! এতে যেন মদনমোহনের সর্ব্বাঙ্গ উজ্জ্বল আলোকে ভূষিত কচ্চে? আবার এই দেখ সই, মদনমোহনের বামে দাঁড়িয়ে কে? উনি যেন হাত বাড়িয়ে দিদিমণিকে বুকে নিয়ে নিজ অঙ্গে অঙ্গ মিশিয়ে দিচ্চেন! মনরে, আর কেন? এবার তুইও ঐপদে দেহ মন সমর্পণ করে পাপ জীবন সার্থক কর্‌। সই! আমায় ধর, আ—মি—আ—র——(পতন ও মূর্চ্ছা)

লক্ষ্মী। (অন্নর মস্তক নিজ কোলে স্থাপন করিয়া) একি হ'ল,—কি হ'ল! ভগবান্‌! তুমি এ কি কল্লে? রামলাল, শীগ্‌গির একটু জল নিয়ে এস? (অঞ্চলদ্বারা বাতাস করণ) [রামলালের প্রস্থান।

রামপদ। সতী! তুমিই পুণ্যবতী! যাও, যেখানে আমার মত নরাধম নাই,—যেখানে সংসারের ঝঞ্ঝাবাত নাই,—মায়া মোহ নাই,— শত্রু মিত্র নাই, সেই বাঞ্ছিত পুণ্যধামে যাও। বড়মা—স্বর্গের দেবী, হতভাগ্য সন্তানের প্রণাম গ্রহণ কর মা। (ভূমিতে দণ্ডবৎ প্রণাম)।

রাধা। (চমকিয়া) একি, একি! অন্ন ভূতলে পড়ে কেন? (অগ্রসর হইয়া) রামপদ উঠ বাবা, ঈশ্বরের নাম কর। কোনও ভয় নাই,—অন্নর এখনি চেতনা হবে। (রামপদকে হাত ধরিয়া উত্তোলন করণ।)

রাম। বড়মা! এ পাপিষ্ঠের দেহ আপনি স্পর্শ কল্লেন? মা, আপনি দেবী, আপনার চরণের আশীর্ব্বাদ দিন্। (পায়ের ধূলা গ্রহণ।)

রাধা। (বাধাদিয়া) ছিঃ রামপদ! এ দেবতার মন্দির,—এখানে পায়ে হাত দিতে নেই। চল, অন্নকে চেতন করে আমরা বাড়ী যাই।

লক্ষ্মী। দিদিমণি! সই আমার চোক্ মেলেছে। মাঝে মাঝে কথাও বল্‌ছে।

রাধা। তবে আর ভয় নেই। এখনি ভাল হবে। একটু হাওয়া কর।

অন্ন। । দিদিমণি, আজ আমি কি দেখ্‌লাম! তুমি কোথায়? তোমার পায়ের ধূল আমার মাথায় দাও। বড় শান্তি, বড় সুখ!

রাধা। অন্ন, এমন পাগল হ'লে কেন বোন্? স্থির হও, ঈশ্বরকে ডাক।

রামলাল। বড়া মায়ী!

রাধা। কে বাবা! রামলাল? এ কি! তোমার চোখে জল? বল, বল, বল কি হয়েছে?

অন্ন। (দাঁড়াইয়া) দিদিমণি! যা' হবার তা'ই হয়েছে। আমি তাই এখনও বেঁচে আছি!

রাধা। ছিঃ অন্ন, বোন্‌টি আমার! এমন পাপ কথা মুখে আন্‌তে নেই।

রাম। বড় মা, পাপ কথা নয়,—সত্য কথা! বড় বাবুর যে সর্ব্বনাশ—

রাধা। রামপদ তোমাদের ভুল, সম্পূর্ণ ভুল!

অন্ন। ভুল নয় দিদিমণি। বড় বাবু অত্মহত্যার জন্য নিজে গুলি কর্‌তে

যেয়ে গুলিটা বোধ হয় তাঁ'র বাঁ চোকে লেগে থাকবে। চোক্‌টি নষ্ট হয়ে গেছে। দিদিমণি! বড় বাবু আর সে বড় বাবু নেই,—এখন তিনি দেবতা!

রাধা। তারপর?

রামলাল। তার পর? আউর বল্‌নে নেহি সকেগা মায়ি! আধারি হামার যান্ লেও! (বুকে করাঘাত।)

রাধা। (হাত ধরিয়া) ছিঃ রামলাল! তুমি কি পাগল হয়েছ? বল, তার পর কি হ'ল?

রামলাল। রামপদ অন্নকো লেকে ভাগ্‌গিয়া। হাম্‌বি বড় বাবুকা হাতসে পিস্তল ছিন্ লিয়া,—আউর পুলিশ লোক বাবুকো পাথরলিয়া!

রাধা। তারি জন্য এত দুঃখ? পাপের শাস্তি,—পুণ্যের শান্তি,—এই জগতের নিয়ম।

অন্ন। শুধু তাই নয় দিদিমণি। তিনি যে নির্দ্দোষ!

রাধা। তা বুঝেছি। তিনি তোমার সর্ব্বনাশ কর্‌তে যেয়ে তোমারি দ্বারা তাঁর জ্ঞান চোক্ ফুটেছিল,—তাই আত্মহত্যা করে প্রায়শ্চিত্ত করতে যাচ্ছিলেন,—কেমন? এইত?—নয়?

অন্ন। হাঁ দিদিমণি। আমি তাঁ'র হাত চেপে ধরেছিলাম। তিনিও 'মা মা' বলে আত্মহত্যা কর্‌তে চেষ্টা করেছিলেন,—কিন্তু পারেন নি।

রাধা। তা পার্‌বেন কেন? পাপের ভোগ শেষ না হলে মর্‌বেন কেন? আত্ম হত্যায় তাঁ'র পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে না। বেঁচে থেকে অনুতাপেই তাঁ'র প্রায়শ্চিত্ত।

রাম। তবে এখন উপায় কি হবে বড় মা?

রাধা। বল্‌ছি। তুমি রামলালকে সঙ্গে করে পুলিশ হাঁসপাতালে বড় বাবুর অনুসন্ধানে যাও। আমরা তিন জনে আজ রাত্তিতে এখানেই থাকব।

আমার বিশ্বাস হয়,—তিনি হাঁসপাতালেই আছেন। তোমরা তাঁ'র খবর নিয়ে এলে,—যা' কর্‌তে হয় পরে পরামর্শ করা যাবে।

রাম। তবে তাই চল্লাম। এস ভাই সিংজী?

রামলাল। বহুৎ আচ্ছা ভাইয়া।   [উভয়ের প্রস্থান।

লক্ষ্মী। দিদিমণি! তবে কি উপায় হবে? বড় বাবু কি আর আস্‌বেন না?

রাধা। আস্‌বেন। লক্ষ্মী, তুই অন্নকে নিয়ে ঠাকুরের প্রসাদ দে গে। আজ আমরা এখানেই থাকব।

লক্ষ্মী। সই, তবে চল আমরা যাই।   [উভয়ের প্রস্থান।

রাধা। (পুনরায় ধ্যানমগ্না) হৃদয়বল্লভ! দাসীর অপরাধ ক্ষমা ক'র। দয়া করে একবার আমার তাপিত হৃদয়ে উদয় হ'ও,—শান্তি দাও প্রভু!

তৃতীয় দৃশ্য।

—:*:—

কলিকাতার রাজপথ।

(রামপদ ও রামলালের প্রবেশ।)

রাম। সিংজী, ছোট বাবুর কোন খবর রাখ কি?

রামলাল। হাঁ ভাইয়া। বাবু ভালা হ্যায়।

রাম। কোথায় আছেন?

রামলাল। সো বাত্‌ বল্‌নে মানা হ্যায় ভাইয়া।

রাম। তাঁ'র সঙ্গে দেখা কর্‌তেও কি মানা?

রামলাল। হাঁ ভাইয়া! যব্‌ দরকার হোগা, হাম্‌ উন্‌কো খবরদস্তি কর্‌কে লেয়াঙ্গে।

রাম। আচ্ছা সিংজী, যদি আমরা তখন পুলিশ সঙ্গে করে না নিতুম, তবে বোধ হয় বড় বাবুর এ বিপদ হ'ত না।

রামলাল। সব ভগবান্‌কা খেলা হায় ভাইয়া। বড়া বাবুকা দিল্ এক দোম ঠাণ্ডা হোগিয়া,—সো ত হাম্‌লোককো মালুম নেহি থা।

রাম। বাস্তবিক ভাই, বড় বাবু একদোম ভাল মানুষ হয়েছেন। আমার স্ত্রীর কাছে শুন্‌লুম,—বড় বাবু 'মা' ভিন্ন কথা কন না। দেবতার ন্যায় তাঁ'র স্বভাব।

রামলাল। ঠিক হ্যায়। এ্যায়সা ত হোবেই।

রাম। সিংজী, এখন উপায় কি হবে তবে ?

রামলাল। ভাবনা মৎ কর ভাইয়া। যেৎনা রূপেয়া লাগে, বড়া বাবুকো খালাশ করনে হোগা।

রাম। যদি তাই কর্‌তে পার, সিংজী, তবে তোমার পায়ে আমি চির ঋণী হয়ে থাকব,—গোলাম হয়ে থাকৃব।

রামলাল। এ ক্যায়সা বাত্ ভাইয়া? একাম্ তোমারা এক্‌লা নেহি হ্যায় ?

রাম। তা বটে সিংজী। কিন্তু এতে তোমার চেয়ে আমার কর্ত্তব্যই বেশী। তা যা হোক্, এখন চল কোন্ দিকে যাবে। রাতও অনেক হয়ে এল।

রামলাল। দেখ ভাইয়া, কিসিকো পুস্‌লাও কি ধার জানে হোগা।

রাম। সিংজী, দেখ ঐ একটা পাহারাওয়ালা দেখা যাচ্চে, তুমি একবার ওকে জিজ্ঞেস কর।

রামলাল। হাঁ হাঁ, ঠিক হ্যায়। তব্ জলদী চলিয়ে।

(উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

—:*:—

পুলিশ হাঁসপাতালের বহির্ভাগ।

(পাহারাওয়ালা নিদ্রিত—অতিসন্তর্পণে দরজা খুলিয়া ব্রজেন্দ্রের প্রবেশ।)

ব্রজেন্দ্র। ব্যস্, এইত সুযোগ পেয়েছি! সব ঘুমিয়েছে,—কেউ জেগে নেই! এবার পালাবার বড় সুযোগ হয়েছে! (অগ্রসর হইয়া) এ্যাঁ! ও আবার কে? (এ দিকে ও দিকে তাকাইয়া) না না, কেউত নয়! ভুল, ভুল! সবাইত ঘুমিয়েছে,—কেউত জেগে নেই! আছে,—জেগে আছে। মানুষ কেউ জেগে না থাক্‌তে পারে,—কিন্তু মানুষগুলি যাঁ'র,তিনি ত জেগেই আছেন! তিনি ত সব দেখ্‌চেন। গৃহস্থ ঘুমিয়েছে রে,—গৃহরক্ষক ত আর ঘুময়নি! তবে চোর কেন ধরা না পড়বে? তা ব'লে কি চুরি কর্‌তে নেই? ভয় পেলে চল্‌বে কেন? যখন চুরি কর্‌তে এসেছি,—চুরি না কল্লে যখন চলবে না,—তখন ভয় পেলে চল্‌বে কেন? বলি মানুষের চোখে ত ফাঁকি দিতে পার্‌ব? তবে সিঁদ কাটি,—ঢুকে পড়ি,—আর ভাব্‌লে কি হবে? যদি বাঁচ্‌তে হয়, তবে এই মর্‌বার সুযোগ! না মর্‌লে বাঁচব কেমন করে? না, আর দেরী করা চলে না। কি জানি, যদি মানুষই বা কেউ জেগে বসে থাকে! যাব? কোথা যাব? কেন পালাব? কোথায় পালাব? এ সংসারে কি এমন স্থান আছে, যেখানে মানুষ লুকিয়ে থাক্‌তে পারে? নাঃ,—তা নাই। তবে পালাব কোথায়? ভগবান্! আমায় বলে দাও—কোথা পালাব,—কোথা লুকব? (চমকিয়া) ও কে? বুঝেছি, বুঝেছি,—ওই আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত! মৃত্যু—আত্মহত্যা! গঙ্গাবক্ষে প্রাণ বিসর্জ্জন! প্রায়শ্চিত্ত! প্রায়শ্চিত্ত!

[প্রস্থান।

পাহারা। (চোক রগ্‌ড়াইতে রগ্‌ড়াইতে) হারে রাম, রাম, রাম! এ্যায়সা খোয়াপ্ ত হাম্ কভি নেই দেখা! হামারা সাম্‌নে—হাম্‌কো যাদু করকে শালা ভাগ্ গিয়া! আউর হাম্ পুত্তুলকা মাফিক্ ঠাড়া হোকে দেখা! (দাঁড়াইয়া দরজায় ধাক্কা দিয়া) এঁ্যা! এ ক্যায়া হুয়া? (ভিতরে প্রবেশ করিয়া চিৎকার) ও ভাইয়া হো, আসামী ভাগ্ গিয়া! জলদী পাথরাও!

পঞ্চম দৃশ্য।

—:*:—

গঙ্গা—অন্ধকার রাত্রি—গঙ্গা কল কল শব্দে বহিতেছে।

(ব্রজেন্দ্রের প্রবেশ।)

ব্রজেন্দ্র। এই ত আমার অভীষ্ট স্থান। সব চুপ! পৃথিবী নিস্তব্ধ! জন প্রাণীরও সাড়াশব্দ নেই! কেবল অন্ধকার—ঘোর অন্ধকার! (অগ্রসর হইয়া) মাগো, কলুষ-বিনাশিনি! তোর কোলে কত মহা মহা পাপী তাপীও স্থান পেয়েছে মা। মাগো, আমার কি স্থান হবে না মা? মায়ের ছেলে মা ভিন্ন তার ব্যথা বেদনা কে বুঝবে মা! মা গো, এই ঘোর যামিনীতে জনপ্রাণী কেউ তো জেগে নেই মা! কাকেই বা ডাকব মা? মা তোর কল কল নিনাদে আমার প্রাণ যে নেচে উঠ্‌ছে! মনে হয় মা, তোর ঐ সুমধুর শব্দই আমার স্নেহ সম্বোধন—আমার শেষ জীবনের—শেষ আকিঞ্চনের—শোক দুঃখের অবসান—বুঝি এই শেষ ডাক! মাগো, তবে আর কেন? এবার তোর অধম সন্তানকে কোলে নে মা। জগজ্জননি! তুই ত জগতের মা, আমার কি

নইস্? সর্ব্বপাপহারিণি! এ হতভাগ্যের কি প্রায়শ্চিত্ত হবেনা মা? মাগো, বড় অনুতাপ,—বড় কষ্ট? মোক্ষদায়িনি! যদি আমার মত পাপী তোর পায়ে স্থান না পায়, তবে তোরই নামে কলঙ্ক হবে। মা আমার, দয়া কি করবি না মা? তবে ছাখ্ মা, তোর হতভাগ্য সন্তান আজ তোরই বক্ষে তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত কত্তে পারে কি না? মন! আর কেন? এবার তোর শেষ সময় উপস্থিত। মাগো, বড় জ্বালা,—বড় কষ্ট! উঃ! পাপের কি ভয়ানক যন্ত্রণা! মা, মা, মা! (জলে পতন ও সন্তরণ) এ কি! আমায় কে ঠেলে তুল্‌ছে? পাষাণী! আমায় মর্‌তেও দিবিনে? তবে এই ছাখ্ আবার ডুবি। (জলে নিমগ্ন।) উঃ,কি ভয়ানক যন্ত্রণা! মৃত্যু, তুমি এত নিষ্ঠুর? আমায় কিছুতেই নেবে না? জলে স্থলে, অনলে, অনিলে, কেউ আমায় মর্‌তে দেবে না? নাঃ,—আর একবার দেখব। এবার গলায় ফাঁশ দিয়ে ডুব্‌ব। এ কি! কৈ, আমার চোক বাঁধা কাপড় কৈ? আমার ধুতি কই? আমি যে একেবারে উলঙ্গ! হায় মা, তুই আবার একি কল্লি? আমায় মর্‌তে দিলিনে? মাগো, সন্তান বলে এত যদি করুণা, তবে এ নারকীর এ দুর্ম্মতি কেন? মা, আঁমার মত নরপশু বেঁচে থেকে জগতের অপকার ছাড়া উপকার কি হবে মা? তবে কেন এ প্রবঞ্চনা,—কেন এত বাধা? ওঃ বুঝেছি,—বুঝেছি! পাপের প্রায়শ্চিত্ত! এখনও ঢের সইতে হবে। অন্ন, মা আমার, তবে তোমার আদেশই আমার শিরোধার্য্য। আর মর্‌তে চেষ্টা কর্‌ব না—বেঁচে থাক্‌ব। অনুতাপ, —অনুতাপেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর্‌ব! একি! গঙ্গার চড়া, না তীর? কি জানি, ভাল কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্চিনে! (পারে বসিয়া) উঃ, মৃত্যু-যন্ত্রণা কি দারুণ কষ্ট! এত করেও মর্‌তে পাল্লুম না! মৃত্যু! তুমিই স্বাধীন। (সূর্য্যোদয়) আ মরি মরি! পূর্ব্বাকাশে কি সুন্দর শোভা! অন্ধকাররাশি কোথায় লুকিয়ে গেল! সূর্য্যরশ্মি কেমন রক্তবর্ণ হয়ে চতুর্দ্দিকে

ছড়িয়ে পড়চে। ভানুদেব! তোমার চরণে কোটী কোটী নমস্কার। দেখ্‌তে দেখ্‌তে পৃথিবী যেন নবজীবন ধারণ কল্লে! নূতন উজ্জ্বল আলোতে যেন চতুর্দ্দিক পুলকিত হ'ল। একি! আমি উলঙ্গ! কি হবে, কি হবে? (কোমর জলে নামিয়া) নয়ন রে! তোর নাকি মূল্য নাই—তুই অমূল্য! কিন্তু তুই আমার পক্ষে হীন হ'তেও হীনতর,—নীচ হ'তেও নীচতর! তুই না থাকলে মানুষের জন্ম নাকি বৃথা! কিন্তু আমার পক্ষে তার সম্পূর্ণ বিপরীত। তুইই আমার সর্ব্বনাশের কারণ। তবে আয়, তোর ধ্বংসই আগে করি! এই যে একটা কি পড়ে আছে! (হাতে করিয়া) হাঁ, হাঁ, ঠিক হয়েছে। এই ভগ্ন লৌহখণ্ডই আমার উপযুক্ত অস্ত্র। একটি চোক গেছে,—অপরটি থেকে আমার অনিষ্ট বই ইষ্ট হবে না। হায়,—কত কালের, —কোন্ মানবের পরিত্যক্ত এই লৌহ খণ্ড! তুমি প্রস্তুত হও, তোমার জন্ম সার্থক করি। তুমি এই বিপদে আমার প্রকৃত বন্ধু হও—আমার সহায় হও। মা গো, না বুঝে তোমার কত নিন্দা করেছি মা, সত্যই তুমি দয়াবতী। (চোক উৎপাটন করন।) মা, মা, মা! (কপালে হাত দিয়া দণ্ডায়মান, চক্ষু হইতে রক্তপাত।)

(ভৈরবীর প্রবেশ।)

ভৈর। (ব্রজেন্দ্রের হাত ধরিয়া) ছিঃ, তুমি এ কি কল্লে? জ্ঞানী হয়ে অজ্ঞানের কাজ করলে? ছিঃ, তুমি বড় নিষ্ঠুর! চক্ষু ধন যে অমূল্য রত্ন!

ব্রজে। আমার পক্ষে তার বিপরীত। তুমি কে মা? আমার হাত ধরলে কেন?

ভৈর। আমি একজন ভিখারিণী মাত্র। তুমি জলে দাঁড়িয়ে কি কচ্চ, তাই এতক্ষণ দেখ্‌ছিলুম! প্রথম মনে হচ্চিল,—লোকটা বুঝি পাগল!

ব্রজেন্দ্র। আর এখন কি বুঝ্‌লে?

ভৈরবী। এখন বুঝ্‌লুম,—তুমি ঘোর অনুতপ্ত! তোমার হৃদয় মহৎ; কন্তু ইন্দ্রিয় বিকারগ্রস্ত।

ব্রজ। কিসে?

ভৈরবী। তা পরে বল্‌ছি—এখন তুমি উপরে উঠে এস দেখি?

ব্রজ। আমি আর উঠ্‌ব না মা! বিশেষতঃ আমি উলঙ্গ।

ভৈরবী। (স্বীয় কাঁধের বস্ত্র প্রদান) তবে এইখানি এখন পর। আমায় যখন মা বলেছ, তখন আর লজ্জা কি বাবা?

ব্রজ। (কাপড় গ্রহণ করিয়া) মা, সত্যই কি তুই আমার মা? আমার মত পশুর ডাক্‌ কি তোর কাণে পৌঁচেছিল? তবে আমার সাধে বাদ সাধ্‌লি কেন মা?—আমায় মর্‌তে দিলিনে কেন?

ভৈরবী। বাবা, জলে দাঁড়িয়ে কেন? উপরে উঠে কাপড় পর। তারপর তোমার সব কথা শুনব।

ব্রজ। মা, তবে তোর বাসনাই পূর্ণহোক্‌। (উপরে উঠিয়া কাপড় পরা) মা, এ কাপড় তুমি কোথায় পেলে?

ভৈরবী! বাবা, আমি রোজই ভোরে গঙ্গাস্নান করি। কাপড় গাম্‌ছা, কমণ্ডলু নিয়ে আসি। আজও তাই নিয়ে এসেছি।

ব্রজ। মা, তোমার বাড়ী বুঝি খুব কাছে?

ভিখা। হাঁ। দেখ বাবা, তোমার চোক্‌ দিয়ে বড্ড রক্ত পড়্‌ছে। আপাততঃ একটা কাপড় জড়িয়ে বেঁধে দিই। (নিজের কাপড়ের আঁচল ছিঁড়িয়া চোক্‌ বাঁধা)

ব্রজ। আ—আ—হা! একি কল্লে মা? তোমার কাপড় ছিঁড়লে—বাড়ী গেলে সবাই তোমায় কি বল্‌বে?

ভৈরবী। সে ভয় আমার নেই বাবা।

ব্রজ। কেন মা,—তোমার কি কেউ নেই?

ভৈরবী। কেন থাক্‌বে না? জগৎ ব্রহ্মাণ্ডের এত লোকের এত রয়েছে,—আর আমার কিছু থাক্‌বে না কেন বাবা? এইত তুমি আমার—

ব্রজ। মা, মা! তবে তুই কি আমার সেই—

ভৈরবী। চুপ কর বাবা, কেঁদ না। আমি একজন ভিখারিণী মাত্র। তোমাদের পাঁচ জনকে নিয়েই আমার সংসার। আর গঙ্গাতীরই আমার বাস। আমাকে একজন ভিখারিণী বলেই জান্‌বে। আর বেশী কিছু জিজ্ঞেস করোনা—তা'হলে প্রাণে বড় দুঃখ পাব।

ব্রজে। না মা, আর বল্‌ব না। না বুঝে তোমায় কষ্ট দিয়েছি,—আমায় ক্ষমা কর মা।

ভৈরবী। তবে এখন আমার সঙ্গে চল।

ব্রজে। মা, তোমার আদেশ শিরোধার্য্য। চল মা। [উভয়েরপ্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য

(৺মদনমোহনের বাড়ীর প্রাঙ্গণ।

(রাধারাণী যোগাসনে ধ্যানমগ্না; লক্ষ্মী ও অন্নের প্রবেশ।)

লক্ষ্মী। সই! দিদিমণি সমস্ত রাত্তিরটা এই ভাবে বসে ধ্যান করে কাটিয়েছেন। ঠাকুর কি দয়া কর্‌বেন না?

অন্ন। সই! রাত গেল,—ভোর হ'ল; কৈ, কোনও খবর ত পাওয়া গেল না? ঠাকুর! আমাদের মঙ্গল কর।

লক্ষ্মী। ঠাকুরের ইচ্ছায়, বড় বাবু যদি প্রাণে বেঁচে থাকেন, তবে আর কোনও বিপদের ভয় করিনে। রামপদ আর রামলাল থাক্‌তে যমও কাছে ঘেঁস্‌তে ভয় পাবে।

অন্ন। তা নিশ্চয়। কিন্তু সই, প্রাণ যে বড়ই অস্থির হয়ে পড়্ছে! বেলা যতই বাড়্ছে, প্রাণটা ততই আকুল হচ্চে। হা, দয়াময়,—দয়াল ঠাকুর! আমার দিদিমণির মঙ্গল কর। তিনি যে তোমার চরণ বই আর কিছুই জানেন না। হে মদনমোহন, মধুসূদন, বিপদ-বারণ! এ বিপদে আমাদের উদ্ধার কর।

(উভয়ের উপবেশন।)

(রামপদ ও রামলালের প্রবেশ।)

রাম। কৈ, ঠাকুর-ঘরের দরজা যে এখনও খোলেনি!

রামলাল। ভাইয়া, দ্যাখ্, দ্যাখ্, বড়ামায়ীকো দ্যাখ্! হামি ত আর দেখ্তে পারবে না ভাইয়া!—হা রাম! হা রাম! হা রাম! (কপালে হাত দিয়া উপবেশন।)

রাম। সিংজী! এ কি দেখ্ছি ভাই? মা, মা, মা! না, আর ডাকা হবে না। এমন বাহ্যজ্ঞানশূন্য-প্রাণে—তন্ময় হয়ে, মহাভাবে যিনি ধ্যানে আত্মহারা,—তাঁ'কে আর ডাক্‌ব না। থাক সতী, এই ভাবেই থাক। পতির অমঙ্গল সংবাদ শুনে দ্বিগুণ আগুনে জ্বলে পুড়ে মরার চেয়ে,এই ভাবে থাকাই এখন তোমার পক্ষে স্বর্গসুখ! থাক মা,এই ভাবেই থাক। লোকালয় বড় জ্বালাময়, বড় অশান্তি! সেখানে শান্তি পাবে না মা! থাক,—এই ভাবেই চিরকাল থাক। জীবনের শেষ কালটাও এই ভাবে কাটিয়ে দাও মা! এ ভাব বড় শান্তিময়,—বড় সুখ ময়। মা আমরা চল্লুম। তুমি তোমার প্রাণের প্রাণ নিয়ে খেলা কর। দেখো মা, খেলাটা যেন আবার অসময়ে ভেঙ্গে দিওনা! এ খেলা ভেঙ্গে গেলে কিন্তু আর শান্তি পাবে না। উঃ প্রাণ যে বড়ই আকুল হচ্চে! কেমন করে এ দারুণ সংবাদ বল্‌ব? না,—তা পার্‌ব না। এ পোড়ামুখ আর দেখাব না। যাই,—যেখানে গেলে প্রাণের জ্বালা জুড়াবে, সেইখানে যাই। (গমনোদ্যত)

লক্ষ্মী। (বাধা দিয়া) এই যে রামপদ! বল—বল,—বড় বাবু কোথায়? তিনি ভাল আছেন ত?

রাম। ভাল আছেন কি মন্দ আছেন, তা কেমন করে জান্‌ব লক্ষ্মী? সে দেশে ত কখনও যাইনি।—তাই যাচ্ছিলাম। তুমি বাধা দিলে কেন?

লক্ষ্মী। তুমি কি বল্‌ছ, আমি যে কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্চিনে রামপদ?

রাম। আর বুঝে কাজ নেই। বুঝেই এ সর্ব্বনাশ হ'ল লক্ষ্মীময়ী!

লক্ষ্মী। (কাঁদিয়া) সই, সই! এত দিনে বুঝি আমাদের সব ফুরাল!

অন্ন। এ কি সই! তুমি কাঁদছ? (রামপদের প্রতি) ওগো! এ কি, তুমিও কাঁদছ? সিংজী! বল,—বড় বাবু ভাল আছেন ত? কৈ, তুমিও কথা বল্‌ছ না? এ কি! তুমিও কাঁদছ? তোমরা সবাই কাঁদছ! (কাঁদিয়া) ঠাকুর! তুমি আমাদের আজ এ কি কল্লে? এই জন্যই কি আমরা তোমায় এত করে ডেকে ছিলুম! দিদিমণি আহার নিদ্রা ত্যাগ করে এই জন্যই কি তোমার ধ্যান কচ্ছেন? তুমি না ঠাকুর অনাথের নাথ? তুমি না বিপদবারণ শ্রীমধুসূদন? তবে এ কি কল্লে ঠাকুর!

রাধা। কি বল্লে? বিপদবারণ শ্রীমধুসূদন! ঠিক্ বলেছ ভাই। ঐ নামই আমি চাই। ঠাকুর! তুমি সত্যই বিপদবারণ শ্রীমধুসূদন। হরি, হরি, হরি! কি মোহন মূর্ত্তি! মদনমোহন জ্যোতিতে বিশ্ব সংসার যেন মোহিত হয়ে গেল! প্রাণেশ্বর! তুমি কোথায়? একবার দয়া করে এ দাসীর হৃদয়াসনে এস নাথ? আমি যে আর তোমায় ডাক্‌তে পাচ্চিনে প্রভু! আ মরি মরি! প্রাণ যে শীতল হয়ে গেল! এস, নাথ এস,—আমার হৃদয়ে এস। তোমায় বক্ষে করে আজ আমি স্বর্গে চলে যাই। স্বামিন্! এস, এস! বড় শান্তি, বড় সুখ! জন্ম জন্মান্তরে যেন তোমারই মত স্বামীর দাসী হয়ে জীবনকে ধন্য মানি। (হাত বাড়াইয়া) এ

কি হ'ল! (দাঁড়াইয়া) কৈ, কেউত নেই? (পশ্চাতে লক্ষ্য করিয়া) এ কা'রা! তোমরা এমন করে দাঁড়িয়ে কেন? (অগ্রসর হইয়া) কেও, রামপদ? এ কে! রামলাল? অন্ন, লক্ষ্মী! তোমরা সব কাঁদছ কেন? ছিঃ রামপদ! ছিঃ রামলাল! হয়েছে কি? বল,—তোমাদের বড় বাবুর খবর বল। এ কি! কেউ কথা বল্‌ছ না যে রামপদ, সংবাদ যতই অমঙ্গল মনে কর না কেন,—বল্‌তে দোষ কি বাবা?

রাম। বড় মা!

রাধা। এ কি! তুমি এত দুর্ব্বল! আবার কাঁদছ?

অন্ন। (রাধার পায়ে পড়িয়া) দিদিমণি! ও কথা আর জিজ্ঞেস ক'র না! আমিই তোমার সর্ব্বনাশের কারণ। আগে এ হতভাগিনীর পাপ জীবনের শেষ কর,—পরে সে দারুণ সংবাদ শুনিও। দিদিমণি গো! আমি বড়ই অভাগিনী!

রাধা। (হাত ধরিয়া উঠাইয়া) অন্ন, ছোট বোন্‌টি আমার। ও পাপ কথা আর মুখে এনো না। সংবাদটি তোমরা যতই অমঙ্গল মনে কর, আমি কিন্তু জানি,—সংবাদ অতিশুভ!

রাম। বড় মা, তা নয়। সত্য সত্যই সংবাদ অশুভ।

রাধা। সত্য সত্যই সংবাদ শুভ!

রামলাল। বড়া মায়ী, খবর বড়ি খারাপ!

রাধা। খারাপ? মিথ্যা কথা! আচ্ছা, বল কি খবর?

রাম। সমস্ত রাত্তির ঘুরে ঘুরে যখন বড় বাবুর ঠিক খবর পেলাম না, তখন ভোরে হাঁসপাতালের দিকে গেলাম। কিন্তু মা,—সেখানে যে সংবাদ শুন্‌লাম, তা মুখে বল্‌তে পারিনে। মা গো, এ পাপ মুখ আর তোমাদের দেখাব না। ভাই রামলাল, বৃথাই এই দেহে এত শক্তি ধরেছিলাম! তবে আর কেন ভাই,—বৃথা এ পাপের বোঝা বয়ে মরব? মা! এজীবনে তোমার

কোন উপকার করা দূরে থাকুক, কর্ত্তব্যপালনও কর্ত্তে পাল্লাম না। সন্তানের অপরাধ ক্ষমা কর মা। (লাঠী দ্বারা মাথায় আঘাত।)

রাধা। (বাধা দিয়া) ছিঃ ছিঃ রামপদ! তুমি না পুরুষ,—লেখাপড়া শিখেছ? তোমার এই কাজ! উঃ বড্ড লেগেছে,—রক্ত যে আর থাম্‌ছে না! রামলাল, শীগ্‌গির রামপদের মাথা বেঁধে দাও। ডাক্তারখানায় নিয়ে চল। (ভূমিতে উপবেশন।)

রামলাল। (রামপদের মাথা বাঁধিয়া) বড়া মায়ী, হামি গাড়ী লিয়াতে হায়। [প্রস্থান।

রাধা। লক্ষ্মী, অন্ন! রামপদের কাছে বসে তোরা একটু হাওয়া কর। (তথাকরণ) রামপদ! তোমার এ দুর্ম্মতি হ'ল কেন বাবা?

রাম। বড় মা! যখন শুন্‌লাম, বড় বাবু আর এ সংসারে নাই, তখনই আমার প্রাণটা দেহ ছেড়ে যেন পালিয়ে গেল! মাগো! বড় দুঃখ,—তোমার কোনও কাজ কর্‌তে পাল্লাম না! বৃথাই শক্তি ধরে ছিলাম মা! বড় মা! এ সামান্য আঘাতে আমার কিছুই হয়নি। তোমরা আমার জন্য উতলা হ'য়ো না। আমি এখনও বেশ চল্‌তে পার্‌ব। মা গো! শেষে তোমায় বিধবার সাজে দেখ্‌তে হ'ল! মা, মৃত্যুই আমার এক মাত্র বাঞ্ছনীয়। আমি বেঁচে থেকে তোমার সে বেশ দেখতে পার্‌ব না মা!

রাধা। রামপদ! তুমি ভুল বুঝেছ। তিনি এখনত মর্‌তে পারেন না! ভোগ শেষ না হ'লে, মানুষ মর্‌তে পারে না। তিনি আমার স্বামী। স্বামীর মৃত্যু হ'লে স্ত্রী তা' আগেই জান্‌তে পারে। আমার স্বামীর মৃত্যু হ'ল,—আর আমিই তা জান্‌তে পাল্লুম না, তাও কি সম্ভব! রামপদ, আমি নিজ চোখে দেখ্‌ছি,—তিনি এখনও জীবিত। আমার মনও বল্‌ছে,—তিনি জীবিত। যদি তা' না হয়, তবে হিন্দু রমণীর স্বামিসেবা বৃথা,—তপ জপ বৃথা,—শাস্ত্র মিথ্যা,—তুমি মিথ্যা,—আমি মিথ্যা! রামপদ! তোমরা

সে ভয় ক'রনা। অদৃষ্ট-লিপি কেউ খণ্ডাতে পার্‌বে না। তিনি এখন যেতে পারেন না। চল,—আজই আমরা বাড়ী যাই।

রাম। (দাঁড়াইয়া) মা, আপনি কি বল্‌ছেন আমি বুঝতে পাচ্চিনা!

রাধা। তা পারবে'খন। চল, এখন সবাই বাড়ী চল। আমার স্বামী আমায় ফেলে একা কখনও যেতে পারেন না। যদি তাই হয়,—তবে—তবে জান্‌ব,এ সংসারে ধর্ম্ম নাই,—দেবতা নাই,—হিন্দুর হিন্দুত্ব নাই,—আর হিন্দুরমণীর সতীত্ব ব'লেও কোন ধর্ম্ম নাই! আমি ধর্ম্ম সাক্ষী করে বল্‌তে পারি,—যদি আমার স্বামী জীবিত না থাকেন, তবে আমার স্বামিসেবাই মিথ্যা! আমার স্বামী আমার আগে কখনও যেতে পারেন না! চল্‌,—তোরা সবাই চল্‌। আমার স্বামীকে দেখ্‌বি ত চল্‌।

[সকলের প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য

নদেরচাঁদের দোকানগৃহ।

(রমেন্দ্র খাতাপত্র তদন্ত করিতেছে।)

রমেন্দ্র। একি! দাদা এ কি করেছেন? খল্‌সীমহাল ২৫ হাজার টাকায় মর্টগেজ্‌ রেখেছেন! না জানি আরও কত কি সর্ব্বনাশ করেছেন! এই ক'বছরের মধ্যেই এত দেনা! শৈল! শৈল! একবার দেখে যাও,—দাদা কি সর্ব্বনাশই করেছেন!

(শৈলবালার প্রবেশ।)

শৈল। তুমি কি আমায় ডাক্‌ছিলে?

রমে। কে! শৈল? হাঁ, তোমায় ডাক্‌ছিলুম বটে।

শৈল। কেন? দলিলপত্রে কোথাও ভুল বেরিয়েছে বুঝি?

রমে। ভুল নয় শৈল,—সম্পূর্ণ সত্য! আমাদের পূর্ব্বপুরুষের দখলী সোণার খল্‌শীমহাল বাঁধা পড়েছে।

শৈল। কে দিয়েছে? বড়বাবু বুঝি? তা এ সমস্ত বিষয় সম্পত্তিত এখন তোমারই। মা ত তোমায় দিয়ে গেছেন।

রমে। শৈল! তাহ'লেও তুমি জেনো, আমি কোন প্রবঞ্চনা কর্‌তে পার্‌ব না। ময় স্থদ এই ২৫ হাজার টাকা আদায় করে আমায় দিতে হবে। মায়ের আদেশও পালন হবে।

শৈল। তাঁ'র আদেশ কি?

রমে। তাঁ'র লিখিত উইল অনুসারে এই সম্পত্তি থেকে বার আনা তাঁ'র আদেশ মত সদ্‌ব্যয় কর্‌তে হবে। আর বাকী চারি আনা আমার পারিশ্রমিক স্বরূপ আমারই প্রাপ্য।

শৈল। এই চারি আনা অংশে তুমি কত পাবে আন্দাজ?

রমে। প্রায় লক্ষাধিক।

শৈল। তবে এত ভাবনার ত কোন কারণ নেই। তোমার প্রাপ্য অংশ থেকেই ত এই দেনা শোধ করে মহাল উদ্ধার কর্‌তে পার্‌বে।

রমে। তা ছাড়া আর এখন উপায় কি? তাই বলি,—কা'র বিষয় কে ভোগ করে!

শৈল। যাঁ'র কর্ম্ম, তিনিই করেন! আচ্ছা, মা কেন আজ ক'দিন আসেননি? তিনি কি সত্য সত্যই সংসার ত্যাগ করে গেলেন? বোধ হয়, সেই ভৈরবীর সঙ্গেই গেছেন।

রমে। হাঁ, সেই তিনিই এখন আমার মায়ের এক মাত্র সঙ্গিনী। আর তাঁ'র মত ছাড়া মা কোন কাজই করেন না।

(ভৈরবীবেশে যশোদা ও ভৈরবীর প্রবেশ।)

যশো। বাবা! তবে এখন বিদায় দাও। আমার আর ত সময় নাই!

রমে। মা। মা! (প্রণাম।)

শৈল। মা! আমাদের ফেলে কোথায় যাবে মা? (প্রণাম।)

যশো। আশীর্ব্বাদ করি, ভগবান্ তোমাদের মঙ্গল করুন। বাবা! তোমরা এসময় আমায় আর বৃথা অনুরোধ করে কাজে বাধা দিওনা। তোমায় ত সেদিনই সব বলেছি। আমি আর এ সংসারে থাক্‌ব না। আমার মহৎ উদ্দেশ্যে আর বাধা দিও না। এখন আমায় কর্ত্তব্য সাধন কর্‌তে দাও।

রমে। এখন কোথায় যাবে মা?

যশো। ইনিই এখন আমার প্রধান সহায়। আপাততঃ কাশীধামে অন্নচ্ছত্র ও অনাথ আশ্রম প্রতিষ্ঠা কর্‌ব। পরে যেখানে যখন যা' করা হয়, তোমায় জানাব। তুমি আমার আদেশ মতে টাকা পাঠিও।

শৈল। মা! আর কিছুদিন থেকে যাও। তোমার মুখে ধর্ম্মের কাহিনী শুনে প্রাণে কত আনন্দ পাই। মা! আমাদের ফেলে যেও না।

যশো। মা! তুমি সতীলক্ষ্মী। বিধবা জীবনে যে কি দুঃখ,—কি অশান্তি—তা হিন্দুর বিধবা ভিন্ন আর কেউ অনুভব কর্‌তে পারে না। বিধবার প্রাণের বেদনা মুখে বলে শেষ করা যায় না। হিন্দুরমণীর স্বামী যে কি বস্তু,—ভগবান্ যে তা কি অব্যক্ত—অদৃশ্য—অপার প্রেমে গড়িয়েছেন তা' মানুষের বোধের অতীত! এমন অভেদ্য সম্পর্ক,—এমন হৃদয়-ভরা প্রেম ও স্নেহ-বিজড়িত করে রেখেছেন, তা মানুষে ভুলতে পারে না। শুধু এইকারণেই হিন্দুধর্ম্ম পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ স্থান লাভ করেছে। আর হিন্দুর এই মহামন্ত্রের বিশ্বাসে, এই দেশে একদিন রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, ভীষ্ম, কর্ণ, ধ্রুব, প্রহ্লাদ প্রভৃতি পুত্ররত্ন জন্মেছিল।

আবার এই দেশেই একদিন সীতা, সাবিত্রী, গান্ধারী, পদ্মাবতী, বেহুলা প্রভৃতি কন্যারত্নের উদ্ভব হয়েছিল। মা! আর আমায় বৃথা বাধা দিওনা। আশীর্ব্বাদ করি,—ভগবানের কৃপায় স্বামিসুখে চির সুখী হও।

শৈল। মা! আর কি তবে তোমায় দেখ্‌তে পাব না? (ক্রন্দন)

যশো। তা পাবে বই কি মা। আমি আরও কতবার আস্‌ব।

ভৈর। মা! তুমি হিন্দুরমণী,—স্বামিসেবার অধিকারিণী। আশীর্ব্বাদ করি—স্বামিসুখে সুখী হয়ে সংসারে কর্ত্তব্যসাধন কর।

[উভয়ের প্রস্থান।

শৈল। দিদিমণির কোন খবর পেয়েছ কি?

রমে। না। আর কেমন করেইবা পাব? রামলাল ছাড়া আর ত কেউ আমার অনুসন্ধান জানে না।

শৈল। কি জানি, আজ ক'দিনথেকে দিদিমণিকে দেখবার জন্য মন বড়ই চঞ্চল হয়েছে। একবার তাঁ'কে দেখলে হয়না?

রমে। শৈল! সে আশা দুরাশা মাত্র! যেরূপ অপমানিত হয়ে বাড়ী থেকে বিতাড়িত হয়েছি, সে কথা মনে হ'লে ঘৃণায় ও অভিমানে বুক ফেটে যায়।

শৈল। কিন্তু দিদিমণিকে শুধু দেখ্‌তে প্রাণ কাঁদছে।

রমে। আমারও কি কাঁদ্‌ছে না? কিন্তু কি করব,—উপায় নাই।

(রামলালের প্রবেশ)

রাম। কেও! রামলাল? বাড়ীর খবর কি? সব ভাল ত?

রাম। হাঁ বাবু, সব ভালা হ্যায়।

রমে। এ কি রামলাল! তুমি এত বিমর্ষ কেন? (হাত ধরিয়া) প্রাণের বন্ধু—বিপদের সহায়! সত্য বল কি হয়েছে?

শৈল। রামলাল! শীগ্‌গির বল, দিদিমণি ভাল আছেন ত?

রাম। ছোটামায়ী! বড়ি বিপদ!

রমে। কি বিপদ রামলাল? একি। তোমার চোখে জল!

শৈল। সত্য বল রামলাল,—আমার দিদিমণি ভাল আছেন ত?

রমে। দাদা ভাল আছেন ত?

রাম। হাঁ রাম! বড়াবাবু আর দুনিয়ামে নেহি হ্যায়! বড়া মায়ীবি বেমার পড়া হ্যায়!

রমে। (বুকে ধরিয়া) কি বল্‌লে?—দাদা—আমার—নাই!

শৈল। রামলাল! এখন উপায় কি হবে? দিদির কাছে এখনি আমায় নিয়ে চল।

রমে। রামলাল!—

রাম। ছোটাবাবু! আবি রোওয়ে মৎ। জল্‌দি হামারা সাথ্ ঘরমে চলিয়ে। বড়ামায়ী আপ্‌কো দেখ্‌নে মাঙ্‌তা হ্যায়। কাল বহুৎ দানখয়রাৎ করেগা।

রমে। শৈল—শৈল! বৌদিকে শেষে কি বিধবা-বেশে দেখ্‌তে হল! আমার অদৃষ্টে কি এই ছিল? রামলাল! এদ্দিনে আমি পিতৃহারা হ'লুম! তোমরা যাই মনে কর, আমি জানি,—দাদা আমার এতদূর নীচ—হীনচিত্ত ছিলেন না। কেবল দুষ্টের সঙ্গে—দুষ্টের প্ররোচনায় দাদার আমার এ দুর্ম্মতি হয়েছিল। কিন্তু একদিন তাঁর এ মতির পরিবর্ত্তন হ'তো। তিনি আবার দেবস্বভাবের অধিকারী হতেন। আজ আমি যথার্থই পিতৃহীন!

রাম। ছোটাবাবু! আভি দুখ্ মৎ করিয়ে। বড়ামায়ীকো দেখ্‌নে জল্‌দি চলিয়ে।

রমে। তাই চল রামলাল। চল শৈল, আজই আমরা যাব।

[সকলের প্রস্থান।

অষ্টম দৃশ্য।

সুখসাগরের কৃষকপল্লী।

(যষ্টিসাহায্যে ব্রজেন্দ্র ও ভৈরবীর প্রবেশ।)

ব্রজ। মা! আজ আবার এ কোন্ দেশে এলে মা? তুমি আমার জন্য রোজ রোজ এত কষ্ট ভোগ কচ্চ কেন মা? আমায় ছেড়ে দাও,—আমি পাপের প্রায়শ্চিত্ত করি।

ভৈর। এদেশের নাম ত আমি জানিনে বাবা! আর আমাদের এত কথার আবশ্যকইবা কি? আমরা ভিক্ষুক, ভিক্ষাই আমাদের জীবিকা। তুমি আমার সঙ্গে আছ বলে আমার ভিক্ষার আরও কত সুবিধা হয়েছে। অন্ধ দেখে দয়া করে লোকে কিছু না কিছু দেয়। আমি একা থাকলে ত আর সে সুবিধা হ'তো না? এতে আর কষ্ট কি বাবা? ভগবান্ আমাদের সৃষ্টি করেছেন। তাঁর দেয় জিনিষ অবহেলা করা ধর্ম্মবিরুদ্ধ। শরীর রক্ষা করিতে না পারিলে ত ধর্ম্মরক্ষা করা হয়না বাবা!

ব্রজ। মা! তুমি কি সত্য সত্যই ভিখারিণী! আমি চক্ষুহীন, তাই তোমায় দেখতে পাচ্চিনে। কিন্তু আমার বিবেক বল্‌চে—তুমি কখনও সামান্য ভিখারিণী নও—তুমি দেবী! মা গো, আমায় প্রবঞ্চনা ক'র না। তোমার প্রতি বাক্যের অক্ষরে অক্ষরে যেন সুধা ক্ষরে। তোমার প্রতি কার্য্যে,—তোমার স্নেহে ও আদরে—আমি আত্মহারা হয়েছি! মা, মানুষে কি মানুষকে বশ কত্তে পারে? সে মানুষ ত মানুষ নয় মা? বল মা, তুমি কে?

ভৈর। বাবা, তুমি কি আমার উপদেশ সব ভুলে গেলে; এসব কথা জিজ্ঞেস কর্‌তে না তোমায় বারণ করেছিলাম? তুমি জেনো, এতে

আমার দুঃখ ভিন্ন সুখ নাই। আমি সংসারত্যাগিনী ; কিন্তু পূর্ব্বস্মৃতি আমার মনে হ'লে শোকে দুঃখে বুক ফেটে যায়! তাই সেসব কথা মনেও উঠ্‌তে দিই না বাবা, ধৈর্য্যধর,—সময় হ'লে সবই জান্‌তে পারবে। তুমি দুঃখ পাও বলে আমিও তোমার আর কোনও পরিচয় জিজ্ঞেস করিনি।

ব্রজ। মা! হতভাগ্য সন্তানের অপরাধ ক্ষমা করো মা। আমি আর কখনও ভুলেও তোমায় এ সব পরিচয় জিজ্ঞেস করব না—তোমার প্রাণে আর বেদনা দেবো না। মা, তোমার সেই প্রাণমাতান গানটি গাও না মা? সুধামাখা হরিনামে আমার বড়ই তৃপ্তি হয়—বড়ই আনন্দ হয়! গাও মা—আবার একটিবার গাও?

ভৈরবী—

গীত।

দীনবন্ধু কৃপাসিন্ধু ভবসিন্ধু পার কর।
আমি হে অধম, নাজানি সাধন, তুমি হে দয়াল, জগত জীবন,
করুণা কর না তাপিত জনে, প্রেমবারি বিতর॥
শুনেছি পুরাণে তোমারি কারণে, মহামহা পাপী গেল শান্তিধামে,
আমি হে নারকী, ডাকিহে কাণ্ডারী, পার কর ভবসাগর।
প্রবঞ্চনাময় এ ভবসংসার, মহা মায়া পূর্ণ মানব-হৃদয়,
আর না রহিব, আর না সহিব, দয়া করে এ দুঃখ নিবার।

ব্রজ। মা, তোমার গান শুনে আমি যেন শোক তাপ সব ভুলে যাই! ইচ্ছে হয়, অমর হয়ে চিরদিন এইভাবে তোমার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে বেড়াই। সত্যই মা, ভগবান্ যখন যা করান, তা মঙ্গলের জন্যই করান! আমি অন্ধ না হ'লে, তোমার মত দেবীর চরণে আশ্রয়লাভ আমার ভাগ্যে ঘট্‌ত না। মঙ্গলময় প্রভু! তোমার মহিমা বুঝা আমাদের সাধ্য কি? দেবাদিদেব

মহাদেব স্বয়ং ত্রিপুরারিও পঞ্চমুখে গান করে তোমার মহিমা শেষ কর্ত্তে পারেননি! আমরা ত কোন ছার্! হাঁ মা, সেদিন যে বলেছিলে, কোথায় না কি কে খুব দানধ্যান কচ্চে,—কতসাধু সঙ্গম হচ্চে,—কত হরিনাম হচ্চে,—সেখানে যাবে না?

ভৈর। হাঁ বাবা, সেখানেই ত যাচ্চি। এখন চল, বেলা হয়েচে।

[প্রস্থান।

নবম দৃশ্য।

—:*:—

স্থখসাগর—ব্রজেন্দ্রের বহির্ব্বাটী।

(রাধারাণী খাটের উপর নামাবলী ঢাকা রোগশয্যায় শায়িতা—লক্ষ্মী, অন্ন, রামপদ, হরি, রাই প্রভৃতি পার্শ্বে উপবিষ্ট। তুলসীগাছ, গঙ্গাজল, রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্ত্তি প্রভৃতি পরিবেষ্টিত।)

রাধা। অন্ন, আমায় একটু গঙ্গাজল দাও। মুখ শুকিয়ে আস্‌চে,—কথা কইতে বড় কষ্ট হচ্চে!

অন্ন। (গঙ্গাজল প্রদান) দিদিমণি! এমন করে না খেয়ে আর কদ্দিন বাঁচবে? আজ একটু দুধ খাও। ডাক্তারী ওষুধ না খাও,—কবরেজ দেখাতে দোষ কি?

লক্ষ্মী। দিদিমণি! তুমি যদি না বাঁচ্‌বে, তবে আমরা আর কার কাছে থাকব? দিদিমণি গো! আমরাও তোমার সঙ্গে যাব! (কান্না)

রাধা। তোরা সবাই পাগল! গঙ্গাজলের তুল্য পৃথিবীতে আর কোনও ওষুধ আছে কি? গঙ্গাজলে যদি তৃপ্তি না হয়,—পেট না ভরে,

তবে এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডটা খেয়ে ফেল্‌লেও উদর পূর্ণ হবে না! ভাই, এসময় তোরা আমায় আর জ্বালাতন করিস্‌নে। এই শেষসময় আমার হৃদয়ের আরাধ্য দেবতা স্বামীর চরণ চিন্তা কর্‌তে দে,—আমি হাস্‌তে হাস্‌তে শান্তি-ধামে চলে যাই। লক্ষ্মী! এ সংসারে কে কার? ইচ্ছাময়ের ইচ্ছাতেই সব হচ্চে। আজ আমি যাচ্চি,—কাল হয়ত তোরাও যাবি। অমর হয়ে ত আর কেউ আসিনি? সময় হ'লে সবাই যাবে। আর ছাখ্‌, লক্ষ্মী, এ জগতে কে কাকে খাওয়াতে পারে?—কে কাকে রক্ষে কর্‌তে পারে? সকলেই আপন আপন ভাগ্যফল ভোগ করে। আজ আমি না থাক্‌লে, কালই হয়ত তোরা কত ভাল লোকের আশ্রয় পা'বি,—কত সুখীও হ'বি।

(দুর্গাদাসের প্রবেশ।)

দুর্গা। নারায়ণ! নারায়ণ! নারায়ণ! কৈ মা রাধারাণী আমার? মাগো! শেষে কি এই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে ফাঁকি দিয়ে কাঁদিয়ে রেখে চলেগেলি মা? মা, আমি যে তোর কষ্ট আর সইতে পারিনে মা?

রাধা। বাবা, বাবা! আমায় পায়ের ধুল দিন? আশীর্ব্বাদ করুন,—যেন স্বামীর চরণ ধ্যান কর্‌তে কর্‌তে আপনার চরণধূলী মাথায় করে শান্তি-ধামে চলে যেতে পারি। বাবা, আপনি ঋষিতুল্য,—বলুন দেখি, সত্যই কি আমার স্বামী নাই?

দুর্গা। (কম্পন) রাধা, রাধা, মা আমার! তোর মত সতী যদি পতিহীনা হয়, তবে জান্‌ব, সংসারে ধর্ম্ম নাই,—ঈশ্বর নাই,—সব মিথ্যা! (রামপদ কর্ত্তৃক ধারণ) মা, মা, মহামায়া! মা গো, এ কি দেখ্‌চি? ঐ যে, ঐ যে! কেও? ব্রজেন্দ্র? আয়, আয়, বাপ্‌ আমার! তোর বৃদ্ধ পিতৃবন্ধু কাতরকণ্ঠে ডাক্‌চে বাপ্‌! এ্যাঁ! এ আবার কি? রাধা—রাধা,—ব্রজেন্দ্র যে অন্ধ! ব্রজ, বাবারে, এ দুর্গতি কেন রে তোর? উঃ, বুঝেছি,—তোর পাপের প্রায়শ্চিত্ত! নয়? কেন বাবা, এত অনুতাপ কেন? কর্ম্মফলে

যা' হবার তা'ত হয়েছে। তবে এ দুর্দ্দশা কেন রে বাপ্? আমার আশীর্ব্বাদ বুঝি ভুলে গিয়েছিস্? আমি ত্রিসন্ধ্যা করি,—তোর মঙ্গলের জন্য আমি ঠাকুর্‌কে কত ডাকি। আয় বাবা আয়,—আমি আর তোর সুখের পথে বাধা দেবোনা। তোর বৃদ্ধ পিতৃবন্ধুর শেষদশাটা দেখে যা!

রাধা। বাবা, একটু স্থির হউন। আপনার বাক্য কখনও মিথ্যা হবে না। আমিও দিব্যচোখে বেশ দেখ্‌তে পাচ্চি,—আমার স্বামী জীবিত। বাবা, আপনার চরণ স্পর্শ করে বল্‌তে পারি,—যদি আপনার চরণে আমার মতিগতি থাকে, তবে আমার শেষ সময় স্বামিদর্শন হবেই হবে। (ভিতরে কাঙ্গালীদের গোলমাল) বাবা রাই, হরি, তোরা ভিতরে যেয়ে কাঙ্গালীদের একটু থামাগে। আর বল্,—এখনি দান বিদেয় দেওয়া হবে।

[রাই, হরি, প্রভৃতির প্রস্থান।

দুর্গা। রমেন্দ্রের খবর কি মা?

রাধা। তা'দেরকে আন্‌তে পাঠিয়েছি। বোধহয় এখনি এসে পড়বে।

(রামলাল, রমেন্দ্র ও শিশুকোলে শৈলর প্রবেশ।)

রমে। বৌদি, বৌদি,—মা আমার! তুমিও কি শেষে আমাদের কাঁদিয়ে চলে গেলে? (কপালে হাত দিয়া উপবেশন।)

রাধা। রমেন, দেবর হ'লেও তুমি আমার সন্তান তুল্য। দৈবযোগে অদৃষ্টে যা'ছিল তাই হয়েছে। তার জন্য এত অভিমান কেন? আমায় ভুলে এত দিন কেমন করে ছিলে? আমার পেটের সন্তান হ'লে বোধ হয় সে তা পার্‌ত না। তা যাক্, এখন আমার ত যাবার সময় হয়েছে!

শৈল। দিদি, দিদি! তোমার স্নেহের খোঁকা—বংশের বাতি ফেলে কোথায় যাবে দিদি? এ সোণার সংসার কাকে দিয়ে গেলে দিদি? ওগো আমার কি হ'ল গো! (কান্না।)

রাধা। শৈল, বোন্‌টি আমার! আমার এই শেষ সময়ে একটু শান্তি

দাও। তোমরা কাঁদলে আমার মরণে সুখ হবে না,—স্বামীর চরণ চিন্তায় অনিষ্ট হবে। এদ্দিন আমি সাধ্য মত সংসারের কর্ত্তব্য করেছি। তুমি এখন আমারই পদে—আমারই শিক্ষা মতে সংসারের কর্ত্তব্য সাধন করবে। চিরদিন আর কেউ মা বাপ পাঁচ জন নিয়ে বাস্ করতে পারে না। যার কর্ম্ম, তিনিই করবেন। আমাদের এই বংশের দুলালটি বেঁচে থাকলে, আমাদেরই পূর্ব্ব পুরুষের গৌরব অক্ষুণ্ণ থাকবে। শৈল, খোকাকে একবার আমার কাছে নিয়ে এস।

শৈল। (খোকাকে রাধার সম্মুখে স্থাপন) দিদি, তোমার বড় আদরের ছেলেকে আশীর্ব্বাদ কর। তোমার আশীর্ব্বাদে তোমার ছেলে নিরাপদ হবে।

রাধা। বাবা,—এস বাবা (মস্তকে হস্ত স্থাপন) দীর্ঘায়ু হও,—বংশের গৌরব রক্ষা কর। শৈল, খোকার নাম কি রেখেছ?

শৈল। নামত কিছু রাখা হয়নি দিদি। খোকা বলেই ডাকা হয়। এখন তোমার ইচ্ছা মত যা'হয় নাম রাখ।

রাধা। আমার শ্বশুরের নাম ছিল বিজয়কৃষ্ণ,—খোকার নাম রামকৃষ্ণ রইল। বাবা, রামকৃষ্ণ! জীবন আমার,—দীর্ঘায়ু হয়ে নিরাপদে বংশের গৌরব রক্ষা কর (মুখচুম্বন)। শৈল, খোকাকে কোলে নাও? (তথাকরণ) রামলাল, এখনত কাঙ্গালী বিদায়ের সময় হয়েছে। তুমি আর রামপদ দু'পাশে দাঁড়াও। রমেন্দ্র দান বিতরণ করবে। তোমরা আর দেরী করো না। আমার শরীর ক্রমেই অবসন্ন হয়ে পড়ছে। অন্ন, আর একটু গঙ্গা-জল দাও ভাই? (তথাকরণ।)

(লাঠী হস্তে রামলাল ও রামপদ দরজার দুই পার্শ্বে দণ্ডায়মান।
কাঙ্গালীদের পুনঃ কোলাহল। টাকার থলে ও কাপড়
হস্তে দরজায় রমেন্দ্র দণ্ডায়মান)

রাধা। বাবা, আপনি আমার শিয়রে উপবেশন করুন।

দুর্গা। আচ্ছা মা, তাই কচ্চি। কিন্তু মা গো——

রাধা। বাবা, এ সময় আর কোনও দুঃখ কর্‌বেন না। এ দুঃখের সময় নয় বাবা! (দুর্গাদাসের রাধার শিয়রে উপবেশন) রমেন্, কাঙ্গালী-দের প্রত্যেককে একটি টাকা আর এক জোড়া কাপড় দাও। দেখো, কেউ যেন বাদ না পড়ে—কেউ যেন ক্ষুণ্ণ না হয়।

(রমেন্দ্র একে একে কাঙ্গালী বিদায় করিতেছে ঠেলাঠেলি ও কোলাহল)

রাধা। বড় গোলমাল হচ্চে। স্থির হয়ে দান কর। কেউ যেন বাদ না পড়ে।

(ভৈরবী ও যষ্টিসাহায্যে ব্রজেন্দ্রের প্রবেশ।)

ব্রজ। মা, বড় ভিড়! আস্তে চল মা। (ধাক্কা লাগিয়া রাধার গায়ের উপর পতন) উঃ হুঃ হুঃ! (অন্ন কর্ত্তৃক ধারণ।)

ভৈর। (জনান্তিকে) সতী! এই নাও তোমার পতি! [প্রস্থান।

রাধা। আঃ! হা! ধর, ধর! অন্ধটি পড়ে গেল! তাইত বড্ড লেগেছে! অন্ন! অন্ধটিকে ধরে নিয়ে এখানে বসাও? আহা, যে ভিড়!

ব্রজ। এ কি! ইনি কে? মা, মা! বল্, ইনি কে? যেন আমার বহু দিনের সেই চেনা গলার মত গলা! (হাতড়াইয়া) কৈ,—আমার মা কৈ? অহো! বুঝেছি, তুমি আমায় ফাঁকি দিয়ে পালিয়েছ! নয়?

রাধা। অন্ন, ছাথ্‌ত ভাল করে, ইনি কে?

ব্রজে। অন্ন! কোন্ অন্ন? আমার সেই মুক্তিদায়িনী সতী মা নয়ত? তবে কি এক মা অন্য মার হাতে ছেলে দিয়ে পালিয়েছে? মা কি এতই পাষাণী? এ্যাঁ! আমি তবে কোথায়? নয়ন! তুই ইষ্ট অনিষ্ট সবই কর্‌তে পারিস্! হায়রে,—আজ আমি অন্ধ!

রাধা। অন্ন, এখনও চিন্‌তে পাচ্চিস্‌নে? আয়, একবার আমার চোখের সাম্‌নে নিয়ে আয় জন্মের মত দেখেনি। (তথাকরণ।)

ব্রজ। এঁ্যা। তবে কি তাই? ভগবান্! তবে এ কি কল্লে? বল, বল,—তুমি আমার রাধা নওত? আর যদি তাই হও, তবে মৃত্যু! তুমি কোথায়? এসময় একবার বন্ধুর কাজ কর ভাই! অনেকবার তুমি আমায় লও নাই! কিন্তু এবারটি আর আপত্তি করোনা ভাই!

রাধা। (দুর্গাদাসের প্রতি) বাবা, আমায় একটু গঙ্গাজল দিন। আপনার আশীর্ব্বাদে আমার সকল আশাই পূর্ণ হ'ল।

দুর্গা। (মুখে গঙ্গাজল দিয়া) মা, মা, এ বৃদ্ধকে ফেলে কোথায় যাচ্চিস্ মা?

ব্রজ। প্রহেলিকা!—প্রহেলিকা! স্বপ্ন, স্বপ্ন! কেও, জ্যাঠামশাই? সেই অপমানিত,—লাঞ্ছিত,—বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ—তুমি?

দুর্গা। বাবা ব্রজ! (কান্না)।

ব্রজ। আবার সেই স্নেহমাখা ডাক! বৃদ্ধ, কাঁদ, কাঁদ! কাঁদতেইত এসেছ! এত অপমানেও যখন তুমি মর্‌তে পার নি, তখন তুমি কাঁদবে না ত কাঁদবে কে? দেখ্‌ছ না, আমি কেমন সবল,—কেমন শক্ত! এক ফোঁটা জল কি আমার চোকে দেখ্‌তে পাচ্চ? এ ছার পৃথিবীতে কি এমন কোন শোক আছে,—এমন কোন দুঃখ আছে, যা আমায় কাঁদাতে পারে? আমি বজ্র অপেক্ষা কঠিন,—দানব অপেক্ষাও নিষ্ঠুর! (যষ্টি উত্তোলন) যাও, —সব সরে যাও। কে কোথায় আছ,—সব দূরে যাও আমায় কেউ ছুঁও না,—আমার কাছে কেউ এস না। আমায় ছুঁলে তোমাদের নরকেও স্থান হবে না। প্রায়শ্চিত্ত! প্রায়শ্চিত্ত! (লাঠিমস্তকে আঘাত করিতে উদ্যত)

অন্ন। (বাধা দিয়া) বড় বাবু আমার কথা ভুলে গেছেন বুঝি? আত্মহত্যা যে মহাপাপ! জীবিত থাকাই না আপনার প্রায়শ্চিত্ত, মুক্তি?

ব্রজ। সতী! সেবারও তুমি আমায় এমনি করে মর্‌তে দাওনি! এ আমার আত্মহত্যা নয় সতী,—এ আমার আত্মরক্ষা! আমার সামনে

আমারই হৃদয়সর্ব্বস্ব,—ধর্ম্মের সহায়,—রোগের শান্তি,—সুখদুঃখের সমভাগিনী,সেই সাধ্বী সতী পতিব্রতা ;—যে একদিন আমার হাতে বিতাড়িতা, লাঞ্ছিতা অপমানিতা হয়েও স্বামীকে সমান চক্ষে দেখে—ভক্তি ভরে পূজা করে—যে সংসারে এক মাত্র লক্ষ্মীরূপিণী—আমার সেই রাধার মৃত্যু আমি সাম্‌নে দাঁড়িয়ে দেখব ? এই বুঝি তার প্রায়শ্চিত্ত ? এই বুঝি তার জীবিত থাকার ফল ? না, তা হবে না সতী ? আমায় ছেড়ে দাও। আমি জীবিত থাক্‌তে আমার রাধার মৃত্যু হ'তে দেবো না। মৃত্যুরাজ! সাবধান! প্রাণের বিন্দুমাত্রও যদি তোমার মমতা থাকে, তবে সরে যাও,—আমার রাধার কেশাগ্রও স্পর্শ করোনা ? তুমি এস, আমার হৃদয়ে এস ! আমার হৃদয়েই তোমার উপযুক্ত স্থান! সাবধান, আমার রাধার অঙ্গ স্পর্শ করোনা !

রাধা। স্বামিন্, হৃদয়ের দেবতা আমার! আমায় এবার হাসিমুখে বিদায় দাও। আমার ত আর কোনও সাধ অপূর্ণ নাই প্রভু। হৃদয়বল্লভ, দাও, তোমার পায়ের ধুল আমার মাথায় দাও,—আমি শান্তি ধামে চলে যাই।

ব্রজ। কি বল্লে, পাষাণী! তুমি যাবে ? আমায় ফেলে তুমি যাবে ? এই বুঝি তোমার পতিভক্তি! পতি পাপিষ্ঠ বলে তাকে অবহেলা করে ফেলে যাবে ? তবে সতী বলে লোকে তোমায় ডাকে কেন ? তবে এত ধর্ম্মকর্ম্ম করে ছিলে কেন ? সতীর পতির যদি গতি না হবে, তবে পতি সেবা করেছিলে কেন ?—লোকে সতী বলে ডাকে কেন ? পাষাণী! তুমি যাবে ? (বেগে রাধাকে বক্ষে ধারণ করিয়া পার্শ্বে শয়ন।) আসুক,—কে আস্‌বে, আসুক ? আমার বুকের ধন আমার বুকে থেকে কেড়ে নেবে কে ? কার এত বড় ক্ষমতা ?

রাধা। প্রাণেশ্বর, হৃদয়সর্ব্বস্ব আমার! এ তোমার ভুল বিশ্বাস! আমি তোমার চরণে আশ্রয় পেয়ে কোনও দুঃখ পাইনি। বরং আমিই তোমার উপযুক্ত সেবা কর্‌তে পারিনি। তোমার চরণে আমি শত শত

অপরাধী! আমার শেষ ভিক্ষা,—আমার অপরাধ ক্ষমা কর। ভগবান্ করুন,—জন্মজন্মান্তরে যেন তোমায় পেয়ে আমি স্বর্গ-সুখ ভোগ কর্‌তে পারি,—এই আশীর্ব্বাদ কর প্রভু?

ব্রজ। রাধা, রাধা, প্রাণের রাধা আমার! আমায় উপহাস কচ্চ,—আমায় প্রবঞ্চনা কচ্চ?

রাধা। দেব! তোমার সহধর্ম্মিণী কখনও উপহাস বা প্রবঞ্চনা জানে না। সত্য সত্যই তোমার আশ্রয়ে আমি পরম সুখী ছিলাম—সংসারের কত কর্ত্তব্য সাধন করেছি তা বল্‌তে পারিনা। এই হাতে কত লোককে খাইয়েছি,—কত দান ধ্যান করেছি,—কত ধর্ম্ম কর্ম্ম করেছি,তা কি তোমার মনে পড়ে না? এই সমস্ত ব্রত সাধনের মূল কে?—তুমিইত নাথ।

ব্রজ। (গাত্রোত্থান।) বুঝলাম। কিন্তু সত্য বল সতী,—আমি কি তোমায় এক দিনের জন্যও একটু আদর করেছি?—একটুও ভালবেসেছি?

রাধা। প্রাণেশ্বর! তুমি জ্ঞানী পুরুষ, তোমায় বেশী বলা বাহুল্য। স্ত্রীলোকের শুধু কি স্বামী নিয়ে সোহাগ করা, প্রেমালাপ করাই সংসারের কর্ত্তব্য কর্ম্ম?—স্বামী ও স্ত্রীর ভালবাসার উদ্দেশ্য? তা নয়। সংসারে আমাদের অসংখ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম আছে। সেই কর্ত্তব্যগুলি সাধন করাই মানব জাতির উদ্দেশ্য। পুরুষ উপার্জ্জন করে আর স্ত্রীলোক তাহার সদ্ব্যবহার করে, এই সংসারের রীতি—ইহাতেই নানাপ্রকারে সংসারের উপকার সাধিত হয়। হৃদয়-বল্লভ! দাও, তোমার চরণ-রেণু আমার সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়ে দাও। (পায়ের ধূল লইয়া মাথায় কপালে মাখান)। কি শান্তি! কি সুখ!

ব্রজ। সতী, সতী! আমায় সঙ্গে নিয়ে যাও।

রাধা। পতি পরমগুরু। যদি আমি সতী হই,—পতিপদে যদি আমার মতি থাকে, তবে জেনো,—আদরে অনাদরে—সুখে দুঃখে—

জীবনে মরণে তুমিই আমার একমাত্র আরাধ্য দেবতা! এ হৃদয়ে তুমি ছাড়া অন্য কা'রও স্থান নাই,—অধিকার নাই।

ব্রজ। (পার্শ্বে দাঁড়াইয়া) যদি তাই হয়, তবে আমায় সঙ্গে নিয়ে চল সতী।

রাধা। তা যাব,—নিশ্চয় যাব। আমি তোমায় স্পর্শ করে বল্‌ছি,—তোমা ছাড়া আমার অস্তিত্ব নাই,—তোমায় ছেড়ে আমি যেতেও পারব না। আমার আত্মা তোমারই কাছে থাক্‌বে। আমি তোমারই চির-সঙ্গিনী। প্রাণেশ্বর! আমার কথাগুলি আগে শুন। আমার শরীর বড়ই ক্লান্ত। রামলালের সঙ্গে লক্ষ্মীর বিবাহ দিও। রমেনের একটি সুসন্তান লাভ হয়েছে। সেই আমাদের একমাত্র বংশের প্রদীপ। এদের নিয়ে সংসার করো। সংসার-ধর্ম্মই মানবের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম! রামপদকে একশত বিঘা লাখরাজ জমি দান করো,—আর তার বাড়ী ঘর করবার জন্য নগদ পাঁচশ টাকা দিও। বাবাঠাকুরকে সংসারের সমস্ত কর্ত্তৃত্ব দিও। দুঃখের বিষয়, এই ধর্ম্মনিষ্ঠ জ্ঞানী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে তুমি আজও ভাল চিন্‌লে না।

ব্রজ। চিনেছি সতী! আর কিছু বল্‌তে হবে না। সতী! তুমি চল্লে? হায়! আজ আমি অন্ধ, তোমায় দেখ্‌তে পাচ্চিনে! (হাতড়াইয়া) দেবী—দেবী! আমার সঙ্গে নিয়ে যাও। (রোদন)।

রাধা। (হাত ধরিয়া) আমি একা যাব না,—তোমার সঙ্গেই যাব। জন্মজন্মান্তরেও তোমারই সঙ্গে থাকব। ঐ দেখ নাথ, তোমার আমার একাসন ঐখানে! কেমন সুন্দর! আ মরি মরি! কি মাধুরীমাখা শান্তি-ধাম! চল নাথ চল, ঐ শান্তিধামে যাই। দু'জনে কেমন সুখে থাকব! প্রাণেশ্বর! ঐখানেই আমাদের অবিনশ্বর সুখ, শান্তি! নারায়ণ! নারায়ণ! নারায়ণ! স্বামিন্‌! ত—বে এ—স যা—ই। স্বা—মি—ন্‌। (মৃত্যু)

অন্ন, লক্ষ্মী, শৈল। ওগো দিদিমণি গো! আমাদের কোন্‌ অকূল-পাথারে ভাসিয়ে দিয়ে তুমি কোথায় গেলে!— (কান্না)

রমেন্দ্র। বৌদি', মা আমার!—এতদিনে তুমি আবার আমায় মাতৃ-হারা কল্লে? (কান্না)

দুর্গা। মা মা, রাধারাণী—মা আমার! যাও মা, সতীধামে বিরাজ কর মা।

রামপদ। (রামলালের গলা ধরিয়া) ভাই সিংজী! বড় মা বুঝি আমাদের মায়া কাটিয়ে চ'লে গেলেন! ইহধামে তিনি আর নাই! (কান্না)

ব্রজ। আর নাই!—রামপদ! তোমার মা আর নাই? তাই কি রামপদ? আমার রাধা কি নাই? কে বলে? মিথ্যা কথা। আমার রাধা প্রতিজ্ঞা করেছে,—সে আমায় নিয়ে, তবে যাবে। সে নাই? (হাতড়াইয়া) এই যে,—এই যে আমার রাধা! জগদ্‌বাসী! তোমরা দেখ,—সতীর পতি কেমন করে স্বর্গে যায়! রাধা, রাধা, প্রাণের রাধা আমার! কৈ, সারা শব্দ নেই ত! তবে সত্যই কি রাধা আমার নাই? কেরে এমন পাষণ্ড? আমার রাধাকে আমারই সাম্‌নে থেকে কেড়ে নিয়ে গেল? আমি অন্ধ.—তাই ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে গেল! না, না—এই যে আমার রাধা! রাধা, সতী লক্ষ্মী আমার! এস, আমার বুকের ধন বুকে এস? এত অভিমান কেন সতী? পতির অপরাধ কি ক্ষমা কর্‌বে না সতী? (রাধার মৃত দেহ কাঁধে করিয়া লাঠী হস্তে দণ্ডায়মান)। হৃদয়েশ্বরি! তোমার প্রাণে কত আঘাত করেছি,—তোমায় কতবার পায়ে ঠেলেছি! সতি, একবার দেখ, তোমার পাষণ্ড স্বামী আজ তোমায় কাঁধে করে পাগল সেজে দ্বারে দ্বারে বেড়াবে! রামপদ,—রামলাল! এস, তোমরা আমার সঙ্গে যাবে, এস। আমি সতীকে নিয়ে সতীর শান্তি ধামে যাচ্চি। তোমরা কেউ সঙ্গে যাবে কি?—যাবে না? আমি মহা পাপিষ্ঠ ব'লে কি, আমার সঙ্গে যেতে হবে বলে তোমরা যাবে না? তবে দেখ,—সতীর পতি কোন্ পথে স্বর্গে যায়। সতী! সতী! সতী! (গমনোদ্যত)

রমেন্দ্র। দাদা, দাদা!

ব্রজে। কে কার দাদা রে! এ সংসারে তোমার উপযুক্ত দাদা আমি নই। আমি তোমার পরম শত্রু,—সর্ব্বস্বাপহারক শয়তান! ধরা দিয়েছি শাস্তি দাও,—আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হোক্?

দুর্গা। বাবা ব্রজ!

ব্রজে। কি বল্‌বে বল? বল ব্রাহ্মণ,—তোমার মত নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ দেখা যায় না—আমার মত পাষণ্ডের সঙ্গে কথা বল্‌তেও কি তোমার ঘৃণা হচ্চে না? আশ্চর্য্য বটে! ব্রাহ্মণ! তোমার হৃদয়ে কি এতই দয়া, এতই ক্ষমা!

দুর্গা। আমি তোমায় শেষ একটি অনুরোধ কচ্চি, তা রাখবে না বাবা?

ব্রজ। রাখব।—কিন্তু একটি বাদে।

দুর্গা। সেটি কি বাবা?

ব্রজ। ব্রাহ্মণ! আমার মৃত্যুর পূর্ব্বে আমার বুকথেকে আমার এক-মাত্র মুক্তির সম্বলটি ছেড়ে দিতে পারব না।

দুর্গা। সেইটিই দিতে হবে। হিন্দুর শাস্ত্র অনুসারে ও সমাজের নিয়মে সকলেই বাধ্য—তুমিও বাধ্য। বিশেষত সতীর শবের সদ্‌গতি না কল্লে, তোমারও মুক্তির পথে বিঘ্ন হবে। সতীর আত্মা এখন আর তার এই নশ্বর দেহে নাই। সে এখন তোমারই অনুসরণ কচ্ছে। সে এখন তোমাতেই বাস করবে। সতীর শেষ নিশ্বাসের আকাঙ্ক্ষাও তাই! সে তোমায় বলেছেও তা—মনে করে দেখ! এখন আমি যা বলছি, তা বিশ্বাস কর বাবা, তোমার মঙ্গল হবে,—তোমার বাসনাও পূর্ণ হবে।

ব্রজ। ব্রাহ্মণ! সত্যই কি তা হবে?

দুর্গা। এবৃদ্ধ মিথ্যা জানে না।

ব্রজ। তা জানি; কিন্তু বল,—আমার অনুরোধ রাখবে?

দুর্গা। কি বল ? যথাসাধ্য রাখ্‌ব।

ব্রজ। আমার এই সতা-দেহ আমাদের বাড়ীর নিকটস্থ গঙ্গাতীরে সৎকার করে,সে খানে একটি মন্দির ও সতীর একখানি আসন স্থাপন করবে—আমি যে কদিন বাঁচবো,—সে কদিন সে খানেই সতীর আরাধনায় এদেহ অবসান করব। আর ঐ মন্দিরের গায়ে স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখবে—

সতীর মন্দির।

দুর্গা। সে ত ভাল কথাই বাবা।

রমে। দাদা আপনার আদেশ শিরোধার্য্য ! এখন জ্যাঠামহাশয়ের কথা রাখুন।

ব্রজ। সতী, সতী ! দেখে যাও তোমার বিরহে আজ তোমার পাষণ্ড শয়তান স্বামী তোমারই নাম জীবনের এক মাত্র সার করে,—কেমন করে সতীর পূজা করে,—কি রকমে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে ! সতী ! সতী ! আমায় সঙ্গে নাও ! তোমাদের সকলকে অনুরোধ—আমায় কেহ ধরোনা।

(কম্পিতপদে মন্থরগতিতে প্রস্থান।)

রমেন্দ্র। রামপদ, রামলাল ! শীগ্‌গিরএস ! (প্রস্থান।)

রামপদ। চল ভাই সিংজী ! (রামপদ ও রামলালের প্রস্থান)

দুর্গা। মা মহামায়া ! তোমার মায়া তুমিই বুঝ মা, আর কেউ বুঝতে পারে না ! এস মা, তোমরা সকলেই এস,—আমাদের কর্ত্তব্য কাজ আমরা করিগে। বৃথা কেঁদে ফল কি মা ! মন স্থির কর। নারায়ণ ! নারায়ণ ! নরায়ণ

(সকলে প্রস্থান।)

একাদশ ~~দশম~~ দৃশ্য।

(রামপদের বহির্ব্বাটী।)

(বলাই, রাই, হরি, করিম প্রভৃতি তামাক সেবন করিতেছে)

রাই। বলাই দা! বড়বাবু হঠাৎ এমন ভাল মানুষ হলি কেনে রে?

বলাই। আরে ভাই, মানুষের মন কি আর সব সময় সমান থাকতি পারে? তবে যার শেষটা ভাল, তারই জেয়াদা সুখ। অ্যাখনা, সাথে সাথে রামপদের কি দুর্গতিটাই না হ'ল! আবার তার কপালে সুখ আছে—তাই শেষে পরে এখন তা'কে এগাঁয়ের রাজা বুল্লেও বুল্‌তে পারি!

করিম। আরে সেত মুই আগেই জান্‌তি পেইরে ছিলাম।

রাই। কেমন করে?

করিম। কেনে, সেদিন যে মুই খোয়াপ দেখেছেলাম।

হরি। কেমন দেখেছিলি?

করিম। আরে ভাই বুলব কি, বুল্‌লে তোমরা বিশ্বাসই করবে না। মুইকি আর কেউকে বুলেছি! দ্যাখলাম কি,—বড়বাবু ফকার হয়ে বেরিয়ে গ্যাল। বড় মা মোদের রামাদাকে সব বিষয় লিখে দিয়ে গ্যাল, আর কি! রামাদা রাজা হ'ল, আর মোরা তার নাজীর, উজীর, মুন্‌শুভাদার, সর্দ্দার, কত কি হলাম! মোদের সাদি হ'লি পরে ছেলে পিলে নিয়ে পাকাবাড়ী করে বসতী করলাম। আর একটা যে মজা দেখিছি ভাই—(হাস্য)—

হরি। সে কি রকম করিম, বল্‌না ভাই?

করিম। সে বড় মজা দাদা,—সে বড় মজা! (হাস্য)।

রাই। কি মজা ছাই খুলিই বল্ না? তুই এতকরে হেসে ফেল্লি আর বুল্‌বি কি ছাই! (সকলের তামাক খাওয়া শেষ ও হুকা স্থাপন)।

বলাই। কি মজা বুলে ফেল্‌না করিম?

করিম। বুলব? (হাস্য) এ্যাঁ বুলব? না। (হাস্য) তবে শোন। (হাস্য) দ্যাখ ভাই, (লাঠী উত্তোলন করিয়া) মুইত রামাদার সর্দ্দার হইছি। আর সেই যে জীবনে স্মুন্দীর পো স্মুন্দী, যেমন চুপি চুপি লুকিয়ে বাড়ী ঢুকছিল, আর মুই অমনি, জানিস্ ত ভাই, এই লাঠীর এক ঘায়েই স্মুন্দীর মাথাটা দোফাক্—(হুকা ক'লকের উপর আঘাত ও ভগ্ন)।

রাই। দূর হতভাগা! একি কল্লি! কারে মারতে কারে মাল্লি?

করিম। এ্যাঁ! তাইত! এখন মোরা তামুক খাই কি করে?

বলাই। (উঁকি মারিয়া) ওকে আসতিছে রে ভাই, দ্যাখ্ত? রামাদা নয়?

হরি। হাঁ, হাঁ, তাইত! আহা, রামাদার আমার সেই বাড়ী আর নেই!

করিম। তা হোক্। ট্যাকাত পাইছে। আবার নতুন বাড়ী হবি অখন।

(রামপদ ও অন্নর প্রবেশ)।

বলাই, হরি, রাই, করিম। এস, এস, রামাদা এস।

বলাই। মোরা তোমাদের কথাই এতক্ষণ ভাবছিনু।

রাম। ভাইরে! মানুষের জীবনের সুখদুঃখ এই ভাবেই হয়ে থাকে। আমার এই বিপদের প্রধান সহায় তোমরা। তোমরা না থাকলে, আজ আমি পথের ভিখারী হতেম। ভাই, তোমাদের ঋণ আমি এ জীবনেও শোধ করতে পারব না। তোমরাই আমার প্রকৃত বন্ধু ভগবান্ তোমাদের মঙ্গল করুন। অন্ন! তুমি একবার পাড়ার সকলের সঙ্গে দেখাশুন করগে। আমিও সকলের বাড়ী বাড়ী যাচ্চি। আর যদ্দিন না আমাদের বাড়ী মেরামত হয়, তদ্দিন আমরা এখানে কুঁড়ে করে বাস করব।

হরি। ক্যানে, ছোট বাবুত তোমাকে সেইখানে থাকতি বুলেছে!

রাই। মুইত ভাবি তাই ভাল।

বলাই। তা হ'লি এত কষ্টকরে এখানে থাকৃতি হবি ক্যান?

করিম। না রামাদা, তা হবি না। মোর বৌদি থাকবে ক্যামনে?

অন্ন। তোমরা আমার জন্য মিছে ভাবছ। তোমরাই আমাদের আপনার জন। তোমরা থাকৃতে আর কার ভয়? পরের দালান বাড়ীতে থাকার অপেক্ষা নিজের কুঁড়েই স্বর্গধাম।

রাম। তা ঠিক কথা। অবশ্য, ছোট বাবু ও ছোট গিন্নীও আমাদের খুব যত্ন করেন,—নিজের ভাই বোনের মত দেখেন। কিন্তু তা বলে পর-ঘরী বা পরভাতী হওয়া উচিত নয়। আমরা চাষা লোক,—বড়লোকের বাড়ী থাকা আমাদের পোষাবে না। তারপর ধর,—আমরা তোমাদের ছেড়ে অন্যত্র রাজ্য পেলেও যাব না।

হরি। তা, তোমাদের সুখের জন্যই বুল্‌ছিলাম। তা যাক্, তবে আজই মোরা তোমার কুঁড়ে ঠিক করে দিই? কেমন বলাইদা পারব না?

বলাই। হাঁ, তা আর পারব না। করিম! তুই মাঠে যা, ভাল ভাল খড় কাটগে.—মোরা বাঁশ কাট্‌তি যাচ্চি।

করিম। তবে রেয়েদাকে মোর সাথে দাও?

রাই। চল্ করিম, মোরো খড় কাটিগে। (করিম ও রাইর প্রস্থান)

রাম। তবে তোমরা যাও,—যা যা করতে হয় ঠিক করে ফেল? আমরা এবেলা দাগার মাসীর বাড়ী থাকব।

বলাই। রামাদা! তোমাদের জন্যি পাড়ার নোকে ভেবে আকুল! যাও, তাদের সাথে দেখা করগে?

হরি। সত্যই, তোমাদের লেগে গাঁয়ের সকলেই দুখু করতিছে। আহা, এ সময় বড় গিন্নী নেই!

বলাই। শুনৃচি, ছোট গিন্নীও নাকি খুব ভাল লোক। আহা, সুখ-সাগর মোদের আবার সুখেরই সাগর হোক্! হাঁ রামাদা! সেই জীবনে শালার কি হ'ল তার পর?

রাম। তার ছ' বছরের জেল হয়েছে?

হরি। বেশ হয়েছে। যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল! বলাইদা, চল্ বাঁশ কাটিগে,—বেলা হইছে।　　　　　(বলাই ও হরির প্রস্থান।)

রাম। অন্ন, তবে চল দাগার মাসীকে দেখিগে? তারপর সকলের সঙ্গে দেখা করব।　　　　　[সকলের প্রস্থান।

একাদশ দৃশ্য।

—:*:—

গঙ্গাতীর—সতীর মন্দির।

(পূজার উপকরণ বেষ্টিত ব্রজেন্দ্র ধ্যান মগ্ন—
ভৈরবীর প্রবেশ—নৃত্য ও গীত।)

গীত।

ভৈরবী　　"দেবী প্রসীদ পরিপালয় নোঽরিভীতে-
নিত্যং যথা সুরবধাদধুনৈব সদ্যঃ।
পাপানি সর্ব্বজগতাঞ্চ শমং নয়াশু
উৎপাতপাকজনিতাংশ্চ মহোপসর্গান্॥
শূলেন পাহিনো দেবি! পাহি খড়্গেন চাম্বিকে!
ঘণ্টাস্বনেন নঃ পাহি চাপজ্যানিঃস্বনেন চ॥
প্রাচ্যাং রক্ষ প্রতীচ্যাঞ্চ চণ্ডিকে রক্ষদক্ষিণে।
ভ্রামণেনাত্মশূলস্য উত্তরস্যাং তথেশ্বরি॥
সৌম্যানি যানি রূপাণি ত্রৈলোক্যে বিচরন্তি তে।
যানি চাত্যর্থঘোরাণি তৈ রক্ষাস্মাং স্তথা ভুবম্॥
খড়্গশূলগদাদীনি যানি চাস্ত্রাণি তেঽম্বিকে।
করপল্লবসঙ্গীনি তৈরস্মান্ রক্ষসর্ব্বতঃ॥"

ব্রজ। গাওমা গাও.—আবার গাও।

ভৈরবী। "স্ফুরতু কুচকুম্ভয়োরুপরি মণিমঞ্জরী,

রঞ্জয়তু তব হৃদয়দেশম্।

রসতু রসনাপি তব ঘনজঘনমণ্ডলে,

ঘোষয়তু মন্মথনিদেশম্।

স্থলকমলগঞ্জনং মম হৃদয়রঞ্জনম্,

জনিতরতিরঙ্গপরভাগম্।

ভণ মসৃণবাণি করবাণি চরণদ্বয়ম্

সরসলসদলক্তকরাগম্।

স্মরগরলখণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনম্,

দেহি পদপল্লবমুদারম্।"

[প্রস্থান।

ব্রজেন্দ্র। আ মরি মরি কি সুন্দর সঙ্গীত! সঙ্গীতের কি মোহিনী শক্তি! সংসারের কোলাহল, সংসারের ঝঞ্ঝাবাত,—মানব-হৃদয়ের মায়া কান্না যেন কোথায় বিলীন হয়ে গেল! মন প্রাণ সঙ্গীতের ভাব তরঙ্গে নেচে উঠে! সংসারের জ্বালা যন্ত্রণা শোকতাপ ভুলিয়ে দিয়ে যেন সর্ব্ব-শক্তিমানের দিকে টেনে নিয়ে যায়,—মানুষ আত্মহারা হয়.—আবার কেউ বা পাগল সেজেও বেড়ায়! ভগবান! তোমার শক্তি অসীম,—তোমার সৃষ্টিকৌশল অলৌকিক! তোমায় কোটী কোটী নমস্কার!

আহা কি সুন্দর সঙ্গীত! কি সুললিত কণ্ঠ! এত কাল শুনেও মনে হয় নিত্য নূতন! ভৈরবী মা আমার! বল মা,—কত দিনে এ অধমকে দয়া করবি মা? মা গো, আমি যে পেয়ে রত্ন হারিয়েছি! আমার ধন আমায় ফিরিয়ে দাও মা?

সতী! দিন যায়—আবার দিন আসে! এমনি করে কত দিন এল,

কত দিন গেল! কৈ, তুমিত দয়া কল্লে না সতী? তবে আজও কি আমার প্রায়শ্চিত্ত শেষ হ'ল না? সতী, সতী! আমি যে তোমার ধ্যান ছাড়া, তোমার নাম ছাড়া আর কিছুই জানি না। সতী!—দেহিপদ-পল্লব মুদারম্!

(রমেন্দ্রের প্রবেশ।)

রমেন্দ্র। দাদা, দাদা!

ব্রজেন্দ্র। কে ও, রমেন? কি ভাই? কি জন্য এ অভাগার কাছে রোজই বার বার আস্‌ছ? আমায় দেখতে! কেন? আমার কি মরণ আছে! ভাই? তোদের রেখে যেতে পারব,—এমন সৌভাগ্য কি আমার হবে? ত্যাখ্‌না, আরও বা কত দুর্গতি হয়! ভাইরে, পাপের কি দারুণ যন্ত্রণা! রমেন, পুণ্য ফলে তোমার মত ভাই পেয়েছিলুম। কিন্তু সুখে রাখতে পারিনি!

রমেন্দ্র। দাদা, এ কি কথা বল্‌ছেন? আপনি জ্যেষ্ঠ সহোদর—পিতৃতুল্য। অপত্যস্নেহেই ত এতকাল প্রতিপালন করেছেন। আবার পিতার ন্যায় শাসন ও করেছেন। বরং আমিই সময় সময় আপনার অবাধ্য হয়েছি উপযুক্ত ভ্রাতৃভক্তি বা ভ্রাতৃপ্রেম দেখাতে পারিনি তাই আমার দুঃখ!

ব্রজেন্দ্র। ভাইরে সবই বুঝি। আমার পাপেই যে সোণার সংসার ধূলায় লুটিয়েছিল, আবার তোদেরই সুকৃতির ফলে সেই ধূলারাশি কোথায় উড়ে গেল, তাও দেখলাম! দেখিস্ ভাই, পিতৃ পুরুষের গৌরব যেন আর অধগতি না হয়—এই আমার শেষ অনুরোধ।

রমেন্দ্র। সেত আপনারই আশীর্ব্বাদ দাদা?

ব্রজেন্দ্র। ভগবান্ তোমার মঙ্গল করবেন। ভাই আজ আবার কি জন্য এসেছ?

রমেন্দ্র। আপনি খল্‌শী মহাল পাঁচশ হাজার টাকায় মটগেজ্ রেখেছিলেন,—তা আমি শোধ করেছি।

ব্রজেন্দ্র। ভাল কথা ভাই! কেমন করে সে দেনা শোধ কর্‌লে?

রমেন্দ্র। আপনাকে ত সে দিনই বলেছি,—নদের চাঁদের স্ত্রীর মৃত্যুর সময় তিনি তাঁ'দের সমস্ত বিষয় সম্পত্তি রক্ষার ভার আমার হাতেই দিয়া যান। আমার পারিশ্রমিক বাবদ ঐ সম্পত্তির চতুর্থাংশ আমায় দান করে গেছেন। তা' থেকেই আমি এই ২৫ হাজার টাকা পরিশোধ করেছি; বাকী তিন ভাগও তাঁহার আদেশ মত দান ধ্যান,দেবালয় প্রতিষ্ঠা, অন্নছত্র প্রভৃতি কার্য্যে ব্যয় করা হচ্চে।

ব্রজেন্দ্র। উত্তম কথা। তোমার মত ভাই যেন আমি জন্মজন্মান্তরে পাই—ভগবানের কাছে আমার এই ভিক্ষা। ভাইরে, আজ আমি ঋণ মুক্ত!! কিন্তু তোর ঋণ পর জন্মেও শোধ করতে পারি কিনা সন্দেহ। এ জীবনে ত আর পারলুম না! আজ আমার শরীর বড়ই অবসন্ন,—মনে হয়,—কি যেন নাই! বল ভাই, আর কি খবর?

রমেন্দ্র। রামপদকে একশ' বিঘা লাখ্‌রাজ জমী দান করা হয়েছে, কিন্তু টাকাটা আজও দেওয়া হয়নি।

ব্রজেন্দ্র। বড়ই অন্যায় হয়েছে। ইহা সতীর আদেশ, তা ত জান। ভাইরে, তাঁর আদেশ সর্ব্বাগ্রে পালন কর,—আমায় ঋণ মুক্ত কর,—আমি হাস্‌তে হাস্‌তে সতীর বাঞ্ছিত শান্তি ধামে চলে যাই। যাও ভাই, সংসারের ঝঞ্ঝাবাতে আর আমায় নিক্ষেপ করোনা। তুমি আমা হতেও ঢের উপযুক্ত।—যা'ভাল হয় করবে, আর আমায় জিজ্ঞেস করো না। আমার শেষ সময় আমায় একটু শান্তি দাও।

রমেন্দ্র। আপনি আমার পিতৃস্থানীয়;—আপনার কাছে থাক্‌লে, মনে হয়, আমি বৃক্ষের ছায়ায় বসে শান্তি ভোগ কচ্চি।

ব্রজেন্দ্র। তা সে কথা তুমি বল্‌তে পার। কিন্তু আমিত সবই জানি। তুমি আমার আশা পরিত্যাগ কর। ভগবানে আত্মসমর্পণ করে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ কর—আমায় আর বৃথা অনুরোধ করোনা ভাই! আমার শরীরের অবস্থা আজ বড় ভাল বোধ হচ্চে না।

রমেন্দ্র। না খেয়ে এম্‌নি করে কি জীবন ধারণ করা যায় দাদা? সামান্য একটা ফল আর একটু গঙ্গাজল খেয়ে কি শরীর রক্ষা করা যায়? আজ একটু দুধ পাঠিয়ে দেবো?

ব্রজেন্দ্র। মাপ্‌ কর ভাই। আমি ঢের খেয়েছি,—ঢের পরেছি,—আর খাওয়ার সাধ নাই! ভগবানের কাছে প্রার্থনা কর ভাই,—যেন এই ভাবেই জীবনের বাকী সময় টুকু কাটাতে পারি। হা ভগবান! এমন দিন কি আমার হবে? সতী! সতী! সতী! (ধ্যান মগ্ন।)

(রমেন্দ্রের প্রস্থান।)

হে জগদীশ্বর! সর্ব্বময় বলে তুমি
চির বিদিত সংসার। তবে কেন নাথ
অন্তরে বাহিরে মোর না হেরি তোমায়?
কেন তবে কর প্রভু এত প্রবঞ্চনা?
দীননাথ! কর দয়া দীন হীন জনে।
এ কে! অহো, বুঝেছি—মহামায়া!
এ তোরি মায়া খেলা মা! কভু
ভিখারিণী বেশে, কভু কাঙ্গালিনী সেজে,
দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা মেগে খাও!
কভু শ্মশানে,—মশানে কভু,—
কর নৃত্য নানারঙ্গে! আবার
লক্ষ্মীরূপে কভু ভিখারিরে কর ধন দান!

অন্নদান কর কভু ধরি' অন্নপূর্ণা নাম!
মা গো! নহে কি এ মায়া খেলা তোর?
আর কত কাল খেলিবি এ খেলা মা?
একে! সতী!—প্রাণের রাধা আমার?
আ মরি মরি! এত প্রেম, এত করুণা!
বল্ সতী, আর কবে হবে তোর দয়া?
প্রাণে ধৈর্য্য না মানে, মনে শান্তি নাহি আসে।
শুধু তোরি আশে প্রাণ কাঁদে সতী!
এস সতী, বস হৃদিপদ্মাসনে মোর।
প্রেম ভক্তিবারি ধারে পূজিব তোমায়।
আর কাঁদায়ো না, কাঁদিতেও পারি না।
এতেও কি প্রায়শ্চিত্ত হ'ল না মোর?
সতী! দয়া কি হবে না?
তবে কি তোমারও বাক্য মিথ্যা হবে সতি?
অসম্ভব! অসম্ভব এ হেন অবিধি।
বিধির বিধান আছে,—সতী-বাক্য চির সত্য।
পূরবের ভানু যদি পশ্চিমে উদয়,
বায়ূহীন যদিও সম্ভবে আকাশের পথ,
কক্ষচ্যুত যদি কভু হয় দিবাকর,
শুষ্ক যদি হয়ে যায় সাগরের জল,
তবু—তবু না হইবে মিথ্যা সতীর বচন।
সতী, সতী! কোথায় তুমি?
সর্ব্বাঙ্গে লিখেছি রাধা নাম।
দিবারাতি জপি শুধু ও মধুর নাম।

শয়নে স্বপনে, কিংবা জাগরণে,

জপ-মালা নিয়ে জপি সদা রাধা নাম।

সতী! সতী যা'র ঘরণী,

হবে না কি তাঁ'র পতির উদ্ধার ?

অবশ্যই হবে! নহে শাস্ত্র মিথ্যা !!

(অন্তরীক্ষে উলুধ্বনি ও শঙ্খবাদ্য।)

এ! —এই!—এ'ল বুঝি তবে সতী মোর ?

এস সতী, এস,—তাপিত হৃদয়ে মোর
কর শান্তি-সুধা বরিষণ। জ্বলে পুড়ে
মরিতেছি অনুতাপানলে সদা। শান্তিময়ী!
নিবার এ জ্বালা—এভীষণ জ্বলা! (ধ্যান মগ্ন।)

(বরণ ডালা, তৈল, সিন্দুর, ফুল, ধূপ, দীপ প্রভৃতি হস্তে, লাল পেড়ে সাড়ী পরিধানে—উলুধ্বনি ও শাঁক বাজাইতে বাজাইতে অন্ন, শৈল, লক্ষ্মী প্রভৃতি পঞ্চ এয়োও দাগার মাসী ও বালক বালিকাদের প্রবেশ।)

বুঝেছি বুঝেছি, সতী,—তব আবির্ভাব!

পূরব লক্ষণ এবে হেরিছি নয়নে।

দশদিক পুলকিত! পুলকে নাচিছে হৃদয় মম!

মলয় পবন এবে ঢালিছে সৌরভ!

সতী, সতী! এলে কি তুমি ?

এ দীনের কাতর ক্রন্দন পশেছে কি তব কাণে ?

সতী! এতই করুণা তব হৃদে ?

পতির মঙ্গল তরে এত আয়োজন!

গুণবতী! বহু পুণ্য ফলে পেয়েছিনু তোমা হেন ধনে।

অন্ন। সৈ এস ভাই,—আমরা পাঁচ এয়ো এক সঙ্গে বরণডালা হাতে করে আগে স্নান করে উঠি।দাগার মাসী ডেঙ্গায় থেকে ব্রত কথা কইবে'খন।

শৈল। হাঁ ভাই, তাইত নিয়ম। যতক্ষণ না ব্রত কথা শেষ হবে, ততক্ষণত আমাদের ভিজে কাপড়েই থাক্‌তে হবে।

লক্ষ্মী। তবে এ সব ছেলেপিলেদের এখানে বসিয়ে দিই। (তথাকরণ) তোরা সব এখানে সার দিয়ে বস্‌! ব্রত কথা হ'লে পরে সন্দেশ দেবোখ'ন।

শৈল। তবে এস আমরা জলে নামিগে। (তথাকরণ। উলুধ্বনি ও শঙ্খধ্বনি করণ—স্নানান্তে বরণ ডালা হাতে সকলে জলেই দণ্ডায়মানা।)

ব্রজেন্দ্র। তোমরা কা'রা মা ? আজ তোমাদের কি পূজা ?

অন্ন। মাসী, তুমি যাওনা,—বড় বাবু কি বলছেন শুনে এস।

শৈল। হাঁ মাসী যাওনা ? ভাসুর ঠাকুরকে সব বলে এসগে। আহা আজ যদি দিদি থাকত !

অন্ন। সই, এ সময় কেঁদ না। তোমায় ত আমি সে দিনই সব বলেছি,—এ ব্রত ত শুধু তাঁ'রি আদেশ ভাই।

দাগারমাসী। (অগ্রসর হইয়া) সেবা দিই বড় বাবু। (নমস্কার।)

ব্রজ। তুমি কে মা ?

দাঃ মাসী। বড় বাবু, মুই দাগার মাসী,—আপনাগর পেরজা।

ব্রজ। বেশ। ভাল আছত মা ? পাড়ার সব ভাল আছেত ? সে দিন রামপদও এসেছিল। হাঁ মা, তোমাদের আজ কি পূজা ?

১মঃ ছেলে। তুই সর্‌ না ?

১মঃ মেয়ে। তুই সর্‌ না হাবা ?

১মঃ ছেলে। মুই কেনে সরব লা খাঁদী ?

১মঃ মেয়ে। কি, মুই খাঁদী ! না তুই খাঁদা রে ড্যাকরা ?

১মঃ ছেলে। তবেরে পেঁচামুখী ! (ধাক্কা ধাক্কী ও মারামারি।)

লক্ষ্মী। (উভয়কে থামাইয়া) চুপ কর্‌, গোলমাল কর্‌লে সন্দেশ পাবিনে। (দুই জনকে দুই পার্শ্বে বসাইয়া দেওয়া।)

শৈল। সই, শুনত ভাসুর ঠাকুর কি বল্‌ছেন? (লক্ষ্মীর অগ্রসর)।

দাঃ মাসী। এ পূজ নয় বাবা,—বের্‌ত। রামের বৌ বের্‌ত কর্‌তিছে,—মোরা তাই এইচি।

ব্রজ। কি ব্রত?

দাঃ মাসী। মুইত ভাল করে বুলতে পারিনে। বেরতের নামটা মোর মুখে এইসে না। বৌমাকে ডেকে দিই বাবা। (গমনোদ্যত।) এই যে নথ্‌থী! শোন্‌ত বাবু কি বুল্‌ছে?

ব্রজেন্দ্র। বৌ মা! সে কে! আমার মা এসেছেন বুঝি? তা মা ভিন্ন সন্তানের দুঃখ মোচন আর কে কর্‌বে? এস মা, এস,—সন্তানের দুঃখ দেখে যাও মা? মা গো, তোর করস্পর্শে ই এ অধমের মুক্তি হবে মা! মা গো, সেই এক দিন,—আর এই এক দিন! সেই দিন কুঅভিপ্রায়ে ইন্দ্রিয়-তাড়নায় যে নরপিশাচ আমি, আজ কিনা 'মা মা' বলে ডেকে প্রাণের কত শান্তি, কত সুখ পাচ্চি, তা এক মুখে বল্‌তে পারিনা! মা নাম কি মধুর নাম! ভয়ে ত্রাসে, আপদে বিপদে—রক্ষা কর্‌তে মা নামের মত এমন ঔষধ আর ত্রিজগতে কোথাও নাই! মা, তোমার অপার করুণা। আমি নরাধম,—তাই তোমাদের চিন্‌তে পারলেম না!

লক্ষ্মী। বড় বাবু, আমার সই আজ ব্রত কচ্চে।

ব্রজ। কি ব্রত লক্ষ্মীময়ী?

লক্ষ্মী। সতী ব্রত! কেউ কেউ আবার 'আকুলী সুবচনী' ব্রতও বলে।

ব্রজ। এ ব্রতের উদ্দেশ্য কি লক্ষ্মী?

লক্ষ্মী। রামপদ ঘি মাখনের চালান নিয়ে বিদেশে গিয়েছিল। সে সময়, সই নাকি একদিন রাত্তিরে এ ব্রতের স্বপ্ন দেখেছিল,—তাই।

ব্রজ। ভাল বুঝ্‌তে পার্‌লুম না। আমার মাকে বল্‌তে বল।

লক্ষ্মী। সই! এ দিকে এস,—বড় বাবু ডাক্‌ছেন? স্বপ্নের কথা সব বড় বাবু শুন্‌তে চাচ্ছেন—বল?

অন্ন। (অগ্রসর হইয়া) বাবা, ব্রতর কথা বল্‌তে আমার শরীর যেন কেঁপে উঠ্‌ছে! আমি স্বপ্নে দিদিমণিকে দেখেছি। তিনিই আমায় এ ব্রতের আদেশ দিয়েছেন। পতির মঙ্গলের জন্যই এ ব্রত—তিনি আরও বলেচেন,—এ ব্রত ঘরে ঘরে,—দেশে দেশে যাতে প্রচার হয়, তাই করবে।

ব্রজ। আ মরি মরি! সতী না হলে সতীর মর্ম্ম আর কে বুঝবে? মা, তুমিই ধন্য! বল মা, তার পর তিনি আর কি বল্‌লেন? এ অধমের প্রতি তাঁর দয়া কি হবে না মা?

অন্ন। নিশ্চয় হবে। তারপর তিনি বল্লেন,—"অন্ন, ছোট বোন্‌টি আমার! তোমার স্বামীর জন্য ভেব না। সতীর পতির কখনও অমঙ্গল হয় না। তোমার স্বামী কালই হাস্য মুখে বাড়ী আসবে। ব্যবসায় অর্থ লাভও হবে। তিনি এলে পরে এক দিন সকাল বেলা পাঁচজন এয়ো সঙ্গে করে—তেল, সিন্দুর, ফুল, বরণ ডালা আর আর পূজার যা' যা' দরকার—সব নিয়ে গঙ্গায় স্নান করে—আমার মন্দিরে তেল সিন্দুর দিবে। একে অন্যকে তেল সিঁদুর পরাবে। এ সময় পূর্ব্বকালের একটি সতীর কাহিনীও বল্‌বে।" তাই আজ আমরা এসেছি।

ব্রজেন্দ্র। সতী! সতী! তুমি কোথায়? তারপর, আর কি বল্‌লেন? এ ব্রতের ফল কি মা?

অন্ন। বাবা, সতীবাক্য কখনও মিথ্যা হয় না। তাঁর কথা মত আমার সবই মঙ্গল হয়েছে। দিদিমণি আরও বল্‌লেন,—"এ ব্রত এক মনে একচিত্তে কল্লে পরে, তার স্বামীর মঙ্গল হয়—সংসারে শান্তি হয়,—ছেলেপিলের মঙ্গল হয়।" বাবা, বল্‌তে কি, দিদিমণি বেঁচে থাকতে যেমন আদর করে কথা বল্‌তেন, সেই রকম করে আমার গায়ে হাত বুলিয়ে সব বুঝিয়ে দিলেন। আর বল্‌লেন,—"ভাই, হিন্দু-রমণীর স্বামীই একমাত্র দেবতা,—তাঁর অমান্য কেউ করো না।"

সতীর মন্দির

বরণডালা হস্তে অন্নপূর্ণার মন্দিরে অগ্রসর